ভক্তের সাধন।

(ভক্তিবাদ)

[শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-কৃত "ষট্-সন্দর্ভা"ন্তর্গত

পঞ্চম

"ভক্তি-সন্দর্ভের"

মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত।]

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী।

"শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী"—কার্য্যালয়।

এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

বঙ্গাব্দ ১৩২০।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার অপার স্নেহ-মমতার স্নিগ্ধ-হিল্লোলে
লালিত, পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি,—যিনি স্বীয় স্বভাব-
সুলভ বিনয়-নম্রতা ও মিষ্টভাষিতায় সকলেরই
প্রীতিভাজন ছিলেন

এবং

যাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাহিত্যানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়, সেই
নিত্যধামগত নিত্যবন্দ্য পরমারাধ্য

পিতৃদেবের

শ্রীভগবৎ-সেবা-সংরত শ্রীকরকমলোদ্দেশে
এই ভক্তি-রসামৃত-পূর্ণ

"ভক্তের সাধন"

তদীয় এই
অযোগ্যাধম পুত্র কর্ত্তৃক

অর্ঘ্যরূপে

অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গীকৃত
হইল।

প্রণত—

মধুসূদন।

ভূমিকা।

ভক্ত-ভগবানের মধুর সম্মিলনে ভক্তিই দূতী স্বরূপা। সাধন-জগতে ভক্তির আসন যে সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

'ভক্তের সাধন'—এই বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে এমনই মাখামাখি সান্দ্র সম্বন্ধ—পরস্পরের ভিতর এমনই এক অচ্ছেদ্য আকর্ষণ,—একের আলোচনায় অপর দুইটীর কথা স্বতঃই উদিত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তির আলোচনায় জীবনের সার্থকতা অবশ্যম্ভাবী।

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছাপ্রভাবে এবং ভক্তজনের কৃপাদৃষ্টিতে 'ভক্তের সাধন' (ভক্তিবাদ) প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ জীব গোস্বামী কৃত "ষট্-সন্দর্ভ" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থের অন্তর্গত "ভক্তি-সন্দর্ভের" মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য ভক্তিরসের মহোদধি শ্রীভাগবত হইতে শ্লোক-রত্ন উদ্ধৃত করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির প্রমাণ-প্রয়োগে ভক্তি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার-মীমাংসা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই শ্রীগ্রন্থখানি সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হন নাই। সুতরাং ইহার একটী সর্ব্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, সকলেই ইহার রসাস্বাদন করিয়া উপকৃত ও সুখী হইতে পারেন। বিশেষতঃ এই ভক্তিসন্দর্ভের ভাবগম্ভীর তত্ত্বালোচনার স্পৃহা বহুদিন হইতে বলবতী থাকায় নিতান্ত অযোগ্যাধম হইয়াও কেবল প্রাণের আবেগে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। শ্রীভগবান্ জীবকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, জীব তাহার অতিরিক্ত কিছু

করিতে পারে না। সুতরাং আত্মশোধন উদ্দেশ্যে আমি এই শ্রীগ্রন্থ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, পদে পদে সঙ্কুচিত ও ভীত হইতেছি—পাছে আমার অযোগ্যতা ও অজ্ঞতার ফলে ভক্তের হৃদয় ক্লিষ্ট হয়।

অতঃপর নিবেদন এই যে, 'ভক্তের সাধন' ভক্তি-সন্দর্ভের আক্ষরিক অনুবাদ নহে; সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় সরল ভাষায় পরিব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র। মূল শ্লোক ও তাহার আনুষঙ্গিক প্রমাণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া টীকা ও মন্তব্যের সরল মর্ম্মানুবাদ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সরস ভাবগুলি মর্ম্মানুবাদে সংযোজিত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। ইহা ভাল হইয়াছে—কি মন্দ হইয়াছে, পাঠকগণেরই বিচার্য্য। সংস্কৃতের কঠিন আবরণে নিহিত ভক্তি সিদ্ধান্তগুলির ভাব পরিস্ফুরণের ভাষা-জ্ঞান আমার না থাকায়, মূলের ভাব সর্ব্বত্রই যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। অধিকন্তু মুদ্রণের ক্ষিপ্রতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। অতএব আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

"ভক্তের সাধন" প্রথম খণ্ডে ভক্তিসন্দর্ভের ১৪৬ সংখ্যক শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইল। ৭টী উল্লাসে বিভক্ত করিয়া ভক্তি সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ভক্তজনের আগ্রহ বুঝিতে পারিলে, অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশের বাসনা রহিল। এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠে যদি ভক্তগণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি সম্পাদন হয়, তাহা হইলে এ অধম সকল শ্রম সার্থকবোধ করিয়া ধন্য ও সুখী হইবে। ইতি।—

পশ্চিমপাড়া
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।
১৩২০।

ভক্ত-পদরেণু-ভিখারী—
দীন শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।

সূচীপত্র।

প্রথম উল্লাস।

দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উল্লাস।

চতুর্থ উল্লাস।

পঞ্চম উল্লাস।

ষষ্ঠ উল্লাস।

সপ্তম উল্লাস।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মঙ্গলাচরণম্।

"যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ প্রতিপদপ্রোন্মীলদানন্দদাং
যামাস্থায় সমস্তমস্তকমণিং কুর্ব্বন্তি যং স্বে বশে।
তান্ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তিমপি তং ভক্তি-প্রিয়ং শ্রীহরিং
বন্দে সন্ততমর্থয়েঽনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে॥"

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি,
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষো
ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"

ভক্তের সাধন।

(ভক্তিবাদ)

প্রথম উল্লাস।
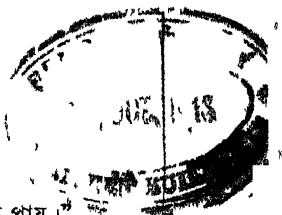
"সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।"

মায়া-বিভ্রান্ত মানব বাসনা-জালে আবদ্ধ হইয়া এই সুখদুঃখময় সংসারে নিত্য নিগ্রহ ভোগ করিতে থাকে—জন্ম-জন্মান্তরেও তাহার সে দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হয় না। মায়ার বিক্ষেপিকা-শক্তিতে জীব যখন আনন্দময় শ্রীভগবানের কৃপা-সান্নিধ্য হইতে দূরে উপনীত হয়—হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাব-কুসুম রজতমের প্রখরতাপে শুষ্ক হইয়া যায়, তখনই সেই মুগ্ধজীব এই সংসারের শোকে তাপে দুঃখে বিষাদে একান্ত অধীর হইয়া উঠে। বিষয়-বিশেষের বিয়োগে চিত্তের অপ্রসাদ হইলেই দুঃখ এবং বিষয়-বিশেষের সংযোগে চিত্ত-প্রসাদ হেতুই সুখানুভব হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ-দুঃখ চিত্তের বৃত্তি-বিশেষ। আশা, কেবল সুখেরই অন্বেষণ করে। এই সুখান্বেষণই জাগতিক কর্ম্ম। এই জন্যই বিষয়-বাসনা-বিমুগ্ধ মানব এই কর্ম্মময় সংসারক্ষেত্রে দুঃখের বিনিময়ে কেবল সুখ-লাভ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর লালায়িত রহিয়াছে। বস্তুতঃ আত্যন্তিক দুঃখনাশ ও

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। বিকারশীল বিষয়-নিচয় মায়া-সূত্রে অনুস্যূত ; সুতরাং সংসারের সেই অনিত্য বিষয়ভোগে প্রকৃত সুখলাভ কদাচ সম্ভব হয় না। ভোগে আকাঙ্ক্ষার স্রোত ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও চিত্তের সন্তোষ না হইলে তো প্রকৃত সুখের স্ফূৰ্ত্তি হইতে পারে না ? অতএব কিরূপে এই কৰ্ম্ম-কঠোর সংসার-কারাবাস হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকৃত সুখ-শান্তি ও চরমা তৃপ্তি লাভে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবের এমন একটি নিত্য আনন্দময় অবস্থা আছে, যাহা লাভ করিলে জীবকে আর কৰ্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া সুখদুঃখ-শোকতাপে ব্যাকুল হইতে হয় না—জীবের কোন অভাব বোধই থাকে না। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের কৃপাসান্নিধ্য লাভের উপযোগী সেই আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা বা কৌশলের নামই সাধন বা উপা-সনা। এই সাধনবলেই জীব আনন্দময় হইয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করে। জীবমাত্রেই সুখের অভিলাষী। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া

সাধনের নিত্য আবশ্যকতা।

কে দুঃখভোগ করিতে বা মরিতে চায়? সুতরাং মৃত্যুর বা দুঃখের অতীত যে এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা আছে, তাহার দিকে জীবের চিত্ত স্বভাবতঃই উন্মত্ত রহিয়াছে। যেমন অন্ধকারের পর আলোকের বোধ জন্মে, সেইরূপ এই পাপতাপ-জরাজন্ম-সঙ্কুল অনিত্যধামের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া সেই প্রেমানন্দময় চিন্ময়ধামের অস্তিত্ব সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। সাধনা এই পরমধাম প্রাপ্তির সোপান। অতএব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মকল্যাণ লাভের নিমিত্ত সকলেরই সাধনপথের পথিক হওয়া কৰ্ত্তব্য। সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইলে সাধন একান্ত প্রয়োজনীয়। বিনা সাধনে সাধ্যবস্তু লাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি মোহান্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া আদেশ করিয়াছেন—

"সর্ব্বদৈন মুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা
অপি হ্যেন মুপাসত।" ইতি সৌপর্ণে।

অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা উপাসনা করিবে। মুক্ত পুরুষেরও উপাসনার কর্ত্তব্যতা আছে। অতএব কি বদ্ধ, কি মুক্ত সকলকেই নিত্য উপাসনা বা সাধনা করিতে হইবে। তবে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, উপাসনার ফল যখন মুক্তি এবং মুক্ত-পুরুষগণ যখন বিধির অতীত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, তখন তাঁহাদের আবার সাধনার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, অনন্ত শক্তিশালী শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণ-চরিত-লাবণ্যাদি সমস্তই নিত্যাভিনব ও অনন্ত। মুক্তব্যক্তিগণ বিধির অতীত হইলেও শ্রীভগবানের সেই রূপগুণাদিতে সমাকৃষ্ট হইয়া যখন সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন নিত্য তদনুভবের নিমিত্ত তাঁহাদের সাধনারও নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। পিত্ত-দুষ্ট ব্যক্তির শর্করা ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও যেরূপ শর্করা ভক্ষণে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মুক্তপুরুষদিগেরও নিত্য সাধন-প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ মুক্তব্যক্তিগণও যে পর্য্যন্ত 'বিমুক্তি' অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমভক্তির উদয় না হয়, তদবধি সর্ব্বদা উপাসনা করিবেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে একই পরমতত্ত্ব লাভের জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন। পরমতত্ত্ব এক হইয়াও সাধকের সাধনানুসারে আবির্ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। সুতরাং বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগিগণের পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান্ তত্ত্বতঃ এক হইলেও ক্রম-প্রাধান্যের নিয়মানুসারে ভগবত্তত্ত্বেই আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। কি ব্রহ্মতত্ত্ব কি পরমাত্মতত্ত্ব উভয়ই শ্রীভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী 'ভগবৎ-সন্দর্ভে' এ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে জানা যায়—

"ব্যাপ্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ বাজাতে স্বয়ং।"

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভক্তির সাধনাতেই এই ভগবত্তত্ত্বের পরিস্ফুরণ হয়। জ্ঞানের সাধনে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয় মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মানন্দবিশিষ্ট মুনিগণ সেই পরতত্ত্বের কেবল অনুভবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তির সাধনায় ভক্তের অন্তরে বাহিরে ইন্দ্রিয়গোচরে সেই পরমতত্ত্ব মূর্ত্তানন্দ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্ত তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার অতি প্রিয়জনরূপে লাভ করিয়া প্রেমানন্দে কৃতার্থ হয়েন।

ভক্তের সাধন কি?

অতএব শ্রীভগবদ্-ভজনার্থি "ভক্তের সাধন"—সেই সর্ব্বসাধন-সম্রাজ্ঞী ভক্তি—ভক্তিই পরম পুরুষার্থ লাভের পরম উপায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সূক্ষ্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এবং ভক্তের একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তাহা পাঠকবর্গকে বোধ হয় অধিক বুঝাইতে হইবে না। সেই নিখিল-রস-ঘন মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সঙ্গরসাস্বাদনের একমাত্র সাধন——ভক্তি। শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ," "ভক্তিলভ্যস্ত্বনন্যয়া," "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য, ভক্তিরই লভ্য, অন্য কোন সাধন দ্বারা নহে, ভক্তিদ্বারাই আমাকে অবগত হইয়া থাকে। মাঠর শ্রুতি বলেন—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।"

ভক্তিই জীবকে আনন্দময় ভগবদ্ রাজ্যে লইয়া যান, ভক্তিই শ্রীভগবানের চরণ-কমল দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশীভূত; সুতরাং ভক্তিই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"ভক্তিরস্যভজনম্" অর্থাৎ ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। এবং—"বিজ্ঞান-ঘনানন্দঘনাসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"—অর্থাৎ সেই বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস স্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।

এই ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তির স্বরূপ কি?

ভক্তির লক্ষণ ও স্বরূপ।

ভজ্ ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। যথা—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।" সুতরাং সেবনই ভক্তি। এই সেবন কিরূপ. তাহা নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি রুচ্যতে॥"

যে সেবন সর্ব্বপ্রকার স্বার্থাভিসন্ধানশূন্য ও শ্রীভগবৎ-পরায়ণতায় নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই সেবনই ভক্তি নামে অভিহিত।

আবার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ভক্তির একটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষিতা এবং নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও অর্থস্মৃত্যাদি-কথিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, বৈরাগ্য সাংখ্যাভ্যাসাদি পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উদ্দেশে যে নিখিল চেষ্টা তাহার নামই উত্তমা ভক্তি। এস্থলে জ্ঞানকর্ম্মত্যাগ বলিতে ভজন সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত যে জ্ঞানের আবশ্যক সেই জ্ঞান বা ভজনীয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মের ত্যাগ বুঝাইতেছে না। যেহেতু উহা ভক্তিরই অঙ্গীভূত।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। অনু—পশ্চাৎ, রতি-আসক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ ও মহিমাদিজ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তির উদয় হয়, তাহার নামই ভক্তি। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ।" ফলতঃ ভগবদ্বিষয়ে মনোবৃত্তি বিশেষের নামই ভক্তি। এই মনোবৃত্তি কিরূপ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তদীয় "ভক্তি রসায়ন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণাদিতে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে মনোবৃত্তি যখন ভগবদ্ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা লাভ করিয়া ভগবদ্বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন সেই-মনোবৃত্তি ভক্তিনামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

ভক্তিতত্ত্বসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তির এইরূপ একটী লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সত্ত্ব এবৈক মনসোবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥"

অর্থাৎ সত্ত্বমূর্ত্তি হরির প্রতি অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী যে মনোবৃত্তি বা ভাগবতী প্রীতি তাহার নামই ভক্তি। এই ভাগবতী ভক্তি, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি হইলেও বিনা যত্নে শুদ্ধ ভক্তের স্বভাবের সহিত একীভূতা হইয়া প্রকাশ পাওয়াতেই উহাকে জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলা হইয়াছে। জীবশক্তির বৃত্তি লৌকিকী ভক্তি—ইহাই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্ত ও ভজনীয়ের সম্বন্ধ হইতে যখন ভাগবতী ভক্তির বিকাশ হয়, তখনই উহা লৌকিকী ভক্তির সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। লৌকিকী ভক্তির মূলে লোকসম্বন্ধ, আর ভাগবতী ভক্তির

মূলে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ। সুতরাং লৌকিক সম্বন্ধ সেই অপ্রাকৃত ভগবৎ সম্বন্ধেরই প্রতিচ্ছায়া। শ্রীভগবানের চিন্ময় সংসারে যে অপ্রাকৃত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ধারা নিত্য উৎসারিত হইতেছে, এই লৌকিক সংসারে তাহারই আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ফলতঃ জীবের সংসার সেই ভগবৎ-সংসারেরই ছায়ামাত্র। কেবল ভেদ এই, ভগবান্ পূর্ণ, জীব অপূর্ণ, ভগবৎ-সংসার অপ্রাকৃত, জীবের সংসার প্রাকৃত। ভেদ থাকিলেও শ্রীভগবানের তটস্থ-শক্তিস্বরূপ জীব যে উপায়ে প্রাকৃত-সংসার হইতে সেই আনন্দময়ের অপ্রাকৃত-সংসারে গমন করিয়া থাকে অথবা যাহার সাহায্যে প্রাকৃত-সংসারেই ভগবৎ-সংসারের শান্তিকুঞ্জ সংস্থাপন করিতে পারে, সেই উপায়ই—ভক্তি।

ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার জ্ঞানানন্দ-রূপা?—না; ভক্তি প্রাকৃতসত্ত্বময়ী হইলে মায়াতীত পরিপূর্ণতম শ্রীভগবান্ কদাচ উহা দ্বারা বশীভূত হইতেন না। তবে কি উহা শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দরূপা?—না, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু ভক্তের ভক্তি-উপহারে ভক্তাধীন ভগবান্ আনন্দাধিক্য অনুভব করিয়া থাকেন, এই শ্রুতিবাক্যের সত্যতা রক্ষিত হয় না। পরন্তু উহাকে জৈব জ্ঞানানন্দরূপাও বলা যায় না। কারণ, জীবের জ্ঞান ও আনন্দ সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র; সুতরাং উহা কখনও বিপুল জ্ঞানানন্দ স্বরূপা ভাগবতী ভক্তি নামে অভিহিতা হইতে পারে না। অতএব ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তির ও সম্বিৎশক্তির সারস্বরূপা। এই ভক্তিই **"ভক্তের সাধন"**। এই ভক্তিই ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের সম্বন্ধ সংঘটনে নিযুক্ত থাকিয়া উভয়কেই অনুরঞ্জিত করে।

দ্বিতীয় উল্লাস।

জীবের হৃদয়াকাশে ভক্তিকৌমুদী নিত্য উদ্ভাসিত। কিন্তু মায়া-বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইয়া জীব যখন ভগবদ্বহির্ম্মুখ হয়, তখনই তাহার হৃদয়নিহিত সেই সুবিমল ভক্তিকৌমুদী ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় মোহমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্যই বিষয়মদান্ধ দুর্ভাগ্য জীবের মলিন-হৃদয়ে সেই ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির প্রকাশ সহজে হয় না। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিবিমুখ অধম জীব, কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো, হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং, মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥

শ্রীভাঃ ১১।২২।৩৩।

কেহ এই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, আবার কেহ তাঁহার মত নিরসন করিয়া মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেহ বা পরমাত্মতত্ত্বকে অপরিজ্ঞানময় বলিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞানময় অর্থাৎ আত্মাতে অনুভবনীয় ও গোচরীভূত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এই ভেদনিষ্ঠ বিবাদ-বিতর্ক কেবল স্বকীয় আশ্রয়স্বরূপ আমা হইতে (শ্রীভগবান হইতে) বহির্ম্মুখব্যক্তিগণই করিয়া থাকে। তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত-বুদ্ধি হইয়াও কেবল বিবাদ অঙ্গীকার করিয়াই আমা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে। এই বিবাদ নিরর্থক হইলেও বহির্ম্মুখজনগণ ইহা হইতে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না। অতএব ভগবদ্বহির্ম্মুখতা কেবল বিবাদেরই প্রসূতি; উহা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় কখনই আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল উদ্দেশে ভক্তির বিকাশ হইলে তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে জ্ঞানের উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই ভক্তগণ কোন বিবাদ বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ভগবচ্চিন্তনাদি দ্বারা জীবন সফল করিয়া থাকেন।

বহির্ম্মুখজনগণের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধন-সংস্কার আছে অথবা যাঁহারা সাধুজনের কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণমাত্রই তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবৎ-সাম্মুখ্য ও তদনুভব যুগপৎ সমুদিত হইয়া থাকে।

ভক্তির বিকাশ।

সুতরাং তাঁহাদের আর উপদেশান্তরের প্রয়োজন হয় না। যেন-তেন প্রকারে উপদেশ শ্রবণারম্ভমাত্রই তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির উদ্দীপন হয়। শ্রীপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণের হৃদয়ে এইরূপেই কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছিল। আবার কাহারও বা উপদেশশ্রবণমাত্র হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াও কালাদিবৈগুণ্যে প্রতিহত হইয়া অবস্থিতি করে। এই জন্যই ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্বভাব অনুস্মরণ পূর্ব্বক অতীব দৈন্যের সহিত শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়াছেন—

"নৈতন্মন স্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ, সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রং।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং, তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥"

শ্রীভাঃ ৭।৯।৩৮।

হে বৈকুণ্ঠনাথ! তুমি অবতীর্ণ হইয়া যদিও স্বীয় রূপগুণলীলামৃত বর্ষণ করিতেছ তথাপি আমার পাপিষ্ঠ মন তাহাতে প্রীত না হইয়া দুর্ব্বিষয়-গর্ত্তেই মুহুর্ম্মুহু পতিত হইতেছে। তোমার রূপগুণাদি কথামৃত মহামধুর হইলেও পিত্ত-দুষ্ট রসনা যেমন শর্করাদিতে বিস্বাদ অনুভব করে, সেইরূপ আমার দুরিত-দুষ্ট মনও তাহাতে প্রীত হইতেছে না। মন সর্ব্বদা ভক্তি-বহির্ম্মুখ ও দুর্ব্বার কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও

ধনাদি এষণাত্রয়ে প্রপীড়িত। সুতরাং এই মনে কি প্রকারে তোমার তত্ত্ব বিচার করিব ?

অতএব বহু-জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবেই জীবের হৃদয়বৃন্তে ভক্তিকুসুম বিকশিত হইয়া থাকে। নতুবা পাপাদিতে যাহাদের হৃদয় মলিন, বিষয়-ব্যাপারের বাহ্য সৌন্দর্য্যে যাহারা একান্ত বিমুগ্ধ, তাহাদের শাস্ত্র-বাক্যে সত্য বিশ্বাস বা শ্রীগুরুতে সদ্‌বুদ্ধি সহজে প্রকটিত হয় না। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

> "যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
> ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিস্যাৎ সদ্বুদ্ধি সদ্‌গুরৌ তথা॥
> অনেক জন্মজনিত পুণ্যরাশি ফলং মহৎ।
> সৎসঙ্গ শাস্ত্র শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

ফলতঃ জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং শাস্ত্রশ্রবণে রুচি জন্মিয়া থাকে। ক্রমে সেই সাধুসঙ্গ প্রভাবে ও শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে জীবের ভগবদ্ আভিমুখ্য উপস্থিত হয় এবং জীব তখন সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। অবশেষে অন্তর্ব্বহির্ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন।

উপদেশের প্রয়োজনীয়তা।

সুতরাং শাস্ত্রোপদেশের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি ভজনশীল ব্যক্তিগণের ভজন-শৈথিল্য নিবারণের নিমিত্তও পুনঃপুন পরতত্ত্বোপদেশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন গৃহে রত্নঘট নিহিত আছে শুনিয়া, দরিদ্রব্যক্তি তল্লাভের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকে এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়, সেইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় ভক্তগণেরও উপ-দেশের প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। উপদেশের গুণেই জীবের

হৃদয়ে অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের অভাবেই জীবের ভগবদ্‌ বৈমুখ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশার হেতু ও ভয়াদি রোগের নিদান। ভগবদাভিমুখ্যই জীবের সেই দুরারোগ্য ব্যাধির শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসা। যথা—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু দেবতাত্মা॥"

শ্রীভাঃ ১১।২।৩৫।

ভক্তকে সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না। ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র তাঁহার সে ভয় অপসৃত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভয় অজ্ঞান-কল্পিত। রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইলেই যেমন সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ জীবেরও স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান-কল্পিত ভয়েরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ বা অভিমান বশতঃ বহির্ম্মুখজীবের পক্ষে এই সংসার সুখময় বোধ হয় বটে, কিন্তু ভজনোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে এই অনিত্য সুখের সংসার কারাগৃহ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখপূর্ণ ও বিষাদময় বলিয়া অনুভূত হয়। এই সংসার-ভয় দ্বিবিধ, বিপর্য্যয় রূপ ও অস্মৃতিরূপ। আত্মা ব্যতীত দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিই বিপর্য্যয় এবং স্ব-স্বরূপের স্মৃতিভ্রংশই অস্মৃতি অর্থাৎ 'কে আমি' কি করিতেছি, পূর্ব্বে কি ছিলাম, পরেই বা কি হইব,—"এইরূপ পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-রাহিত্যের নামই অস্মৃতি বা স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি। মায়ার মোহিনী শক্তিতে জীব—'নিত্যকৃষ্ণদাস' এই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইলেই জীবের সংসারভয় উপস্থিত হয়। ভগবদ্ভক্তির কিরণ-সম্পাতেই সেই দুরত্যয়া মায়া-কুহেলিকা তিরোহিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! এই গুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রমণীয়া হইলেও যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে ঈশ্বর ও প্রেষ্ঠস্বরূপ দর্শন করিয়া এবং অন্য কামনা না করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা করিবেন। আবার সেই ভজনীয় ধনকে ভজনা করিতে ভজন-উপকরণ-অন্বেষণের প্রয়োজন হয় না। ভজনোন্মুখ হইবামাত্র উহা হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জীবের সংসার-হেতু মায়া-স্বপ্ন অনায়াসে ছিন্ন হইয়া যায়। যথা—

ভগবদ্ভজন স্বতঃসিদ্ধ।

"এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মাপ্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত সংসার হেতূপরমশ্চ যত্র॥"

শ্রীভাঃ ২।২।৬

এইরূপে বিষয়মাত্রে বিরক্ত হইয়া আপনার চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবের ভজনা করা কর্ত্তব্য। এই বাসুদেব যখন চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার ভজনোদ্দেশে হৃদয়ে অধিষ্ঠানের জন্য আবাহনাদি শ্রমের প্রয়োজন হয় না, তখন তাঁহার ভজনও যে স্বতঃসিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ তিনি প্রিয় অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেমাস্পদ, অথচ সংসারের প্রেমাস্পদ পতিপুত্রাদির ন্যায় অনর্থরূপ নহেন। পরন্তু তিনি পরমবস্তু রূপ। সুতরাং বস্তুরূপত্বে তিনি যে কেবল পরমাত্মারূপে অনুভবনীয়, তাহা নহে, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্; সৌন্দর্য্যাদি গুণবত্তা হেতু তিনি, ভক্তের ভক্তি-বিভাবিত নয়নে দর্শনীয়ও

বটেন। আবার তাঁহার ভজনে দেশ-নিয়ম নাই। যেহেতু তিনি অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বদেশস্থিত। আবার তাঁহার ভজনে ক্লেশ উপলব্ধিও হয় না। ভজনের আরম্ভ হইতেই অনাবিল আনন্দধারা উৎসারিত হইতে থাকে। অতএব নিয়তার্থ হইয়া অর্থাৎ নিত্য এত সংখ্যক নামগ্রহণ বা শ্রবণ কর্ত্তব্য, এত প্রণাম কর্ত্তব্য, এতক্ষণ ধ্যান কর্ত্তব্য ইত্যাদিরূপ নিয়মযুক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিরত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভজনে সংসার-হেতু অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে। ভক্তগণের মতে এই সংসার হেতুর বিনাশ ভজনের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র, মুখ্য ফল ভগবৎ-প্রেমলাভ। কিন্তু যোগী ও জ্ঞানীদিগের মতে সংসার-হেতুর নাশই সাধনার চরম ফল। অতএব ভক্তির সাধনায় ভক্ত জ্ঞানযোগাদি সাধনালব্ধ ফল, আনুষঙ্গিকরূপে প্রাপ্ত তো হয়েনই, পরন্তু তাহার উপরিচর সুদুর্লভ প্রেমফল প্রাপ্ত হইয়া পরম কৃতার্থতা লাভ করেন।

ভগবানের স্বরূপ বিশেষই ব্রহ্ম। জ্ঞানের সাধনায় সেই ব্রহ্মানুভব হয় বলিয়া শ্রবণমননাদি জ্ঞানের সাধনকেও ভগবৎ সাধন বলা যায় এবং তাহার পরম্পরা উপযোগিতা নিবন্ধন সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ ও কর্ম্মকেও ভগবৎসাধন বলিতে পারা যায়। এইরূপে ভগবানে কর্ম্মার্পণাদি দ্বারা কর্ম্মের এবং অন্যত্র অনাসক্তি হেতুত্বাদি দ্বারা জ্ঞানেরও কথঞ্চিৎ ভক্তিত্ব জন্মিয়া থাকে। ভক্তি মন্ত্রীরূপেই তাহার বিধান করেন।

ভক্তিই মন্ত্রী স্বরূপ।

মন্ত্রীর অনুগ্রহ-দৃষ্টি না থাকিলে যেমন অন্য কোন কর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না, সেইরূপ ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি দ্বারাও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। অতএব রাজানুগ্রহ লাভের নিমিত্ত অগ্রেই মন্ত্রীর শরণ গ্রহণ করিলে যেমন অন্যান্য কর্ম্মচারীর শরণের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ

ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথম হইতে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদির সমাদর করিবার অপেক্ষা থাকে না। তাই বলি, হে দুঃখ-দুরিতগ্রস্ত মলিন জীব! যদি সংসারের সহস্র জ্বালা জুড়াইতে চাও—যদি সংসারে হাসি-কান্নার কল্লোল-কোলাহলের মধ্য হইতে জীবনকে শান্তির সুখদকুঞ্জে পরিণীত করিতে চাও, তবে প্রথম হইতেই ভক্তি-পথের পথিক হও—ভক্তির চরণে আত্মবিক্রয় কর—এমন সহজ-স্বাভাবিক মধুর ভজন আর নাই। ইহাতে কোন কঠোরতায় ক্লান্ত হইতে হয় না, ভজনারম্ভ মাত্র আনন্দের অমৃত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আনন্দময়ের প্রেমের রাজ্যে উপনীত হইতে পারা যায়। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই এই ভক্তির ভজন। সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণময়ী ভক্তি দ্বারাই সেই করুণানিলয় শ্রীভগবানের ভজনা কর্ত্তব্য। ইহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। যথা—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম শ্রবণাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ ইহলোকে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানে ভক্তি-যোগই জীবের পরম ধর্ম্ম।

অতএব ভক্তির অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত হওয়া ভিন্ন জীবের প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার তেমন সহজ সুলভ উপায় আর নাই। ভক্তি নিখিল শাস্ত্রাম্বুধির সার-সুধা এবং জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ।

"সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভাঃ ১।২।৬

অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মে তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। কেননা তদ্দ্বারা চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হইয়া

থাকে। জীবের এই পরম ধর্ম্মই যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তি অহৈতুকী। কারণ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তি হইতেই অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়; সুতরাং প্রেমভক্তির কারণই সাধনভক্তি—ভক্তির কারণই ভক্তি। যেমন পক্কাম্রের কারণ আম্র, কেবল স্বাদভেদ নিবন্ধনই তাহার কারণত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, অথবা একই পুরুষের বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি অবস্থান্তর হইলেও সে যেমন একই পুরুষ ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপই সাধনভক্তি পক্কাবস্থায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইলেও বস্তুতঃ তাহা ভক্তি ভিন্ন কিছুই নহে। যেরূপ মৃত্তিকা, তন্তু, তণ্ডুলাদি যথাক্রমে ঘট, পট, অন্নাদি স্বরূপপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের নামরূপের বিলোপ হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে আর মৃত্তিকা, তন্তু ও তণ্ডুলাদি বলা যায় না, সেইরূপ ভক্তিও প্রেমলক্ষণা হইলে তাহার নামরূপের বিলোপ ঘটে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভক্তি ভিন্ন কিছুই নহে—কেবল স্বাদভেদে নামরূপ ভেদমাত্র। সুতরাং ভক্তিই সাধ্য—ভক্তিই সাধন।

এই প্রীতি-মধুরা ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ বিনা হেতুতে উৎপদ্যমানা। সুতরাং নির্গুণা। সাধুসঙ্গকে এই ভক্তির প্রসিদ্ধ হেতু বলা যায় না। কারণ, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া" ইত্যাদি ভক্তির যে একটি সাধন ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে সাধুসঙ্গ ভক্তির দ্বিতীয় ভূমিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরন্তু দান-ব্রত-তপ-হোমাদি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানাঙ্গভূতা সাত্ত্বিকতা ভক্তির কথঞ্চিৎ হেতু বলিয়া গণ্য হইলেও উহাদিগকে নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তির হেতু বলা যায় না। যেহেতু—

> "যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোঽধ্বরৈঃ।
> ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥"

অর্থাৎ দানব্রত-তপ-যোগাদি দ্বারা যত্ন করিয়াও নির্গুণা ভক্তিলাভ হয় না।

আবার শ্রীভগবৎ-কৃপাই যে নির্গুণা ভক্তির হেতু তাহাও বলা যায় না। কারণ, ভক্তির সার্ব্বত্রিক স্ফুরণ না হওয়ায় শ্রীভগবানের কৃপা-বৈষম্য সূচিত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানে বৈষম্যপ্রসক্তি কদাচ হইতে পারে না। সুতরাং ভগবৎকৃপা নির্গুণা ভক্তির হেতু নহে। বরং ভক্ত-কৃপাকে ভক্তির হেতু বলিলে কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। ভগবানের ভক্তাধীনতা-নিবন্ধন ভক্ত-কৃপানুগামিনী ভগবৎ-কৃপাই নির্গুণা ভক্তির হেতু। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভক্তির অহৈতুকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপার অন্তর্গত, ভক্তকৃপা ভক্ত-সঙ্গের অন্তর্গত এবং ভক্ত-সঙ্গ ভক্তির অঙ্গ। এইরূপেই ভক্তির অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ ভক্তকৃপার হেতু ভক্ত এবং ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তি ব্যতীত সেই কৃপোদয় যখন অসম্ভব, তখন সর্ব্বপ্রকারে ভক্তির হেতু ভক্তি বলিয়া ভক্তির অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হইল। এই ভক্তির অমৃত-প্রবাহ হৃদয়ে একবার স্ফুরিত হইলে জাহ্নবী-প্রবাহের ন্যায় তাহার অবিচ্ছিন্না গতিকে কেহ প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সংসারের শতশত শোভনীয় বস্তু তখন তৃণের ন্যায় সেই উদ্দাম প্রবাহে ভাসিয়া যায়, অবশেষে প্রাণ-মন প্রসন্নতার স্নিগ্ধ হিল্লোলে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। কামনাদুষ্ট মলিন চিত্তে প্রসন্নতার উদয় অসম্ভব; কিন্তু ভক্তি দ্বারা সম্যক্‌রূপে চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হয় বলিয়া ভক্তির নিষ্কামত্ব স্বতঃই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

অতএব প্রথমতঃ রুচিলক্ষণা ভক্তির স্ফুরণে শ্রবণাদিলক্ষণা সাধন-ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়; অনন্তর ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, পরে বৈরাগ্যও তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। যথা—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ দাস্যসখ্যাদি সম্বন্ধযুক্ত হইলে শুষ্ক তর্কাদির অগোচর শ্রীভগবদ্ রূপগুণমাধুর্য্যানুভবময় ঔপনিষদ্‌জ্ঞান ও বৈরাগ্য আশু অর্থাৎ তৎশ্রবণমাত্র তখনই উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভক্তকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না। অন্ন ভোজনে ক্ষুধিতব্যক্তির যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে, সেই রূপ ভজনশীল ব্যক্তির ভক্তি, জ্ঞান (ঈশ্বরানুভব) ও বৈরাগ্য যুগপৎ সমুদিত হইয়া থাকে।

অতএব ভক্তির আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশের নিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্রাথমিক প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ইহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। নির্ব্বেদ বা ঐক্য-বিষযক জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া তৎপদার্থ ও ত্বং পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহা ভক্তিরাজ্য প্রবেশের কিঞ্চিৎ সহায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বৈরাগ্যের ভক্তিবিরোধী ভাব ত্যাগ করিয়া লইলে ইহাও ভক্তিরাজ্য প্রবেশের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইতে পারে। অন্যাবেশ দূরীকরণ পর্য্যন্তই ইহাদের উপযোগিতা; অন্যাবেশ দূরীকৃত হইলে ইহারা ভক্তি সাধনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির সাধন নহে, ভক্তিই ভক্তির সাধন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তিই উত্তরোত্তর ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সাধন। এমন কি, বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মও ভক্তির অঙ্গমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যেহেতু,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু চ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥"

শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় বা তল্লীলাদি বর্ণনে রুচি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে যে শ্রম, তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। অতএব হরিকথায় রুচি উৎপাদনে সহায় না হইলে তাদৃশ রসমাধুর্য্যহীন স্বধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তির অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রবৃত্তিলক্ষণযুক্ত কর্ম্মের ফল—স্বর্গভোগ। কিন্তু ভোগাবসানে সেই সুখের নিলয় স্বর্গধাম হইতেও বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। আবার নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ফল যে জ্ঞান, তাহারও ক্ষয় আছে। এই প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম, ভক্তি ব্যতীত কদাচ ফলোপধায়ক হয় না। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সর্ব্বৈব ভক্তিসাপেক্ষ; কিন্তু ভক্তি নিরপেক্ষা। রাজপ্রীতি ব্যতীত যেমন কৃষকের উৎপন্ন-কৃষিফল লাভ ঘটে না, কেবল পরিশ্রম মাত্রই সার হয়, সেইরূপ হরিভক্তি ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের ফল স্বর্গ-ভোগ ও জ্ঞানলাভও ব্যর্থ হইয়া থাকে। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভক্তির সাধকরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই উহার সার্থকতা, নতুবা পণ্ডশ্রম মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি-ফলত্বেই ধর্ম্মের সাফল্য উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্মার্থাদি পরম্পরাক্রমে প্রকাশিত হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত কদাচ সঙ্গত নহে। যথা,—

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে।

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"

ইহলোকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই চতুর্ব্বিধ সাধক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে ধর্ম্মার্থকাম লাভের নিমিত্ত যত্নপর, তাহা নহে। কর্ম্মিদের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মার্থকামের পরম্পরা দৃষ্ট হয়, অপর সাধকত্রয়ে সেরূপ লক্ষিত হয় না। পরন্তু কর্ম্মীর বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম সাধন, জ্ঞানীর শমদমাদি সাধন, যোগীর যমনিয়মাদি সাধন ও ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধনের ফল যে একই অর্থ হইবে তাহা কদাচ সম্ভব হয় না। সুতরাং অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মের প্রয়োজন তাহার ফল কিরূপে অর্থ হইতে পারে? বিশেষতঃ অপবর্গ জ্ঞানী ও যোগীদের মতে মুক্তি এবং ভক্তগণের মতে প্রেমভক্তি বলিয়া নির্ণীত। নানাগতির নিমিত্তভূতা অবিদ্যার প্রভাব-তারতম্যেই অপবর্গের এইরূপ বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে অনন্যকারণ ভক্তিযোগই অপবর্গের লক্ষণ। সুতরাং অপবর্গ বা মুক্তিই ভক্তি—এবং ভক্তিই মুক্তি। যথা—

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তি র্যা সৈব মুক্তি র্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥"

স্কান্দে, রেবাখণ্ডে।

হে জনার্দ্দন! আপনাতে যে নিশ্চলা ভক্তি, তাহার নামই মুক্তি; অতএব যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহারাই মুক্ত।

আবার অর্থের ফল কাম নহে। যেহেতু একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠের ধর্ম্মই অর্থ, ধর্ম্মই তাহার অনুসংহিত ফল। জ্ঞানী ও যোগীদের পক্ষে শমদম ও যম নিয়মাদিই অনুকূল এবং ভক্তের ভগবান্ ও ভাগবতের সেবাই প্রয়োজন। তাহাতেই তাঁহাদের অর্থ বিনিয়োগ, অন্য কোন ধর্ম্ম বিশেষে নয়। সুতরাং একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠের অর্থ, কামফললাভের নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ অর্থের ফল কাম নহে। সেইরূপ কামের অর্থাৎ

বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতিলাভ মাত্র নয়; কিন্তু যে পর্য্যন্ত জীবন-ধারণ, তাবন্মাত্রই কামের ফল অর্থাৎ জীবিতকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে কামোপভোগ ব্যবস্থিত হইতে পারে। জ্ঞানী ও যোগীদের পক্ষে অর্থ-কামাদি জ্ঞান ও যোগের আনুসঙ্গিক ফল। কিন্তু উহা কর্ম্মফল বলিয়া গণ্য। যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিণামে নিষ্কামকর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্যই সূচিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানী ও যোগীদের যে সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা কর্ম্মফল নামেই অভিহিত। ভক্তের অর্থ-কাম-ইন্দ্রিয় প্রীতিও ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল। কিন্তু ভক্তির কর্ম্ম-পরিণামতা না থাকায় অর্থাৎ ভক্তির পরিণাম ভক্তি বা প্রেমভক্তি বলিয়া ভক্তের কর্ম্মফলত্বের আশঙ্কা নাই। অতএব ভক্তের যে সুখ তাহা ভক্তিরই ফল এবং ভক্তের যে দুঃখ, তাহা ভক্তির নিকট অপরাধের ফল বুঝিতে হইবে। এইরূপে জীবের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহলোক প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে অর্থ বলা যায় না। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই তাহার অর্থ বা ফল। আবার সেই তত্ত্বজ্ঞান ভক্তির অবান্তর ফল। ভক্তিই পরম ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব কি? যথা—

ধর্ম্মের ফল তত্ত্বজ্ঞান।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা যে অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্ব জ্ঞানীদের মতে ব্রহ্ম, যোগীদের মতে পরমাত্মা এবং ভক্তগণের মতে ভগবান্ নামে অভিহিত। সুতরাং সেই একই তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই অখণ্ড তত্ত্বই পরাশক্তি সমূহের মূলাশ্রয়। অতএব স্বরূপভূতা পরাশক্তি সমূহের লক্ষণ ও ধর্ম্মাতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান তাহার নাম ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী মায়াশক্তিপ্রচুর চিৎশক্তির অংশ

বিশেষের নাম পরমাত্মা এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট যে আনন্দময় তত্ত্বের সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি হয় তিনিই ভগবান্। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্যলক্ষণ-ভূষিত বলিয়াই তিনি ভগবান্ পদবাচ্য। এই ভগবানের অঙ্গকান্তি স্বরূপই জ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহার অংশ বিভূতিই যোগীর পরমাত্মা ; সুতরাং ভগবত্তত্ত্বই মূলতত্ত্ব। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানীদের অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগিশ্রেষ্ঠ এবং যোগীদের অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ এইরূপ উপাসকের তারতম্য উক্ত হইয়াছে। যথা—

উপাসকের তারতম্য।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

গীতা ৬।৪৬।৪৭

হে অর্জ্জুন! আমার কথিত যোগানুষ্ঠাতা ব্যক্তি তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাতে আসক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তি দ্বারা আমাকে ভজনা করে, সে ব্যক্তি যোগীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার মত।

অতএব উক্ত ত্রিবিধাবির্ভাবযুক্ত তত্ত্ব কি যোগী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত কেবল ভক্তি দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। যথা—

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

শ্রীভাঃ

ব্রহ্মবাদী জ্ঞানিগণ যে জীবেশ্বরে অভেদ অনুভব করেন, যোগিগণ ধ্যানযোগে যে অন্তর্য্যামী পুরুষকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, ভক্তগণ

অন্তরে বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হন, তাহা কেবল ভগবৎকথারুচিময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকগণের স্ব স্ব সাধ্যতত্ত্বের সংসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবানে ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু, ভক্তিই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জননী, সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিরই সেবক। জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত ভক্তকে পৃথকভাবে প্রয়াস পাইতে হয় না। পরন্তু ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে বা তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলে উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বই ভক্তি দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্ম-পরমাত্মসাধন জ্ঞানযোগ কেবল ভক্তির সাধনাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। তাই শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন—

ত্রিবিধ তত্ত্বই ভক্তি-লভ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" ইতি।

এস্থলে নিদিধ্যাসন শব্দে উপাসন ও দর্শন শব্দে সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে। অতএব যে কোন ধর্ম্ম বা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক না কেন হরিতোষণই তাহার মুখ্য ফল এবং হরিভক্তিই তাহার সংসিদ্ধি।

"অতঃ পুংভিঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ।
অনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি হরিতোষণং॥ শ্রীভাঃ

অর্থাৎ পুরুষের বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে যে যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা যদি হরিতোষণ হয় তবেই তাহার সংসিদ্ধি।

যদি বল, ভক্তিদ্বারা ধর্ম্ম সংসিদ্ধি ও ধর্ম্মফল লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাহা সকামতা বশতঃ হইয়া থাকে। নিষ্কামতা বশতঃ নৈষ্কর্ম্ম্যই লাভ হয়, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি বলেন—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন।
মুষ্মিন্মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং॥"

অর্থাৎ ভক্তি শব্দ ভগবৎ সেবাবাচ্য। এই ভক্তিই শ্রীভগবানের ভজন। এই ভজনের লক্ষণ কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিরাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে যে মনের অর্পণ অর্থাৎ প্রেম, এইটীই ইহার ভজন। এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান।

তরুর মূলে জলসেচন করিলে যেমন তাহার শাখা-প্রশাখাও সঞ্জীবিত ও প্রফুল্ল হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি দ্বারাই যখন সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয়, তখন ভক্তের পৃথক কর্ম্মাধিকার স্বতঃই নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অকরণে যে প্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে, ভক্তের পক্ষে তাহার কোন আশঙ্কা নাই। ভক্তগণ ভক্তিযোগে সেই সকল কর্ম্মের ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।" এই গীতোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য দ্বারাই উহার সত্যতা ঘোষিত হইয়াছে। অতএব যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির উদয় না হয়, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ড বিহিত কার্য্য তদনুকূলরূপে করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ এই যে,—

> "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
> মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিষয়-বৈরাগ্য অথবা আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা উপজাত না হয়, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ড বিহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

অতএব হরিতোষক ধর্ম্মের ফল যখন শ্রবণাদি-রুচিলক্ষণা ভক্তি এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি গুণ, যখন সেই ভক্তিরই অনুগত, তখন সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তির অনুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাঙ্গের প্রতি কদাচ আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে।

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥"

অতএব ধর্ম্মাদির প্রতি আগ্রহ শূন্য হইয়া, একাগ্রমনে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

ভগবানের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে,—ভগবানের অমিয়মাখা কথা শ্রবণাদিতে যাঁহাদের প্রাণের একটু আগ্রহ বা আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারাই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অনুপম গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বাভাবিকী যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই শ্রদ্ধাই ভক্তির প্রথম ভূমিকা। ফলতঃ সৌভাগ্যবান সুব্রত ব্যক্তিগণই পরম দুঃখহারিণী শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মন্দভাগ্য শ্রীকৃষ্ণকথায় তাঁহাদের রুচি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সুগম উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভক্তির আরম্ভ সূচনা করিয়া উপদেশ দিতেছেন—

ভক্তি-উদয়ের ক্রম।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণকথায় যাহাদের সহসা রতি না জন্মে, তাদৃশ মলিন-চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে পুণ্যতীর্থ নিষেবণ কর্ত্তব্য। যে হেতু, তাহার ফলে প্রায়শঃই সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এমন কি কার্য্যান্তর ব্যপদেশে তীর্থভ্রমণ করিলেও তীর্থবাসী বা তীর্থে ভ্রমণকারী সাধুগণের দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপ্রভাবে তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধা জন্মে। অনন্তর তাঁহাদের স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎ-কথালাপন শ্রবণের স্পৃহা উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ

"ইহাঁরা পরস্পর কি বলিতেছেন, তাহা শুনি" এইরূপ আগ্রহের সঞ্চার হয়। অবশেষে তাহা শ্রবণের ফলে হরি-কথায় রুচি প্রস্ফুট হইয়া পড়ে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে মহৎকৃপা-জনিত সাধুসেবা দ্বারা জাত-শ্রদ্ধ ব্যক্তির অগ্রে পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হয়; পরে শ্রীগুরুর চরণসেবার ফলে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ সাধুসঙ্গই ভক্তি উন্মেষের পক্ষে ঝটিতি কার্য্যকরী হইয়া থাকে। যথা—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শ্রীভা ৩।২৫।২২

অর্থাৎ সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে হৃদয়-কর্ণ-রসায়ন ভগবদ্‌বীর্য্যপ্রকাশিকা যে সকল কথা উপস্থিত হয়, সেই কথামৃত আস্বাদন দ্বারা আশু আমাতে অর্থাৎ অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-কথার রসায়নত্ব গুণেই প্রথমে রুচি, পরে পতিতোদ্ধারণাদিচরিত শ্রবণে শ্রদ্ধার উদয় হয়। অনন্তর—

"শৃণ্বতাং স্বকথা কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম॥"

অর্থাৎ যে কোন প্রকারে একবার হরি-কথায় রতি হইলেই ভক্ত-জন-সুহৃদ্ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্বকথাশ্রবণকারী ভক্তের হৃদয়স্থ ভাবনা-পদবীতে আবির্ভূত হইয়া অন্তরের যাবতীয় অশুভ কামাদি বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতঃপর—

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥"

নিত্য ভাগবত শাস্ত্রের অনুশীলন ও ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা অশুভ সকল বিনষ্টপ্রায় হইলে শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিরন্তর অনুধ্যান-রূপা ভক্তির উদয় হয়। এইরূপে অখিলবাসনা বিদূরিত হইলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব-মগ্ন হইয়া ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্য হইয়া থাকে। এবং—

"তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥"

"তখন রজঃ ও তমোগুণপ্রভব কাম-লোভাদি ভাব সকল আর চিত্তকে বিদ্ধ করিতে পারে না। পরন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রুচি উৎপন্ন হওয়ায় চিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানে আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে॥"

এইরূপে আসক্তি পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ ভগবানের ভজন করিয়া যাঁহার চিত্ত-প্রসাদ ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনি উক্ত ভগবদ্ভক্তিযোগ হইতেই প্রেমলাভ পূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপগুণ লীলৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব পরমানন্দৈকস্বরূপ ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ফল—ভগবৎ সাক্ষাৎকার। এক্ষণে তাহার আনুষঙ্গিক ফল কি, কথিত হইতেছে। যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ভগবানের সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি অবলোকিত হয়। তখন "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। পরন্তু আনুষঙ্গিকরূপে সেই বাঞ্ছিতের মধুর-মূর্ত্তি মানসপটেও উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তখন অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া

পড়ে, অসম্ভাবনাদি নিখিল সংশয়-জাল অনায়াসে ছিন্ন হয় এবং তদাভাস-মাত্রে প্রারব্ধ কর্ম্মের আবর্জ্জনারাশি নিঃশেষ ধ্বংস হইয়া যায়।

অতএব ভক্তির যে কেবল এই সকল গুণই আছে, তাহা নহে, ভক্তির সাধন আদ্যন্ত আনন্দময়। কি সাধন কালে কি সাধ্য কালে ভক্তির অনুষ্ঠান, কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় আয়াসসাধ্য, সুতরাং দুঃখপ্রদ নহে। বস্তুতঃ যিনি, "বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম,"—সচ্চিদানন্দময় আনন্দ ঘনমূর্ত্তি, সমস্ত ভূত যে আনন্দময়ের কণিকা মাত্র লইয়া জীবিত আছে, সেই আনন্দময়—রসময় ঠাকুরের সাধনও আনন্দময় না হইবে কেন?—

ভক্তির সাধন আনন্দময়।

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীং॥"

এই জন্যই বিজ্ঞব্যক্তিগণ পরমানন্দসহকারে সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই আনন্দস্বরূপা ভক্তিই ভক্তের সাধন। ভগবৎ সাক্ষাৎকারই এই ভক্তি-সাধনার ফল। ক্রমানুসারেই এই ফললাভ হইয়া থাকে। সাধন ক্রম ১৪টি যথা—

"সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ।
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তি রনর্থাপগমস্ততঃ॥
নিষ্ঠা রুচি রথাসক্তি রতিপ্রেমার্থ দর্শনম্।
হরে র্মাধুর্য্যানুভব ইত্যার্থ্যাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশঃ॥"

(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভক্তি, (৭) অনর্থনিবৃত্তি, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি (১১) রতি, (১২) প্রেম (১৩) ভগবদ্দর্শন, (১৪) অনন্তর ভগবন্মাধুর্য্যানুভব হইয়া থাকে।

তৃতীয় উল্লাস।

উপাস্যতত্ত্ব।

যাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির সাধ্য, ভক্তির সাধনায় তাহা সহজেই সিদ্ধ হয় বলিয়া যেরূপ কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তির আশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য, সেইরূপ কর্ম্মাঙ্গভূত দেবতান্তর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাই বিহিত। অন্য দেবের কথা কি, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বিষ্ণু, বিরিঞ্চি ও শিবের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুই ভজনীয়।

শ্রীবিষ্ণুই আরাধ্য তত্ত্ব।

রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য হেতু এবং শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বের অভাব বশতঃ ব্রহ্মা ও শিব শ্রেয়োর্থিগণের কদাচ উপাস্য হইতে পারেন না। শ্রীভগবান্ এক; কেবল ক্রীড়ার নিমিত্তই তাঁহার বহু অবতার হইয়া থাকে। সেই সকল অবতার দ্বিবিধ, চিচ্ছক্তি-সম্ভূত ও মায়াশক্তি সম্ভূত। চিচ্ছক্তিদ্বারা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার ও মায়াশক্তি দ্বারা হরিহরাদি গুণময় অবতার। এই গুণময় অবতারত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বতনু শ্রীহরিই ভজনীয়,—তিনিই জীবের মঙ্গলদাতা। যথা—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

যদিও একই পরম পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত বিধি, হরি ও হর এই পৃথক সংজ্ঞা ধারণ করেন, তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতেই মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হয়। যদি বল, ইহাঁদের অধিষ্ঠানগত তারতম্য থাকিলেও যখন অধিষ্ঠাতা

পরমপুরুষ এক, তখন ইহাঁদের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যে হেতু, সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ ভেদে প্রকাশের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেরূপ—

গুণাবতার ভেদ কথন।

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নি স্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥"

স্বয়ং-প্রকাশের প্রবৃত্তিরহিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হইতে প্রথমে ধূম, পরে বেদোক্ত যজ্ঞীয় কর্ম্ম-সাধক অগ্নির প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রবৃত্তি-স্বভাব ধূম শ্রেষ্ঠ এবং ধূম হইতে প্রকাশস্বভাব যজ্ঞাদি-সাধক অগ্নি শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ তমঃগুণ হইতে রজঃগুণ শ্রেষ্ঠ এবং রজঃগুণ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। অগ্নি যেমন সাক্ষাৎ বেদোক্ত কর্ম্মাবির্ভাবের আস্পদ, সত্ত্বগুণও সেইরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অর্থাৎ সেই অবতারী পুরুষের সাক্ষাৎ গুণরূপাবির্ভাবের দ্বার স্বরূপ। সুতরাং অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বগুণ-ময় হরিতেই সেই পরম পুরুষের সাক্ষাত্ত্বের বিকাশ, ধূম ও কাষ্ঠস্থানীয় রজস্তম গুণময় ব্রহ্মা ও শিবে তাঁহার সাক্ষাত্ত্বের অভিব্যক্তি নাই। অতএব সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুই শ্রেয়োর্থিগণের পরমারাধ্য। শ্রীবিষ্ণুর এই সর্ব্বোৎকর্ষের প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে ভূরি ভূরি পরিদৃষ্ট হয়। কয়েকটি মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা শ্রুতি—

"পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত অথ নারায়ণা-
দজোঽজায়ত। যতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি,
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণপরঃ॥"

অর্থাৎ নারায়ণ বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্রহ্মা হইতেই সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি। সেই নারায়ণই পরংব্রহ্ম; অতএব নারায়ণেরই আরাধনা কর।

"ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।"

সেই কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণ অর্থাৎ শ্যামসুন্দর পুরুষই পরব্রহ্ম, ইহা অভ্রান্ত সত্য।

"একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ।"

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা কি শিব কেহই ছিলেন না।

এইরূপে তিন বেদেই শ্রীবিষ্ণুর আরাধ্যত্ব স্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইয়াছে।

"যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে" ইতি গোপালোপনিষৎ।
সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীতি," কঠবল্লী।

"অর্থাৎ যিনি সকল বেদে গীত হয়েন" এবং "সকল বেদ যাঁহার স্বরূপ বলিয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলিই বেদে বিষ্ণুর প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে—

"অগ্নির্দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরেণান্যা সর্ব্ব দেবতাঃ।"

অর্থাৎ অগ্নি কনিষ্ঠ, বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্য সমস্ত দেবতা ইহাঁদেরই অন্তর্গত। ফলতঃ অগ্নি হইতেই সমস্ত দেবতার পূজা আরম্ভ হইয়া বিষ্ণুতেই তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং এক বিষ্ণু আরাধনাতেই সমস্ত দেবতার আরাধনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু "বিষ্ণু সর্ব্বাঃ দেবতাঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণুই সকল দেবতার মূল। এইরূপ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। যথা—

"তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমং প্রাপ স দেবতানাং
শ্রেষ্ঠোঽভবৎ তস্মাদাহুর্বিষ্ণু দেবতানাং শ্রেষ্ঠ ইতি।"

এই জন্যই অন্য কোন দেবতার সহিত তাঁহার সমতুল্য কল্পনা করা

যাইতে পারে না। কারণে, তাহা বেদাবরুদ্ধ হেতু অপরাধের কারণ হয়। তবে যে, কোন স্থলে শ্রীবিষ্ণু-শিবে ভেদ কল্পনা, নরকজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনৈকান্তিক বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রমাণ হেতু অনৈকান্তিক বৈষ্ণবের প্রতিই প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহার বিপরীত প্রমাণও পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥"

বৈষ্ণবতন্ত্রে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মাশিবাদি দেবতার সহিত সমান দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।

দেবতান্তর উপাসনার ফল।

অতএব যাঁহারা দুস্পার ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করিয়া শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনায় যত্নপর হ'ন তাঁহারা যে ঘোর ভ্রান্ত মায়া-বিমুগ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ কামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

দেবতারা কহিলেন—যিনি অন্য অপূর্ব্ব বস্তুর অসম্ভাব হেতু বিস্ময় শূন্য অর্থাৎ কুতূহল শূন্য, রাগাদিরহিত অর্থাৎ সেবাপরাধ উপস্থিত হইলেও ভক্তবাৎসল্য হেতু ক্ষমাশীল; এবং স্ব স্বরূপের দ্বারা সৌন্দর্য্যাদি লাভে পূর্ণকাম (কাম—স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি-দত্ত ভোগ) সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতান্তরের নিকট শরণার্থ উপসর্পণা করে, সে অতি মূর্খ; কুক্কুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সাগর পার হইতে তাহার ইচ্ছা। ফলতঃ যেরূপ কুক্কুরের পুচ্ছাবলম্বনে সুগভীর

সাগরতরণ অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন দেবতান্তর আশ্রয় করিয়া সংসার-সিন্ধু পার হওয়াও কদাপি সম্ভাব্য নহে।

এই জন্য স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্য দেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥"

অর্থাৎ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে যেন নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীর পূজা করিয়া থাকে।

তাই মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে-

"যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে।
স হেমরাশি মুৎসৃজ্য পাংশুমুষ্টিং জিঘৃক্ষতি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণু-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোহ বশতঃ অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে স্বর্ণরাশিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পাংশুমুষ্টি গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া থাকে।

শিব-বিষ্ণু ভেদ নির্ণয়।

"বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ" এই প্রমাণানুসারে ব্রহ্মা শিবাদিও যে শ্রীবিষ্ণুর উপাসক তাহা স্পষ্ট ব্যক্তিত হইয়াছে।

অতএব শ্রীমহাদেবকে বৈষ্ণবোত্তম জ্ঞানে অর্চ্চনা করা ভক্তের দোষাবহ হয় না। এ বিষয়ে সদাচারও লক্ষিত হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমার্কণ্ডেয় শ্রীমহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি।

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিতে, শ্রীহরির ভক্তগণে এবং তোমাতে (শ্রীমহাদেবে) আমার অবিচলা ভক্তি হউক।

আবার ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যেও কথিত হইয়াছে—

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহং।
দ্রষ্টব্য স্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে বা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ভগবান্ বাসুদেবের দর্শন কর্ত্তব্য। যে হেতু বাসুদেবের দর্শনে ব্রহ্মা-শিবাদির দর্শনও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ বৈষ্ণবত্ব রূপে শ্রীশিবের অর্চ্চনা দোষাবহ নহে। পরন্তু যদি কোন বৈষ্ণব শিবপূজায় অভিলাষী হন, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠানে শ্রীভগবানেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে এ বিষয়ে সদাচারও লক্ষিত হয়।

শিবাধিষ্ঠানে বিষ্ণুপূজা।

বিষ্বক্সেন নামক কোন নৈষ্ঠিক ভগবদ্ভক্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং দৈববশতঃ এক শিবভক্ত গ্রামাধ্যক্ষপুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শিরঃপীড়া বশতঃ গ্রামাধ্যক্ষপুত্র স্বয়ং নিজেষ্ট শিবপূজা করিতে অশক্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত না হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ক্রোধভরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে মৃত্যু অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া অগত্যা পূজা অঙ্গীকার করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিলেন—"প্রলয়ে তমোবর্দ্ধন করেন বলিয়া এই রুদ্র তামস স্বভাব; কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব তামসপ্রকৃতি দৈত্যগণের বিনাশ করেন বলিয়া তমোহারক। অতএব সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হইলে তমোভাবেরও বিনাশ সাধন হইতে পারে। অতএব এই রুদ্রাকার অধিষ্ঠানে রুদ্রভক্তগণের তমোভাব নিরসনের নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহদেবের

পূজাই কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ইহাতে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় খড়্গ উদ্যত করিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ সেই দেবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে সংহার করিলেন। অদ্যাপি দক্ষিণদেশে সেই প্রসিদ্ধ লিঙ্গস্ফোটিক নামক দেবমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

এই জন্য অনন্য ভক্তগণও শ্রীশিবকে বৈষ্ণবোত্তম রূপে মান্য করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ তদধিষ্ঠানরূপেও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহাতে বৈষ্ণবত্ব লাভই হইয়া থাকে। যথা, আদি বারাহে—

"জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥"

অর্থাৎ যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্ম ব্যাপিয়া বৃষবাহন শিবের আরাধনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শিবভক্তি ও বিষ্ণুভক্তির তারতম্য। — এক্ষণে শ্রীহরিভক্তি ও শ্রীশিবভক্তিতে কি অন্তর তাহা কথিত হইতেছে। যথা, নৃসিংহতাপনী শ্রুতি—

"অনুপনীত-শতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমং
উপনীত-শত মেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং
গৃহস্থ-শত মেকমেকেন বাণপ্রস্থেন তৎসমং
বাণপ্রস্থ-শত মেকমেকেন যতিনা তৎসমং
যতীনান্তু শতং পূর্ণ মেকেন রুদ্র-জাপকেন
শতমেক মথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমমথর্ব্বাঙ্গী-
রস-শাখাধ্যাপক-শতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমমিতি।"

অর্থাৎ শত অনুপনীত একজন উপনীতের সমান, শত উপনীত একটি গৃহস্থের সমান, শত গৃহস্থ একজন বাণপ্রস্থের সমান, শত বাণপ্রস্থ একজন যতীর সমান, শত যতী একজন রুদ্র-জাপকের সমান, শত রুদ্রমন্ত্র জাপক একজন অথর্ব্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপকের সমান এবং শত অথর্ব্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপক একজন মন্ত্ররাজ অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহমন্ত্রাধ্যাপকের সমান।

বিশেষতঃ শ্রীশিবকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা করা বা তদ্‌ব্রত ধারণ করা সম্বন্ধে ভৃগুমুনির তীব্র অভিশাপ আছে। যথা শ্রীভাগবতে—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিন স্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র পরিপন্থিনঃ॥ ৪।২।২৮

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি শিবব্রত ধারণ করিবে কিম্বা যাহারা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া "পাষণ্ডী" নাম প্রাপ্ত হউক।

অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে উপাসনাতেই দোষ। কেননা তাহা বেদ-বিরুদ্ধ। ভগবান্ জনার্দ্দনই বেদের মূলতত্ত্ব।

"এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থু র্যৎ প্রমাণং জনার্দ্দনঃ॥

অর্থাৎ বেদই লোকসমূহের সনাতন এবং শিবপ্রদ বর্ম্ম। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ জনার্দ্দনই এই বেদের মূল।

শ্রীহরিবংশে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন—

"হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥"

অর্থাৎ হে বিপ্রগণ! সত্ত্বসংস্থিত আপনাদের দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীহরিই

ধোয়। অতএব আপনারা বিষ্ণুমন্ত্র সর্ব্বদা জপ করুন এবং সর্ব্বদা কেশবের ধ্যান করুন।

অন্য সকল দেবতা সেই ভগবান্ শ্রীহরিরই বিভূতি বা কলা স্বরূপ। এইজন্য বৈষ্ণব-তন্ত্রাদিতে অন্যান্য দেবতাগণ শ্রীহরির বহিরঙ্গাবরণ-সেবক রূপে অর্চ্চনা করিবার বিধান কথিত হইয়াছে। পাদ্মে, কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তি-পূজকাঃ।
মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা॥"

অর্থাৎ বর্ষার বারিধারা যেমন ক্রমে সাগরে গিয়াই মিলিত হয় সেই রূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, শাক্ত কি বৈষ্ণব সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে হেতু—

"একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদি-জননামভিঃ॥"

অর্থাৎ একমাত্র আমিই ক্রীড়ার নিমিত্ত উক্ত নামের সহিত পঞ্চবিধ রূপে আবির্ভূত।

পঞ্চোপাসক মধ্যে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ।

বস্তুতঃ উক্ত পঞ্চবিধ উপাসকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। যথা, স্কান্দে, ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

"ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ॥"

অর্থাৎ কি সৌর, কি শৈব, কি ব্রাহ্ম, কি শাক্ত বা অন্য যে কোন দেবতা ভক্ত, কেহই ভাগবত বা বৈষ্ণবের সমতুল্য নহে।

সৌরাদি উপাসকগণ কেবল সূর্য্যাদি দেবতার অর্চ্চনার ফলেই যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেন, তাহা নহে। পরন্তু শ্রীভগবানের প্রীতি উদ্দেশে কৃত-কর্ম্মোত্থ শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে

মরণাদি প্রভাবে শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন্। এ বিষয়ে দেবশর্ম্ম ও চন্দ্রশর্ম্ম নামক দুইজন সূর্য্যোপাসকের গতিই উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা আজীবন সূর্য্যোপাসনা করিয়াও হরিক্ষেত্রে দেহত্যাগ করায় তাঁহারা সেই ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে সূর্য্যলোকের পরিবর্ত্তে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম গমন করিয়াছিলেন। যথা—

"তৎ ক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্ম্মশীলতয়া পুনঃ।
বৈকুণ্ঠ-ভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎসমীপগৌ॥"

অতএব ভগবদ্বিভূতি স্বরূপে শিবব্রহ্মাদির উপাসনায় ভক্তের কোন দোষ হয় না; পরন্তু গুণই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র উপাসনায় ভগবৎ-প্রাপ্তি একবারে অসম্ভব উক্ত হইয়াছে। যথা গীতোপনিষদে—শ্রীভগবদুক্তি—

"যেহপ্যন্য-দেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকং॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাত শ্চরন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্॥"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যে সকল অন্য-দেবভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকেন। কারণ, আমিই ইন্দ্রাদিরূপে সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া তত্তৎ দেবতার অর্চ্চনাতে আমারই অর্চ্চনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অন্য দেবতার অর্চ্চনাকারী তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে না পারিয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। দেবপূজক সকল দেব-গণকে, পিতৃপূজক সকল পিতৃগণকে, ভূতপূজক সকল ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব ভগবান্ বাসুদেবই যে ভক্তের একমাত্র আরাধ্যতত্ত্ব তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া যে শিব-কালী-দুর্গাদি দেবদেবীর প্রতি হৃদয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত ভক্তিধর্ম্মের একান্ত প্রতিকূল; প্রত্যুত অপরাধ-জনক। অন্য দেবের প্রতি অনবজ্ঞা, ভক্তির একটি অঙ্গ-বিশেষ। সাধ্বী যেমন শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ননন্দাদির প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া প্রত্যুত তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু পতিকেই একমাত্র হৃদয়-দেবতা জ্ঞানে তাঁহার চরণে প্রাণমন সমর্পণ করেন; ভক্তগণও সেইরূপ অন্যান্য দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র আরাধ্য জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজে আত্মসমর্পণ করিয়া ভজনা করিবেন। অন্যদেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন অপরাধ-জনক বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে—

অন্যদেবতা নিন্দায় দোষ।

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর হরিরই আরাধনা করিবে, কিন্তু তদিতর ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার প্রতি কদাচ অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না।

পুনশ্চ গৌতমীয় তন্ত্র বলেন—

"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাং।
অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন অথচ অন্য দেবদেবীর নিন্দা করেন, তাঁহার পূর্ব্বধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মে যে একটি ইতিহাস বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। পূর্ব্বে ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ অম্বরীষ বহুদিন

শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠিন তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অম্বরীষকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অম্বরীষ সেই ইন্দ্ররূপ দর্শন পূর্ব্বক নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহার সমাদর করিয়া বলিলেন—"দেব! আপনার বর আমার ইষ্টপ্রদ নহে, যিনি আমার অভীষ্টমূর্ত্তি, তিনিই আমার বরদাতা, অন্য কেহ নহে।"

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বলিলেন—"আমি তোমার অভীষ্ট মূর্ত্তির দেয়-বরই প্রদান করিব।"

অম্বরীষ কহিলেন—"না, দেবেন্দ্র! সে বর আপনার দ্বারা ইষ্টপ্রদ হইবে না।" তখন ইন্দ্ররূপী ভগবান্ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া অম্বরীষের বধ সাধনার্থ বজ্র সমুদ্যত করিলেন। কিন্তু অম্বরীষ তথাপি বর অঙ্গীকার করিলেন না। অতঃপর শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ইন্দ্ররূপ সঙ্গোপন পূর্ব্বক স্বরূপ প্রকটিত করিয়া ভক্তরাজ অম্বরীষের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।"

অতএব শ্রীহরিভক্তগণের পক্ষে অন্য দেবাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন অতীব দোষাবহ। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—

"যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্য মেকান্তভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবং॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একান্তভাবে নিত্য আমার অর্চ্চনা করে, অথচ দেব ঈশানকে নিন্দা করে সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে।

দেবতাদির নিন্দাবাদ করা তো দূরের কথা, সাধারণ প্রাণীমাত্রেরও অবমাননা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু, ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে নিখিল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাই, ভগবান শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—

জীবমাত্রে অবজ্ঞা অনুচিত।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা-বিড়ম্বনম্ ॥"

অর্থাৎ আমি সামান্য প্রাণভৃৎ জীব হইতে ভগবানে অর্পিতাত্ম জীব পর্য্যন্ত সকল ভূতেই অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত। সুতরাং তাহাদের অবজ্ঞা করিলে তদধিষ্ঠানরূপ আমারই অবজ্ঞা করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সেরূপ অবজ্ঞা করিয়া আমার প্রতিমা গঠন করে, তাহার পক্ষে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। যেহেতু—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি, সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ঈশ্বররূপে বিরাজমান আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ মূঢ় বুদ্ধি বশতঃ আমাকে তৎস্বরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া শিলাময়ী বা দারুময়ী যে কোন প্রতিমাকে আমার সহিত ঐক্য ভাবনা না করিয়া, কেবল লোকব্যবহারের অনুকরণে ভজনা করিয়া থাকে, তাহার ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সকলই বিফল হয়।

শ্রীপ্রতিমা ও বৈষ্ণব নিন্দায় দোষ।

অতএব শ্রীভগবৎ-প্রতিমাকে প্রাকৃত মনে করা বিশেষ অপরাধ জনক। রাজা দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্র নিহত হইলে অন্ধমুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন—

"শিলা বুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া।
কিং ময়া পথিদৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ ॥"

অগ্নি পুরাণ।

অর্থাৎ আমি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি করি নাই, কিম্বা

পথিমধ্যে কোথাও কোন মুদ্রাঙ্কিত-কলেবর বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া মনে মনেও তাঁহার প্রতি অনাদরের ভাব প্রকাশ করি নাই যে, সেই কর্ম্মবিপাকে আমার ঈদৃশ পুত্রশোক উপস্থিত হইল।

আরও উক্ত হইয়াছে—

"অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধি গুরুষু নরমতি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী র্যস্য বৈ নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমলনাশক পাদোদকে সামান্য জলবুদ্ধি, সর্ব্বপাপহারক শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে তদিতর দেবতাগণের সহিত সমতাবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি পাষণ্ড মধ্যে গণ্য; সুতরাং তাহার নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

ফলতঃ ভগবদ্দৃষ্টির অভাবেই মূঢ়ব্যক্তির সর্ব্বভূতে অবজ্ঞার উদয় হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রবিধির অনুসরণ না করিয়া কেবল লোকরীতি অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীভগবৎ-প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, তাদৃশ কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে কনিষ্ঠাধিকারী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

অবজ্ঞার কারণ।

যথা—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতেই শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ কি অপর দেবতাদির পূজা না করেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত নামে অভিহিত।

অতএব যে কোনরূপ ভজন হউক না কেন, তাহার ফলাবসানতা অবশ্যই আছে। কিন্তু যাহারা দ্বেষপর, তাহারা শীঘ্র সাফল্য লাভ করিতে পারে না, তাহাদের হৃদয়ে এক অশান্তির অনলশিখা দিবানিশ জ্বলিতে থাকে। যথা—

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তি মৃচ্ছতি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী নহে, সুতরাং আত্মাভিমানী এবং সেই হেতু সর্ব্বভূতে বদ্ধবৈর, তাহার চিত্ত কখনই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ ভগবৎ-জ্ঞানের অভাবেই তাহাদের হৃদয়ে এইরূপ ভেদবুদ্ধি-সম্ভূত দ্বেষ-অবজ্ঞাদির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রাকৃত ভক্তগণ যখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তখন সেই অর্চ্চনার মূলে ভগবৎ জ্ঞানের উন্মেষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু ভগবৎ-জ্ঞানের স্বধর্ম্মই শ্রদ্ধার হেতু। সুতরাং তাহাদের তাদৃশী অর্চ্চনাও বিফল হয় না। অর্চ্চনার ফল, যথা—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্বস্থিতম্॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে না পারিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্ম-নিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদিতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবে। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত অজাত-শ্রদ্ধ ব্যক্তির স্বকর্ম্মানুষ্ঠান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা এস্থলে পরিব্যক্ত হইল। কিন্তু জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে স্বাধিকার-বিহিত বিবিধ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। তাই বলিয়া তিনি শ্রীভগবৎ প্রতিমার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"প্রতিষ্টিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং॥"

বরং প্রাণপরিত্যাগ বা মস্তক কর্ত্তন করা ভাল, তথাপি প্রতিষ্টিত শ্রীভগবৎ প্রতিমাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, আজীবন তাঁহার অর্চ্চনা করাই বিধেয়।

এইরূপে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া করুণানিধি শ্রীভগবানের রাতুল শ্রীচরণ-কমল অর্চ্চনা করিলেও সর্ব্বভূতে দয়া ব্যতীত তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না। "জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন" এই তিনটী ভক্তিসাধনার উচ্চতম মঞ্চে আরোহণের মূল সোপান। তন্মধ্যে জীবে দয়া অর্থাৎ জীবমাত্রে দয়া প্রকাশই তাহার প্রথম স্তর। সুতরাং জীবে দয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তিই সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

জীবেদয়া সাধনার অঙ্গ।

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু র্বিদধে ভয়মুল্বনম্॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল উদরের ভিন্নতায় অন্যের সহিত নিজের ভেদ নির্দ্দেশ করে, অপিচ সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান হেতু আপনাকে তাহাদের সহিত সমান দর্শন না করে, এমন কি কোন ক্ষুধিত জনকে দেখিয়াও কেবল নিজের উদর-পূর্ত্তিতেই যত্নপর হয়, মৃত্যু তাদৃশ ভেদ-দর্শীর সংসার-ব্যাধিই বিধান করিয়া থাকে।

অতএব সর্ব্বভূতের সন্তর্পণবিধান ভক্ত মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিরূপে ভূতগণের তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, শ্রীভগবান্ তাহা নিজ শ্রীমুখেই পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মনং কৃতালয়ম্।
অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

এই হেতু সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া যথাযোগ্য ও যথাশক্তি দান, তদভাবে সম্মান এবং মৈত্রী দ্বারা সর্ব্বভূতে ভূতান্তর্যামীস্বরূপ আমাকেই অর্চ্চনা করিবে। তবে যে সাধারণভাবে সকল জীবেরই সমান সমাদর করিতে হইবে তাহা নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

জীবের বৈশিষ্ট্য।

তদ্‌যথা—

জীবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরা স্তত শ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠা স্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদ স্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠা শ্চতুষ্পাদ স্ততো দ্বিপাৎ।
ততো বর্ণাশ্চ চত্বার স্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ॥
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোহভ্যধিক স্ততঃ।
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ॥
মুক্তসঙ্গ স্ততো ভূয়া ন দোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ।
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূত মকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥"

অর্থাৎ হে শুভে! অচেতনগণ অপেক্ষা চেতনগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহারা চিত্তবিশিষ্ট, তাহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট তাহারা শ্রেষ্ঠ; সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তগণের মধ্যে যাহারা স্পর্শবেদী তাহাদের অপেক্ষা রসজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ হইতে গন্ধবিৎ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শব্দবিৎ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা রূপভেদবিৎ শ্রেষ্ঠ, আবার এই সকল প্রাণীর মধ্যে বহুপদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পাদ, তদপেক্ষা দ্বিপদ অর্থাৎ

মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; এই মনুষ্যগণের মধ্যে চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ, চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থজ্ঞ হইতে সংশয়চ্ছেত্তা, তদপেক্ষা স্বধর্ম্মকৃৎ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ শ্রেষ্ঠ, মুক্তসঙ্গ হইতে নিষ্কামকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহারা নিরন্তর আমাতে (শ্রীভগবানে) নিখিল কর্ম্মফল ও আত্মা সমর্পণ করে অর্থাৎ সর্ব্বদা জ্ঞানাদি অব্যবহিত ভক্তি করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। অতএব সেই মদর্পিতাত্ম ও মদর্পিতকর্ম্ম ভক্তগণের সমদর্শন ও কর্ম্মশূন্যতার নিমিত্তই তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভূত আর কাহাকেও দেখিতেছি না। এস্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীব অপেক্ষা উত্তরোত্তর জীবের এক একটী গুণাধিক্যে শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং জীবগণের মধ্যে যে পরস্পর ভেদ আছে তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল। তন্মধ্যে সর্ব্বজীবৈক-শ্রেষ্ঠ ভগবদ্-ভক্তগণের প্রতিই বিশেষরূপে সমাদর প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য জীবের প্রতিও যোগ্যানুসারে যথাশক্তি সমাদর করা বিধেয়। যেহেতু—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে জীবদেহাবস্থিত বলিয়া, এই ভূত সকলকে বহু সম্মান করতঃ মনে মনেও প্রণাম করিবে।

ভক্তের সর্ব্বভূতাদর কর্ত্তব্য।

অতএব উপাসনার প্রাথমিক অবস্থায় সাধকগণের পক্ষে সর্ব্বভূতাদর যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু সাধক-প্রবরগণের হৃদয়ে যখন ভগবৎ-প্রেমের অমিয়-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহারা সর্ব্বত্রই শ্রীভগবদ্বৈভব-স্ফূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই ভক্তি-বিভাবিত নির্ম্মল হৃদয়ে হিংসা অসূয়াদির তামসী রেখা আদৌ প্রতিভাত হয় না। যথা—

"এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

অর্থাৎ হে ব্যাধ! তোমার অহিংসাদি গুণ অদ্ভুত; যাঁহারা হরি-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই পরপীড়ক হয়েন না। সকলের প্রতিই তাঁহাদের শুদ্ধ মৈত্রী ভাবের উদয় হয়। তাঁহাদের এই সর্ব্বত্র মৈত্রী ভাব, সখ্যাদি-ভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাবের অনুসরণ দ্বারা কিম্বা তাদৃশ ভগবদ্ গুণানুসরণ দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন সাধনার চরম-সোপানে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার হিংসাভাব স্বভাবতঃ বিলুপ্ত হয়; কেননা তখন তিনি আপনাতে ও সর্ব্বভূতে শ্রীভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হন। বিশেষতঃ তরুমূল সেচন করিলে যেমন পল্লবাদিও প্রফুল্ল হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে যখন নিখিলদেবতার সন্তোষ সাধন হয়, তখন অন্য দেবতান্তর উপাসনা বাহুল্য মাত্র। আবার স্বতন্ত্র তত্ত্ব-দৃষ্টিতে উপাসনা করিলেও যখন সেই সেই অধিষ্ঠানে শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হয়, তখন তৎসম্বন্ধে অন্য দেবতার সমাদর করাও অবশ্য বিধেয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ শ্রীভগবৎ-অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ বা দেবতান্তর সমাদর করিলেও তদভিনিবেশ উপস্থিত হইয়া সাধকের ঘোর অন্তরায় জন্মায়। ভরতমুনির মৃগশিশুলাভই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং জীবে দয়াই ভগবদ্ভক্তির মুখ্য সাধন নহে। যদিও শস্ত্রাদি দ্বারা অতিহিংসা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য, তথাপি অর্চ্চনমার্গে পত্র-পুষ্পাদিচয়নার্থ কিঞ্চিৎ হিংসাভাস অবশ্যই বিহিত হইয়াছে। অতএব সাধকের পক্ষে কাহারও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে সমাদর করাই কর্ত্তব্য। তবে একান্ত

ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। যখন তাঁহাদের ভক্তি-বিভাবিত চিত্তবৃত্তি, সাগরাভিসারিণী স্রোতস্বিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসিন্ধু-সঙ্গমে মিলিত হইবার জন্য উধাও প্রবাহিত হয়, তখন দেবতান্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অভাব যে না হইতে পারে তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে অবজ্ঞাজনিত বলা যায় না। চিত্তের পরম ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠার কারণই কোথায় কে আছেন তাহার তত্ত্ব লইবার অবসর থাকে না। অতএব দেবতান্তরসাধনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহাই পূর্ব্ব মহাজনাচরিত মঙ্গলময় পথ। যথা—

"ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজং।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পতে যেঽনু তানিহ॥" ১।২।২৫।

অর্থাৎ এই কারণেই পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করিতেন। অধুনা যে সকল মহাত্মা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁহারা এই সংসারে পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

আবার এই মায়া-বৈচিত্র্যময় সংসারে অনেকেই কামনার কুহক-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভৈরবাদি দেবতার আরাধনা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা জীবের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা কদাচ অন্য দেবতার উপাসনা করেন না। যথা—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

অর্থাৎ মোক্ষার্থিগণ ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট পিতৃভূতেশাদির আরাধনা

পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবতান্তরের প্রতি অসূয়া প্রকাশ না করিয়া পরম শান্তি-নিকেতন শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিরই ভজনা করিয়া থাকেন।

যদিও শ্রীনারায়ণের ভজনে সকাম-সাধকগণের সকল কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি তাঁহারা যে কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত অন্য দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে,—

"রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমগুণের আধিক্য তাঁহারাই ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি ও পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির আরাধনা করেন। সমশীলতার কারণই তাঁহাদের দেবতান্তরভজনে প্রবৃত্তির উদয় হয় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন রজস্তমঃস্বভাববিশিষ্ট, তদনুরূপ রজস্তমোগুণময় দেবতাগণেরও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

যদি বল, তাঁহাদের দোষ কি? বেদে পিত্রাদির উপাসনা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে?—তাহা হইলেও বাসুদেব-পরায়ণতাই নিখিল বেদের তাৎপর্য্য এবং ভগবদ্ভক্তিই বেদের মুখ্যার্থ। সুতরাং তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বকই পিত্রাদির আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈদিকধর্ম্ম ভগবদাত্মক। যথা—শ্রীভগবদুক্তি—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ প্রলয়কালে বিনষ্টা যে বাণী সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, তাহা বেদ নামে অভিহিত। সেই বেদোক্ত ধর্ম্ম মদাত্মক অর্থাৎ ভগবদাত্মক।

যদিও বেদের যজ্ঞভাগে যজ্ঞাদির প্রাধান্য কথিত হইয়াছে, তথাপি

বেদের ভগবৎপরত্ব।

সেই যজ্ঞসকল যখন বাসুদেবের অঙ্গবিভূতি ইন্দ্রাদিদেবতার আরাধনা ময়, তখন সেই যজ্ঞাদির বাসুদেবপরত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। আবার জ্ঞানকাণ্ডে যোগের প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াপরত্বের আশঙ্কা থাকিলেও উহা ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভগবদ্ধ্যানপর বলিয়া এবং কর্ম্মকাণ্ডে বাসুদেবে কর্ম্মার্পণ ব্যতীত কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হয় না বলিয়া যোগ ও কর্ম্মেরও বাসুদেবপরত্ব সূচিত হইয়াছে। অতএব বাসুদেবই ভজনীয়, ইহাই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।—

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ ॥
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥"

অর্থাৎ বেদসকল বাসুদেবপর অর্থাৎ বাসুদেবেই তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য। যজ্ঞসকল বাসুদেবপর, কেন না তাহাতে তাঁহারই আরাধনা বিহিত হয়। অপর কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্মাদিও এক বাসুদেবেই পর্য্যবসিত এবং বাসুদেবেই ইহাদের পরমা গতি। ফলতঃ যোগশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের মূল বেদ। সেই বেদ যখন বাসুদেবপর, তখন সকল শাস্ত্রেরই বাসুদেবপরত্ব সিদ্ধ হইল।

সে যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বোৎকর্ষ সূচিত হইলেও গুণাবতার বিষ্ণুর তাদৃশ প্রাধান্য কিরূপে প্রতিপন্ন হয়? ইহারই উত্তরে কথিত হইয়াছে—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥"

অর্থাৎ সেই ভগবান্ প্রথমতঃ কার্য্যকারণাত্মিকা গুণময়ী মায়া দ্বারা এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিনি বিভু (সর্ব্ব-

ব্যাপক) ও স্বতঃনির্গুণ হইলেও সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত সগুণ হইয়া থাকেন। ইহাতে মহদাদি বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সকলেই যে তাঁহার সহিত অভিন্ন, তাহা অভিব্যঞ্জিত হইল। কিন্তু তন্মধ্যে সত্ত্বগুণেই যে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বেদে যে পিতৃভূত-প্রজেশাদির আরাধনা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরও স্রষ্টা—বাসুদেব। অতএব এই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই যে ভক্তের একমাত্র আরাধ্য তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দই যে একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইল। পরন্তু—

শ্রীকৃষ্ণই ভক্তের আরাধ্য।

"এতেচাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"।—

সর্ব্বভক্তিশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচনরাজ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তা সুদৃঢ়রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারের মূল; ইঁহা হইতেই সর্ব্ব অবতারের সৃষ্টি। ইনিই স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং ইঁহা হইতেই অপরের ভগবত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্ত্ব; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন ভগবানের অংশ বা কলা নহেন। এই সারতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ উল্লাস।

ভক্তির অভিধেয়ত্ব।

"এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥"

যাহা হইতে জীব প্রেমধন লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলে অভয়-প্রসাদ লাভ করে, তাহার নামই অভিধেয় তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সকাম কর্ম্ম দূরে থাক, নিষ্কাম কর্ম্ম এবং নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও যখন নিষ্ফল হইয়া থাকে তখন শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাব প্রকরণে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন শ্রীভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে ভাবনা না করিলে মোক্ষসাধক হয় না, তখন পরোক্ষ জ্ঞানের কথা কি? সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে নিঃশক্তি কল্পনা করিয়া মায়িক ভাবনাদি দ্বারা অপরাধের সঞ্চার হয়। সুতরাং সেই অপরাধে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বন্ধন উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা—বাসনাভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্ট বচন—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥"

অতএব সাধনকালে কি সিদ্ধকালে সকল সময়েই যাহা দুঃখপ্রদ, সেই কর্ম্ম, সকামই হউক অথবা নিষ্কামই হউক, ভগবানে সমর্পিত না

হইলে অর্থাৎ ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে যে ফলদায়ক হইবে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি? সুতরাং ভক্তি-সংসর্গ ব্যতিরেকে জ্ঞান কর্ম্মের বৈফল্য স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল।

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।"

হে ব্যাস! তুমি হরি-যশকে গৌণ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতাদি শাস্ত্রে যে কাম্য কর্ম্মাদির বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং স্বাভাবিক বিষয়-বাসনা-প্রলুব্ধ কামী ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদি ধর্ম্মার্থে অনুশাসন করিয়া অন্যায় কার্য্যই করিয়াছ। বাস্তবিকই ঐ সকল অসার কর্ম্মময় ব্যাপার কামনা-বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় হইয়াছে। যেহেতু, তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া কামনাপর ইতর ব্যক্তিগণ সেই কাম্য কর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবে, তখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিষেধাজ্ঞা—এমন কি তুমি স্বয়ং নিষেধ করিলেও আর গ্রাহ্য করিবে না—তাহারা প্রবল কামনা-স্রোতে প্রাণমন ভাসাইয়া দিয়া নিত্য নব নব ফলেরই অন্বেষণ করিবে, অথচ কিছুতেই প্রাণে অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও ভক্তি অনুশীলন কর্ত্তব্য। অতএব অনর্থকর কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া এমন কি নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবল হরিভক্তির অনুশীলনই কর্ত্তব্য। যথা—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরি-পদারবিন্দ ভজন করিয়া ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় নীত হইলে তো কোন চিন্তার কারণ নাই; কিন্তু যদি কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিয়াই অথবা অপক্কাবস্থায় অপরাধ বশতঃ ভজন-পথ ভ্রষ্ট হয় কিম্বা আয়ুঃক্ষয়ে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে,

তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন অমঙ্গল হয় না। শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-ভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা ফল লাভ করিয়াছে? অতএব ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বস্তু।

গৃহাসক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ এই নিখিল কল্যাণ-সাধক ভক্তিতত্ত্বের অনুসন্ধান দূরে থাক, আত্মতত্ত্বের ক্ষীণালোক-রেখাও তাহাদের নিবিড় অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কন্দরে উদ্ভাসিত হয় না। "কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি করিতেছি, কি হইবে, কিরূপেই বা এই সংসার হইতে নিস্তার পাইব" এই সকল বিষয় ভ্রমেও চিন্তা করে না। কেবল কামিনী-কাঞ্চনের কুহক প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া মরীচিকা-ভ্রান্ত কুরঙ্গের ন্যায় সংসার-প্রান্তরে অনিত্য সুখের লালসায় ভ্রমিয়া বেড়ায়। যাহাদের বা যাহার জন্য এত যত্ন, এত ক্লেশ, এত ছুটাছুটি, হায়! ভ্রান্ত মানব সেই স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের ও দেহের বিনাশ অবলোকন করিয়াও স্বীয় পরিণাম চিন্তা করে না—পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হয় না। মোহের নেশা না ছুটিলে—কর্ম্মের বাঁধন না টুটিলে তো জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয় না—মোহ-মাদকতা বিদূরিত হয় না?—

"তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্য শ্চেচ্ছতাভয়ং॥"

অতএব হে পরীক্ষিত! যে ব্যক্তি মোক্ষের অর্থাৎ সর্ব্বতাপ-নিবর্ত্তক ভগবচ্চরণ-প্রসাদের অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পরমপ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামলীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

তবে যে, বিরাট পুরুষে চিত্ত-নিবেশরূপ জ্ঞান-যোগ দ্বারা সদ্য-মুক্তি ও ক্রম-মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও ভক্তিরই অনুবর্ত্তী! প্রথমতঃ সেই ব্যষ্টি বিরাটরূপের ধারণায় চিত্তশুদ্ধ হইলে তদন্তর্য্যামী

চিদ্‌ঘনরূপের ধারণায় অধিকার জন্মে। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ততা হেতু-যে পর্য্যন্ত না সেই অন্তর্য্যামী নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে, তাবৎ সেই স্থূল বিরাট রূপের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। যথা—

"যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্থ রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা কনিষ্ঠ এবং যিনি দ্রষ্টা স্বরূপ, সেই বিশ্বেশ্বরে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যে পর্য্যন্ত না সাধন-লক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার স্থূলরূপের স্মরণ কবিবে।

অতএব যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সর্ব্বভূতেই ভগবৎ সত্তার বিকাশ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন, সেই সকল বিরাট-ধারণানিষ্ঠ যোগীদের অপেক্ষা যাঁহারা আত্মান্তর্য্যামী-ধারণা-নিষ্ঠ অর্থাৎ স্বস্ব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রাদেশমাত্র পুরুষকে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে অবলোকন করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভগবানে কর্ম্মার্পণ করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু—

"নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ সংসারি-ব্যক্তিগণের মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপযোগাদি বহুবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পথই অপেক্ষাকৃত সমীচীন। কারণ, উক্ত পন্থাবলম্বন করিলে শ্রীভগবানে ভক্তিযোগের উদয় হইয়া থাকে। এই ভক্তিযোগ ভিন্ন সুখময় নিরাপদ পথ আর নাই। সুতরাং জ্ঞানযোগমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা বিশুদ্ধা ভক্তি যে সর্ব্বগরীয়সী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভক্তিযোগ সর্ব্ব-বেদ-সিদ্ধ। যথা—

"ভগবান্ ব্রহ্মকার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥" ২।২।৩৪

অর্থাৎ মুনিগণ যেমন একাধিকবার শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করেন, সেইরূপ ভগবান্ স্বয়ং স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়াও নিখিল বেদের সার অভিধেয় কি, তাহা নিষ্কাষণরূপ লীলা প্রকাশের নিমিত্তই তিনবার সমস্ত বেদ বিচারপূর্ব্বক যাহা হইতে আপনাতে (শ্রীহরিতে) প্রেমের প্রথমাবস্থা রতির উদয় হয়, সেই সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য ভক্তিযোগকেই নিশ্চয় করেন। এস্থলে ভগবান্ তিনবার বেদ-বিচার দ্বারা লোকে বেদার্থ নির্ণয়ের দুরূহতা প্রকটন করিয়াছেন। পরন্তু অনন্ত বৈকুণ্ঠ-বৈভবে অনন্তকোটি বিরিঞ্চি বিরাজমান; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বেদেরও অনন্ত পাঠভেদ থাকা বিচিত্র নহে। অতএব সেই নিখিল বেদের ঐরূপ আলোচনা কেবল ভগবানের দ্বারাই সম্ভব। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

বেদ শ্রীভগবানেরই বেদ্য।

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পযেৎ।
ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥"

অর্থাৎ বেদে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্কবিতর্ক করে, আমি ভিন্ন তাহার তাৎপর্য্য কেহই জানে না, যেরূপ প্রেয়সীর মনের ভাব প্রিয়জনই অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতির হৃদ্‌গত অভিপ্রায় কেবল আমারই বেদ্য।

অনন্তর এই বেদ-প্রতিপাদ্য ভক্তিযোগের সাধন কি? তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ ২।২।৩৬

অর্থাৎ যাহা ভিন্ন অপর মঙ্গলময় পথ আর নাই, যাহা হইতে সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, সেই দুর্লভ ভক্তিযোগ লাভের নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত মনে অর্থাৎ মনোবৃত্তিতেও জ্ঞান কর্ম্মাদির অপেক্ষা না করিয়া এবং দেশকাল নিয়মের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পাদ-সেবনাদি করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে শ্রবণের প্রাধান্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার মহিমা কথিত হইতেছে। যথা—

ভক্তি সুখদায়িনী।

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতং।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং॥" ২।২।৩৭

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা স্বীয় ভাবানুরূপ বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোর কৃষ্ণের কথামৃত এবং তদীয় ভক্ত শ্রীনারদাদি, শ্রীহনুমানাদি, শ্রীনন্দাদি, শ্রীদামাদি বা শ্রীগোপ-বালাদির কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিষয়-বিদুষ্ট হইলেও তাঁহারা স্বামিত্বের আরোপ দ্বারা মমতাস্পদ শ্রীভগ-বানের জন্য সেই দুষ্ট চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া লয়েন। সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে "পূর্ব্ব-কথিত জ্ঞানযোগাদি-মার্গ অবলম্বন করিতে হয় না। ভক্তির স্বাভাবিকী পাবনীশক্তিতেই উহা আনুষঙ্গিক ফলরূপে সিদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে তাঁহারা ভক্তির সাক্ষাৎ ফল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে গতিলাভ করেন।

পরন্তু অন্য দেবার্চ্চন সম্পূর্ণ কাম-মূলক। এইজন্য মন্দবুদ্ধি মনুষ্য-গণ ব্রহ্মতেজ কামনায় বেদপতি ব্রহ্মার, ধনের কামনায় বসুগণের, স্ত্রী-কামনায় দুর্গাদেবীর, স্বর্গ কামনায় দ্বাদশ আদিত্যের ইত্যাদি

ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই আসক্ত হয়েন। যথা—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥"

অর্থাৎ যাঁহার কোন কামনা নাই, তাদৃশ নিষ্কাম ব্যক্তিই যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় রত হইবেন তাহা নহে, যিনি সর্ব্বকাম অর্থাৎ যাঁহার উক্তানুক্ত সকল কামনা আছে তিনিও, এমন কি মোক্ষকামী ব্যক্তিও তীব্র ভক্তিযোগে অর্থাৎ মেঘান্তরিত সৌরকিরণ যেমন তীব্র, সেইরূপ জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত একান্ত ভক্তিসহকারে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারাই অকাম। যেহেতু তাঁহাদের কামনা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত। কিন্তু মোক্ষকামীকে অকাম বলা যায় না। কাম কাহাকে বলে?—দুঃখ নাশানন্তর স্ব-সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছার নামই কাম। সুতরাং কাম আত্ম-সুখ তাৎপর্য্যময়। অতএব কর্ম্মী ও দেবতান্তর-উপাসকগণ কেবল স্বকীয় তাৎকালিক কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখখণ্ডনার্থ নশ্বর স্বর্গাদি ভোগের জন্য অযথা প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আবার এই কর্ম্মী ও দেবোপাসক-গণ অপেক্ষা জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা যখন স্বীয় সংসার দুঃখ খণ্ডনেই প্রবৃত্ত এবং ব্রহ্মসুখানুভব-প্রয়াসী, তখন কর্ম্মীদের অপেক্ষাও তাঁহাদিগকে অধিক সকাম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভক্ত শ্রীভগবানের সুখের নিমিত্তই ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার অখিল চেষ্টা কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী বলিয়া ভক্তের নিষ্কামতা সহজেই সিদ্ধ হইতেছে। তাই ভক্তবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

ভক্তই নিষ্কাম।

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

হে নাথ! আমি স্বকর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই তোমার চরণে আমার ভক্তি যেন সর্ব্বদা অবিচলা হয়।

অতএব কাম-রাহিত্যেই হউক বা কাম-সাহিত্যেই হউক, ভক্তির ভগবদ্বিষয়ত্বই সুবুদ্ধিতার লক্ষণ,—তদভাবই মন্দবুদ্ধিতার পরিচায়ক। যদি বল, জ্ঞানী ও কর্ম্মীরা যখন তীব্র কামনার সহিত আরাধনা করিতেছেন, তখন চরমে তাঁহাদের সেই আরাধনা শুদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত কেন না হইবে? সুতরাং তাঁহাদের ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই উক্ত হইয়াছে—

"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥"

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের যদি সেই সেই দেবতার অর্চ্চনকালে ভগবদ্ভক্তসঙ্গ লাভ ঘটে, তবেই তাঁহাদের ভগবানে অবিচলা ভক্তির উদয় হয় এবং তাহাই তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ লাভ; তদ্ভিন্ন অন্য সকলই তুচ্ছ। অতএব দেবতান্তর ভজন ভগবদ্ভক্তির কারণ নহে, ভাগবত-সঙ্গই কারণ। তাহাও যে যদৃচ্ছাক্রমে উদিত হয় তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাই বলি! মোহান্ধ জীব! যদি দুঃসহ সংসারকারা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দধামে যাইতে বাসনা থাকে—যদি প্রেমরসে প্রাণ গলাইয়া চিত্ত-মধুপকে পরিতৃপ্ত করিতে চাও—তবে এস! এই কৃষ্ণ-ভক্তির অমৃত-পাথারে আসিয়া চির-জীবনের তরে নিমগ্ন হও—তখন দেখিবে পৃথিবীর কোন বিপদ বা কোন

বন্ধনই আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া—আহা! এমন সুন্দর ভজনযোগ্য মানবদেহ পাইয়া চিরদিন কামনার দাস হইয়া থাকিলে চলিবে কেন ভাই? ঐ দেখ! তোমার আয়ু-রাব হেলায় খেলায় প্রতিনিয়ত কালের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। যদি মানবজীবন সফল করিতে চাও, তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্ব্বার্ত্তিহারিণী প্রেমানন্দদায়িনী ভক্তির চরণে আত্মবিক্রয় কর—ভক্তির মহীয়সী শক্তিতে তোমার তাপদগ্ধ প্রাণ পরিপূর্ণ তৃপ্তি-লাভে শীতল হইবে, এমন কি ক্ষণমাত্র হরিকথা আলাপন দ্বারাই সমস্ত আয়ুকাল সার্থক হইবে;—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

অর্থাৎ দিবাকর দিন দিন উদিত ও অস্তমিত হইয়া সকল জীবেরই আয়ু বৃথা হরণ করিতেছেন, কেবল যে ব্যক্তি হরিকথায় ক্ষণমাত্রও কালযাপন কবেন, তাঁহারই আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাঁহার আয়ুই সার্থক। বৃক্ষের একটী শাখায় একটী ফল ফলিত হইলেও যেমন সে বৃক্ষকে ফলবান্ বলা যায়, সর্ব্ব শাখা-প্রশাখায় ফলিলে তো কথাই নাই, সেইরূপ হরিকথা দ্বারা ক্ষণেকমাত্র সার্থক হইলেই সমস্ত আয়ুকাল সফল হইয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা আজীবন শ্রীভগবানের ভজনানন্দে কালযাপন করেন, তাঁহারা পরত্র শ্রীভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিয়া অক্ষয়ায়ু হন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তের আয়ু ক্ষয় হয় না। যদি বল, ভক্তের জরামরণ রোগাদি আছে,—তাহা ভক্তির আবেগ বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং স্বভক্তির রহস্যত্ব রক্ষার নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে, কালধর্ম্মাদির কারণে নহে। তবে কি মর্ত্ত্যলোকে জীবন ধারণই সেই অক্ষয়ায়ুর ফল? না, তাহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু—

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বশন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কি গ্রামে পশবোঽপরে॥"

তরুগণও তো মনুষ্য অপেক্ষা অধিকদিন জীবিত থাকে। যদি বল, তরুর শ্বাস নাই; কিন্তু ভস্ত্রার তো মনুষ্যাপেক্ষা অধিক শ্বাস প্রশ্বাস আছে। যদি বল, ভস্ত্রার ভোজন নাই; সত্যবটে, কিন্তু পশুগণ কি গ্রামে তৃণ-ভোজন কি স্ত্রী সঙ্গ করে না? তাহাদিগকেও তো মনুষ্য বলা যাইতে পারে? সুতরাং নরাকারে তাদৃশ পশুবৎ জীবন ধারণ অতীব হেয়—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভক্তি ব্যতিরেকে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিফল হইয়া থাকে। যথা—

ভক্ত্যঙ্গ সাধন বিনা সকল অঙ্গই ব্যর্থ।

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥"

হায়! যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, তাহার সে কর্ণবিবর গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গের গর্ত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ-গাথা যে গান না করে, তাহার সে জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায় দুষ্টা অর্থাৎ ভেক যেমন চীৎকার করিয়া নিজের মৃত্যুস্বরূপ ভুজঙ্গকে আহ্বান করে, সেইরূপ মানবও কেবল গ্রাম্যবার্ত্তা আলোচনা দ্বারা কালকেই আহ্বান করে মাত্র। ফলতঃ তাহাদের সে রসনা দুষ্টা স্ত্রীর ন্যায় সুকৃত-সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করিয়া থাকে। যদিও হস্তাদি কোন একটী অঙ্গের সাহায্যে ভক্ত্যঙ্গ-সাধন দ্বারা পুরুষ কৃতার্থতা লাভ করে, তথাপি তাঁহার অন্যান্য অঙ্গও ভক্ত্যঙ্গ-সাধন অভাবে ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই জন্য অন্যান্য অঙ্গের নিন্দা সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পদাভিবন্দনে মস্তক, শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে নয়ন, শ্রীচরণার্পিত তুলসীর আঘ্রাণে নাসিকা, শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদিতে হস্তদ্বয় এবং শ্রীক্ষেত্রাদিগমনে চরণদ্বয় যদি নিয়োজিত না হইল, তাহা হইলে ঐ সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সার্থকতা হইল কই?

এইরূপ ভক্তির অনুশীলন অভাবে অন্তরিন্দ্রিয়েরও নিন্দা কথিত হইয়াছে। যথা—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
নবিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম বহুবার কীর্ত্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার উপস্থিত না হয় এবং বিকার হইলেও যদি নয়নে অশ্রু প্রবাহ ও অঙ্গে পুলকপ্রকাশ না পায়, তবে সে হৃদয় পাষাণ তূল্য অর্থাৎ বহুনাম গ্রহণেও চিত্তদ্রব উপস্থিত না হইলে বুঝিতে হইবে, তখনও সে হৃদয় নামাপরাধ দ্বারা কলুষিত রহিয়াছে। ফলতঃ চিত্তদ্রবের অভাবই নামাপরাধের লক্ষণ। কোথাও অশ্রুপুলকাদি সত্বেও চিত্তদ্রবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাই, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"নিসর্গ-পিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাহাদের স্বাভাবিক পিচ্ছিল মন এবং যাহারা তদভ্যাসপর, সাত্ত্বিক ভাবের আভাস ব্যতিরেকেও তাহাদের অশ্রু পুলকাদির সঞ্চার হইয়া থাকে। আবার অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের মধ্যে হরি-নামের দ্বারা চিত্তদ্রব হইলেও বাহিরে অশ্রুপুলকাদির প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অশ্রুপুলকাদি বহির্ব্বিকার দৃষ্ট হইলেও যদি হৃদয়-বিকার উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় অশ্মসার অর্থাৎ লৌহময়।

এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকে বহুল প্রমাণ দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব দৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনময় বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত আনন্দময় সুগম ভজন-মার্গ আর নাই। ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের

ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য।

আরাধনা করিলে তিনি ভক্তের প্রেম-বিমল-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রি-সমন্বয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করেন। ভক্ত ভজনারম্ভ দশা হইতেই পরম সুখী, কিন্তু জ্ঞানী সাধনারম্ভ দশা হইতেই পরম দুঃখী। ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। যথা—

"পানেন তে দেব কথা-সুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়াঃ যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যং॥"

৩।৫।৪৪

অর্থাৎ হে দেব! তোমার কথামৃত পান করিয়া ভক্তি-প্রবাহ উদ্বেলিত হইলে কৈতবশূন্য নির্ম্মল-হৃদয় ব্যক্তিগণ বৈরাগ্যসার ব্রহ্ম-সাযুজ্যেরও উপরিচর শ্রীভগবন্মাধুর্য্যানুভবরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-কমল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু—

"তথাপরে চাত্মসমাধি-যোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাং।
তমেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে॥"

অপর মোক্ষকামী ধীরব্যক্তিগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ উপায় বলে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করেন। কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আত্যন্তিক শ্রম স্বীকার করিতে হয়। স্থূলতুষকে অবঘাত করিলে যেমন তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ ভক্তি বিনা যখন প্রকৃত জ্ঞানেরই উদয় হয় না, তখন মুক্তি তো দূরের কথা? জ্ঞানের সাধন অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত আসন-প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান যে অতীব শ্রমসাধ্য, তাহা স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। সাধ্য দশাতেও ব্রহ্ম-সাযুজ্য-লাভের নিমিত্ত বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তগণ এই সাযুজ্যমুক্তিকে অপরাধ-জনক মনে করিয়া নিতান্ত তুচ্ছ বোধ

করেন। যদি বল, ভক্তের ভগবৎ-পরিচর্য্যাদিও তো শ্রমসাধ্য? সুতরাং দুঃখপ্রদ? না, তাহাতে ভক্তের কোনরূপ কষ্টানুভব হয় না। স্ত্রী যেমন স্বামি-সেবায় শ্রমবোধ করে না, প্রত্যুত আনন্দলাভই করিয়া থাকে, বরং স্বামী সেবার অপ্রাপ্তিতে মনোদুঃখ উপস্থিত হয়, সেইরূপ ভগবানের সেবাতে ভক্তগণও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞান ও যোগমার্গে চিত্তস্থির করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয, কিন্তু ভক্তিযোগে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সহজেই চিত্ত স্থির হইয়া ভগবানে অর্পিত হয। সুতরাং ভক্তিই পরমশ্রেয়োরূপা। যেহেতু জ্ঞানের সাধ্য মুক্তিও, ভক্তির সাধ্য—প্রেমের আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীসনৎ-কুমার পৃথুরাজকে বলিযাছেন—

> "যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
> কর্ম্মাশযং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
> তদ্বন্নরিক্তমতযো যতয়ো নিরুদ্ধ-
> স্রোতোগণা স্তমরণং ভজ বাসুদেবং॥" ৪।২২।৩৭

হে মহারাজ! সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলের অঙ্গুলি-দল-বিলাসিনী সাধন-সাধ্যরূপা ভক্তিদ্বারা বৈষ্ণবগণ যেরূপ অনায়াসে কর্ম্মবাসনাময় অহঙ্কার গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, নির্ব্বিষয়চিত্ত জিতেন্দ্রিয় যতিগণও তেমন সহজে কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হন না। ইন্দ্রিয়-স্রোতকে প্রতিরুদ্ধ করিতে যতীন্দ্রগণকে যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, ভক্ত-গণের সেরূপ ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা ভগবানের সৌন্দর্য্যাদিতে নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিবেশিত করিয়া পরম সুখানুভব করিয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শরণ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল সর্ব্বান্তঃ-করণে ভজনা কর। ইহাই দুস্পার দুঃখ-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। তাই শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—

"তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥" ৪।২৪।৬৫

যিনি আপনার হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত এবং সেইরূপ নিখিল ভূতেরও আত্মা স্বরূপ, সেই হরিকে অতীব ভক্তি সহকারে বারম্বার কীর্ত্তন কর, ধ্যান কর এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহারই পূজা কর। পূজান্তে অবকাশ কালেও অন্য আরাধনা বা কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। এমন কি ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও কেবল যে শ্রীভগবচ্চিন্তনই কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীনারদ স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা।—

"তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥" ৪।৩১।৭

মনুষ্যের সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, সেই আয়ুই আয়ু, সেই মনই মন, সেই বাক্যই বাক্য, যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা হরির সেবা হইয়া থাকে। ফলতঃ হরি-সেবা ব্যতিরেকে মনুষ্যের শৌক্র, সাবিত্র, দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি ফল? কিম্বা বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহেই বা কি ফল? যদিও—

"শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥"

ঐ সকল কর্ম্ম অন্যান্য নানাবিধ ফল-সাধক, তথাপি, শ্রীহরিই সেই সকল ফলের মূল স্বরূপ। যেহেতু সেই ফল সকল জীবের পরমার্থতঃ আত্মারই প্রীতিকর হইয়া থাকে। জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থ শক্তি বলিয়া ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল ভূতের আত্মার আত্মা এবং নির্ব্বিশেষবাদী সাধক যে ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ কল্পনা করেন, সেই ব্রহ্মও তাঁহার নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-স্বরূপ। অতএব

শ্রীহরিই প্রিয় ; যে হেতু তিনি অবিদ্যা-তিমির বিদূরিত করিয়া আপনার আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভক্তের শুদ্ধা ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভক্তের করে আত্ম-সমর্পণ করেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় পরম প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই। অতএব সেই করুণা-প্রচুর প্রেমের ঠাকুর কেবল ভক্তিরই সাধ্য—ভক্তিরই লভ্য। তাই, শ্রুতি বলেন—

"নাযমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা
শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। মুণ্ডকে।

তাই বলি ভাই! দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া অনিত্য সুখের মোহন-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া ব্যাধের বংশীধ্বনি-সমাকৃষ্ট কুরঙ্গের ন্যায় মায়া-জালে আবদ্ধ হইও না। পাপ তাপের দব-দহনে এমন বাঞ্ছনীয় জীবনকে বিড়ম্বিত করিও না। প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানের নাম-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্ত-নাদি করিয়া নিরন্তর ভক্তির অনুশীলন কর, অচিরে শ্রীভগবানের চরণ-কল্প-পাদপের শীতল ছায়ায় চরমা শান্তি লাভ করিয়া প্রাণ জুড়াইবে। অতএব এই শোভন মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ভাগবত সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা-লোচনা করাই কর্ত্তব্য। স্বর্গের দেবাদিজন্ম মনুষ্য-জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু তথায় যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের সঙ্গলাভ না হয়, তাহা হইলে তেমন দেবাদি জন্ম লাভ করিয়াই বা কি ফল? তাই ভক্ত-প্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্য-বালকগণকে বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥"

"বিবেকের অভাবে পশ্বাদি জন্ম তো নিরর্থক বটেই, কিন্তু মহা-বিষয়াবেশ নিবন্ধন দেবাদি জন্ম লাভেও কোন ফলোদয় নাই। সুতরাং

মনুষ্যজন্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট জন্ম আর দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মাচরণের জন্যই ইহা বিহিত। অতএব এমন ভজনোপযোগী দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া সংসারের অসার ক্রিয়া-কলাপে--কামিনী-কাঞ্চনের আপাত মধুর মোহন-আলাপে পরমায়ু বৃথা হরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কাল বিলম্ব না করিয়া এই কৌমার বয়স হইতেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় ভাগবত ধর্ম্মাচরণ করা আবশ্যক। ভাই সব! কৌমারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অধিকার না থাকায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভাগবত ধর্ম্মই আমাদের পক্ষে পরম শ্রেয়। যদি বল,—"যৌবনাদিকালে এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিব, এখন কেন?" কিন্তু বুঝিয়া দেখ, ইহা বুদ্ধিমানের বক্তব্য নহে। যদি কৌমরান্তেই মৃত্যু হয়, তাহাহইলে কি হইবে? যদি বল, তাহাতে চিন্তা কি? জন্মান্তরে ধর্ম্মাচরণ করিয়া কৃতার্থ হইব?—না, ইহাও যুক্তিসঙ্গত বাক্য নহে। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, বহুভাগ্যে লব্ধ;—জন্মান্তরে এমন সুযোগ্য দেহলাভ ঘটিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? অতএব বর্ত্তমানে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। পরন্তু এই মানবদেহ যখন জলবিম্বের ন্যায় এই আছে ক্ষণেক পরে থাকিবে কিনা তাহার স্থিরতা নাই, তখন আর কালব্যাজ না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যদি বল, জীবন যখন ক্ষণভঙ্গুর, তখন হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াই যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে ভক্তিসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা আরম্ভ হইতেই অর্থদ অর্থাৎ মুহূর্ত্তমাত্র শ্রীহরিতে ভক্তিমান হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব—

ভক্তি লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

"প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দ স্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

অর্থাৎ এই দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয় দুর্লভতর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাহারা চিরকাল আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ৮৪ লক্ষ জন্ম পর্য্যায় ক্রমে জীব-জাতিতে ভ্রমণ করিয়া যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, তাহা বিফল হইয়া যায়।

অতএব নরবপু ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগই মানব-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য। তাই, শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন যেন চাত্মা প্রসীদতি॥"

ভাঃ ৭।১১।৬

অর্থাৎ অখিল ধর্ম্মের মূল বেদ, শ্রীহরি সেই সর্ব্ববেদময়। সুতরাং সকল ধর্ম্মের মূল কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত কোন ধর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।

আবার স্মৃতিসমূহ, সেই সর্ব্ববেদময় শ্রীভগবানের তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণের রচিত বলিয়া, সেই স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের দ্বারাও চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনময়ী শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা যেরূপ আত্মপ্রসাদ জন্মে, কর্ম্মাদি-মিশ্রা ভক্তি বা ভক্তিমিশ্র কর্ম্মাদি দ্বারা সেরূপ হয় না। অতএব বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম তো দূরের কথা, বিশুদ্ধা ভক্তির নিকট স্মার্ত্ত-ধর্ম্মও অতি তুচ্ছ। যে হেতু, স্মার্ত্তধর্ম্মের মূল আত্মতুষ্টি মাত্র। যথা যাজ্ঞবল্ক্যে—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, আত্মপ্রীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্পজ কামনা—

স্মার্ত্ত ধর্ম্মের মূল— আত্মতুষ্টি। ইহাই (স্মার্ত্তমতে) ধর্ম্মের মূল।

আবার মনুও বলিয়াছেন—

"বেদোঽখিল-ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চাপি সাধূনামাত্মন স্তুষ্টিরেব চ॥"

অর্থাৎ সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের রচিত স্মৃতি ও তাঁহাদের ব্রহ্মণ্যতাদিরূপ শীল, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি—ইহাই ধর্ম্মের মূল।

কিন্তু স্মৃতির এই উক্তি অপেক্ষা "ধর্ম্মের মূল ভগবান্" এই শ্রীনারদোক্তি যে অতীব শ্রেয়সী, তাহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে স্মার্ত্তধর্ম্মে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে কি বৈশিষ্ট্য তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। অপিচ শ্রীনারদের বাক্যই যে মোক্ষপর, তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা, শ্রীনারসিংহে—

"সনকাদ্যা নিবৃত্তাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ।
প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্যৈকং নারদং মুনিং॥

অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণ নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচ্যাদি ঋষিগণ প্রবৃত্তি ধর্ম্মে এবং শ্রীনারদই একমাত্র মোক্ষ ধর্ম্মে নিয়োজিত। অতএব শ্রীনারদকথিত ভক্তিযোগই যে সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব, তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইল। ভক্তি-ধর্ম্মাশ্রয়ে অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। ইহা নিত্য কল্যাণপ্রদ। নিমিরাজ আত্যন্তিক ক্ষেম কি? জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকবি বলিয়াছিলেন—

"মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যং।
উদ্বিগ্নবুদ্ধে রসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥"

শ্রীভা ১১।২।৩১

হে রাজন্! সকল ধর্ম্মেই ভয়ভাবনা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে এই সংসারে কাল-কর্ম্ম-বিঘ্নাদি হইতে কোন ভয় পাইতে হয় না; পরন্তু আত্যন্তিক কল্যাণ লাভই হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা দেহ-গেহ-কুটুম্বাদি অসদ্‌বিষয়ে আত্মীয় ভাবনা করিয়া থাকেন এবং সেই ভাবনা দুস্ত্যজা বলিয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন-চিত্ত, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে করিতে ভয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যদি বল, বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তে কিপ্রকারে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হইবে? এবং কিরূপেই বা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে? বরং যে ব্যক্তি বিষয়-বিলাসের কোমল পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন অথবা যাঁহার মাল্য-চন্দনাদি ভোগ-প্রপঞ্চ নাই, তাঁহার ভয়-ভাবনা না থাকিতে পারে?—এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্তই বলিতেছেন—

বিষয় ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে।

"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো র্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্ম সংকল্প-বিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥"

১১।২।৩৬

বিষয় বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। উহা মনের ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র। সুতরাং উহা অবিদ্যমান হইয়াও ধ্যানকারী ব্যক্তির হৃদয়ে স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই জন্যই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্প ও বিকল্পকারী চিত্তের নিরোধ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি-যোগে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে করিতে অভয়-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। যদি বল, চিত্ত-নিরোধ পূর্ব্বক ভজন অত্যন্ত সুকঠিন। যে হেতু, চিত্ত-নিরোধ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের প্রয়োজন হয়। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যে হেতু, এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনে আপনা হইতেই চিত্ত-নিরোধ উপস্থিত হয়। যথা—

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ১১।২।৩৭

শাস্ত্র ও লোকপরম্পরা প্রসিদ্ধ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া এবং বিবিধ ভাষায় নিবদ্ধ গীতসমূহ ও দেবকীনন্দন, যশোদা-নন্দন ইত্যাদি জন্মবাচক নাম, কংসারি, মধুসূদনাদি কর্ম্মবাচক নাম এবং নানা দেশ ও ভাষাভেদে 'কানু, কানড়, কান্' ইত্যাদি লোক প্রসিদ্ধ নামগান সমূহ, বিলজ্জভাবে শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিবে। তাহা হইলেই অসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ান্তরে আসক্তিশূন্য হইতে পারিবে। অতএব প্রথম হইতে কর্ম্মযোগাদি পরিহার পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তি-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন অবান্তর সাধনার অপেক্ষা থাকে না।

যদি বল, বেদ অপৌরুষেয় ভগবদ্বাক্য। সুতরাং কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্ম রূপ বেদবাদ কিরূপে ত্যাগ করিতে পারা যায়?—এই আশঙ্কা-নিরসন জন্যই বলিতেছেন—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥" ১১।৩।৪৫

বেদ পরোক্ষবাদ মাত্র।

প্রকৃত তাৎপর্য্য আচ্ছাদন করিয়া অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশের নাম পরোক্ষবাদ। অতএব পিতা যেমন খণ্ড-লড্ডু-কাদির প্রলোভন দেখাইয়া বা কখন প্রদান করিয়া বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ অজ্ঞলোকদিগের অনুশাসন রূপ এই বেদ, কর্ম্মপাশ-মোচনের নিমিত্তই স্বর্গাদি অবান্তর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া বা কখন স্বর্গাদিভোগ-সুখ প্রদান করিয়া কর্ম্মসমূহের বিধান করিয়া

থাকেন। পরন্তু ঔষধ-সেবন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, বালকের ব্যাধি-শান্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইরূপ স্বর্গাদি অবান্তর ফললাভই উদ্দেশ্য নহে, অনাদি-দুঃখময় কর্ম্মবন্ধের মোচনই প্রধান প্রয়োজন। তবে কথা এই, কর্ম্মমোক্ষই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কোন কর্ম্ম না করিলেই তো হইল? এই সংশয়-নিরসনের জন্যই বলিতেছেন,—

"নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥" ১১।৩।৪৬

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা-লক্ষণা বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হয় নাই, তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখে বিরত না হয় অথবা ইন্দ্রিয়জয়ের অভাবে পশুর ন্যায় প্রাতঃকাল হইতে কেবল অনিয়মিত পান-ভোজন-স্ত্রী-সঙ্গাদি বিবিধ পাপকর্ম্মে রত হয়, অথচ বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মাচরণ না করে, তাহা হইলে সেই বিহিত কর্ম্মের অকরণরূপ অধর্ম্ম দ্বারা তাহাকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাবৎ বৈদিক কর্ম্মাদি অবশ্যই করিতে হইবে। পরন্তু কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও কেহ থাকিতে পারেন না। সুতরাং নৈষ্কর্ম্ম্য বলিলে যে দৈহিক-ব্যাপার-রক্ষার্থ পান-ভোজন-শয়ন-উপবেশনাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ বুঝাইয়া থাকে, তাহা নহে। কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণ-কমল উদ্দেশে কর্ম্মার্পণের নামই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। যথা,—

নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে।

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥" ১১।৩।৪৭

যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে অভিনিবেশ প্রকাশ না করিয়া বেদোক্ত বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত শ্রীভগবানের চরণ উদ্দেশে তাহা সমর্পণ করেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধের অগোচর নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অপিচ উক্ত কর্ম্মসমূহের ফলশ্রুতি ঔষধ সেবনার্থ খণ্ডলড্ডুকাদি প্রলোভনের ন্যায় কেবল রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই বিহিত। অতএব শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ প্রভাবে কর্ম্ম দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই, শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণ ইত্যনাত্মজ্ঞস্তু কৃপণতাং।
তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণেত্যাদি॥"

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই কূটস্থ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াও ইহলোক হইতে লোকান্তরে বিষয়সুখস্পৃহা করিয়া গমন করে, সে ব্যক্তি অতি দীন—তুচ্ছ। এবম্প্রকারে সেই দেহাভিমানী অজ্ঞের দৈন্য শ্রবণ করিয়া সেই বেদান্তৈকবেদ্য পরমাত্মাকে ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, বানপ্রস্থগণ তপস্যা দ্বারা, গৃহস্থগণ আস্তিক্য ও যজ্ঞাদি দ্বারা এবং যতিগণ ভোজন-সঙ্কোচ দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করেন।

অতএব যাঁহারা স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কদাচ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি-লক্ষণা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না; যাঁহারা ফলাভিসন্ধানশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করেন, সেই নিষ্কাম সাধকগণ তদর্পণ-প্রভাবে স্বতঃই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ বহু বিলম্ব-সাপেক্ষ। তজ্জন্য শীঘ্র তল্লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"য আশু হৃদয়-গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং॥" ১১।৩।৪৮

যে ব্যক্তি আশু আপনার হৃদয়-গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার-পাশ ছেদন করিবার অভিলাষ করেন, তিনি অন্য কর্ম্মাদি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদ্যাদি উপচারের সহিত বৈদিক মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবেন। এইরূপ তান্ত্রিক বিধানানুসারে অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি বা স্বীয় হৃদয়ে পরমাত্মারূপী শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিলে অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যে সকল কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ ভজনা না করে, তাহাদের গতি কি হইবে?—তদুত্তরে বলা হইয়াছে,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" ১১।৫।২।৩

শ্রীচমস কহিলেন—"মহারাজ! পরম পুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদদেশ হইতেই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়সহ গুণানুসারে পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যাহারা এই স্বীয় জনকরূপী শ্রীভগবানকে সমাদর না করে, তাহারা যে দুর্গতিলাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা অজ্ঞতা নিবন্ধন শ্রীভগবানের ভজনা না করে অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়; কিন্তু যাঁহারা করুণানিলয় শ্রীভগবানের চরণ-কমল আরাধনা করেন, তাঁহারা দেবতাগণকৃত বিঘ্নরাজির মস্তকেও পদাঘাত করিয়া পরমধামে গমন করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত এই পাপতাপ-বিঘ্ন-বিপত্তি-সঙ্কুল সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। এক্ষণে এই সর্ব্বাশ্রয় মঙ্গলালয় শ্রীভগবান্ কোন্‌কালে

কিরূপ বর্ণ ও আকারে, কি কি নামে এবং কোন্ বিধি অনুসারে উপাসিত হইয়া থাকেন, তাহা কথিত হইতেছে,—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥" ১১।৫।১০

শ্রীকরভাজন কহিলেন—"হে রাজন্। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে শ্রীভগবান্ নানা বর্ণ, নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ সাধনমার্গে উপাসিত হইয়া থাকেন। অতএব—

"ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাং॥' ১১।৭ ৪

এই দুরিত-দুর্দ্দশা-প্রধান কলিযুগে যদি প্রকৃতই আত্মকল্যাণ লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে দুশ্চ্ছেদ্য স্নেহপাশ তাহা ছিন্ন করিয়া এবং নিখিল ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে আমাতে (শ্রীভগবানে) মনোনিবেশ করত সমদর্শী হইয়া এই মর্ত্ত্যধামে বিচরণ কর। তাহা হইলে তোমাকে মায়া-পিশাচীর কুহক-জালে আর পতিত হইতে হইবে না। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥" ১১।৬।৩১

হে ভগবন্! আমরা যখন আপনার উপযুক্ত মাল্যগন্ধ বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, তখন নিশ্চয়ই আমরা আপনার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব। পরন্তু—

"বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তায়া তরিষ্যাম তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥" ১১।৬।৩৩

হে মহাযোগিন্! এই সংসারের কর্ম্মময় বন্ধুর পথে বিচরণ করিযাও আমরা ভক্তগণের সহিত আপনার অমৃত-মধুর-লীলাকথা নিষেবণ দ্বারা দুস্তর সংসারান্ধকূপ হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিব।

অতএব সহজসাধ্য সুগম ভক্তিমার্গ অবলম্বন করাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। ভক্তির সুদীপ্তি-প্রকাশে অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হইলে তৎক্ষণাৎ আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞানেব বিমল জ্যোতি হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে—তখন সুদুর্লভ পুরুষার্থও অবাঞ্ছিতরূপে আসিয়া সমুদিত হয়। সুতরাং যাঁহারা আপনাকে বেদাভিজ্ঞ ও জ্ঞানী মনে করিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন অথচ বেদ-প্রতিপাদ্য পবমাত্মা শ্রীহরির প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করেন না, তাঁহারা মুক্ত-লক্ষণযুক্ত হইলেও কদাচ সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হয়েন না। যথা,—

জ্ঞানের ফল—ভক্তি-লভ্য।

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণাযাৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥" ১১।১১।১৮

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে ও তৎপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বিশিষ্ট-জ্ঞান-কুশল হইয়াও যে ব্যক্তি পরমাশ্রয়ণীয় শ্রীভগবানে ভক্তি-কৌশলবান্ না হন অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভয় পদারবিন্দ ধ্যান বা তাঁহার প্রেম-পীযূষপূর্ণ নামগুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন না করেন, তাঁহাব পক্ষে বেদাধ্যয়ন বা অন্য যে কোন সাধনশ্রম, দুগ্ধকামী ব্যক্তির বন্ধ্যা গাভী পালনের ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র হয় অর্থাৎ তাহা পুরুষার্থ-প্রাপক হয় না। অতএব শব্দ-ব্রহ্ম-অভ্যাসপর (বেদনিষ্ঠ) ব্যক্তিরও পরব্রহ্মের অনুশীলনাভ্যাস যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল। বেদের যে যে অংশে বিশেষতঃ উপনিষদ্ ভাগে শব্দব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহার কোটি-কল্প বিচারেও পরব্রহ্ম-নিষ্ঠা সঞ্জাত হয় না, কিন্তু যে অংশে শ্রীভগ-

বদাকার পরব্রহ্মের লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, তদভ্যাসে শ্রীভগবানে নিষ্ঠা সহজেই উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে শ্রীভগবানের লীলাকথা বর্ণিত হয় নাই, তাহা বেদবাক্য হইলেও অবশ্য পরিত্যজ্য বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—

"যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্মস্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিত জন্ম বা সদ্বদ্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥"

১১।১১।২০

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"যে বাক্যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়জনক পরম পবিত্র আমার চরিত কিম্বা সর্ব্ব-জগৎ-সুভগ আমার জন্মোপলক্ষিত বাল্যাদি লীলা বর্ণিত না হয়, সুধীজন সেই নিষ্ফলা বাণী বেদোক্ত হইলেও ব্যবহার করেন না।

অতএব বেদাভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, শ্রীভগবানের চরণকমলে অহেতুকী ভক্তিলাভ করাই জীব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য মুক্তি, তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথক্‌রূপে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিবার আর আবশ্যকতা হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্ব-ভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মষ্যর্প্য সর্ব্বগে॥" ১১।১১।২১

আপনাতে দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদির অধ্যাসবশতঃ শুদ্ধ জীবও মহাভ্রমে পতিত হয়। সুতরাং সেই অধ্যাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার (শ্রীভগবানের) লীলাদি শ্রবণে চিত্ত নিবেশ করে, সে ব্যক্তি ভক্তি-সম্ভূত বিজ্ঞানের দ্বারা মৎসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। গীতোপনিষদেও এ বিষয় স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যথা—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

অর্থাৎ আমি নিজ বিভূতি দ্বারা যে প্রকার এবং আমার স্বরূপ ও গুণ যাদৃশ, পরাভক্তি দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া যায়। এইরূপে তত্ত্বতঃ আমাকে অনুভব করিয়াই জীব আমাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

অতএব ভক্তি দ্বারাই যখন আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞানের ফললাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গে যখন পরব্রহ্মে নিশ্চলরূপে চিত্ত ধারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, তখন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির সমাদর না করিয়া জ্ঞানাদি সর্ব্বগুণ-সেবিত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। প্রাক্তন ভক্তি-বলের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক যদি ব্রহ্মে চিত্তধারণ করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে অধুনা তাঁহার ভক্তিপথ অবলম্বন করাও সর্ব্বথা বিধেয়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্তি দ্বারাই জ্ঞানের সিদ্ধি।

"যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলং।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষ সমাচর ॥" ১১।১১।২২

যদি পরব্রহ্মে নিশ্চলরূপে মন ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে বাঞ্ছান্তর-রহিত হইয়া সমুদয় কৃত-কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর।

এইরূপ শ্রীভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে সেই শুদ্ধচিত্তে ভক্তির সহিত জ্ঞানের উদয় হয়। অনন্তর সেই ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চল মনোধারণা, তৎপরে অবিদ্যার উপরমে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পরে সেই ভক্তি দ্বারা একান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, অবশেষে ভক্ত্যুত্থ শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইয়া

জ্ঞান সাধনের ক্রম।

থাকে। ইহাই ভক্তি-মিশ্রা জ্ঞান সাধনার ক্রম। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধালু অর্থাৎ শ্রীভগবানের মহামধুর কথামৃত-পানে বা তদীয় লীলাগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিত ও যত্নশীল, কেবল তাঁহারাই জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃতা শুদ্ধাভক্তি লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। যথা—

"শ্রদ্ধালুর্ম্মৎকথাং শৃণ্বন্ সুভদ্রাং লোকপাবনীং।
গায়ন্নন্নুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্মুহুঃ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মষ্যুদ্ধব সনাতনে॥ ১১।১১।২৩।২৪

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার নিখিল লোকপাবনী বেণুগান-রাসাদির কথা শ্রবণ করিয়া, কালীয়দমনাদি কর্ম্ম ও নন্দোৎসবাদি জন্মলীলা বারম্বার গান ও স্মরণ করিয়া, জন্মকর্ম্মলীলার মধ্যে যে অংশ নিজাভীষ্টভাবানুগত, তাহা নাটকের রীতি অনুসারে অভিনয় করিয়া এবং আমার একান্ত আশ্রিত হইয়া আমার জন্ম-যাত্রাদি দিবসে বা মৎস্বরূপ শ্রীগুরুদেবারাধন দিবসে মহোৎসবের অঙ্গ স্বরূপে গো-দানাদি কিম্বা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অন্নবস্ত্রাদি দানরূপ ধর্ম্মা-চরণ, বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার্থ অর্থসংগ্রহ ও বৈষ্ণবসমাজ-প্রাপ্ত মহাপ্রসাদান্ন-ভোজন এবং মাল্য-চন্দন-বসন-পরিধানাদিতে কামনা করিয়া সনাতনরূপ আমাতেই সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভ করে। এই ভক্তিসুখের নিকট কৈবল্যও অতি তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে।

শুদ্ধা ভক্তিতে নিষ্ঠার হেতু।

এই কল্যাণপ্রদ ভক্তিমার্গে মায়ামুগ্ধ জীবের কিরূপে প্রবৃত্তি বা নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহার হেতু কথিত হইতেছে—

"সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদং॥" ১১।১১।২৫

সৎসঙ্গ-প্রভাবেই জীবের কলুষিত চিত্তে এই ভক্তির অমল প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি এই ভক্তি দ্বারাই আমার ভজনা করিয়া ভক্ত হয়েন এবং যথাক্রমে রুচি-আসক্তি-রতি-প্রেম-ভূমিকারূঢ় হইয়া শীঘ্রই সাধুজন-দর্শিত আমার পরমপদ অনায়াসে লাভ করেন।

অতএব মায়ান্ধ ভ্রান্ত জীব! ভক্তির কিরণ-মালাকে মণিমালা করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর। সে কিরণ-কণা স্পর্শমাত্রে তোমার জড়েন্দ্রিয়ের বৃত্তি পবিত্র ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিবে—কামান্ধকার মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইবে। তখন ভক্তির তড়িন্ময়ী শক্তিতে তোমার সংসার-জ্বালায় জড়ীভূত, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত প্রাণমন উদ্দাম পুলকানন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে। বাস্তবিকই তুমি তখন শান্তিসুখের অনাবিল অমিয়-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আনন্দময়ের প্রেমের রাজ্যে উপনীত হইয়া চিরতরে ধন্য হইয়া যাইবে। হায়! এমন সৌভাগ্যের দিন আমাদের হইবে কি?

পঞ্চম উল্লাস।

ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষত্ব।

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মায়া-কলুষিত মোহান্ধ জীবের কল্যাণ লাভের নিমিত্ত বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তির সাধনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসুখপ্রদ। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ ভক্তির কমনীয় পাশে যেমন অনায়াসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, অন্য কোন সাধনাতেই তেমন হয়েন না। এই জন্য ভক্তবর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ! ঋষিগণ শ্রেয়ঃসাধন নানা প্রকার বলিয়াছেন, তন্মধ্যে একটীই প্রধান?। কি সকলগুলিই স্ব স্ব প্রধান? অথবা আপনি যে অহেতুক স্বয়ং প্রধান ভক্তিযোগের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন—যাহা দ্বারা আপনাতেই চিত্ত আবিষ্ট হইয়া থাকে সেই ভক্তিযোগ অন্য ধর্ম্মাদি সাধনের ফলোপধায়ক বলিয়াই প্রধান অথবা বিকল্পে সকলেরই তুল্য-ফলত্ব? তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।"

শ্রীউদ্ধবের এই মঙ্গলময় মধুর বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

> "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
> ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" ১১।১৪।৩

হে উদ্ধব! মহাফলদায়িনী বলিয়া একমাত্র ভক্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন। অন্য সাধন সমূহের ফল অতি তুচ্ছ।—এই তুচ্ছ স্বর্গাদি-ফল-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই অন্য সাধন সমূহের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে।

সুতরাং সেই সকল মত বেদসম্মত হইলেও ভক্তিযোগই বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য। কালসহকারে বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী বিনষ্ট হইয়া যাইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই তাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। সেই বেদে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা আমারই স্বরূপভূত। যেহেতু, তদ্দ্বারা আমাতে চিত্তের আবিষ্টতারূপা ভক্তিরই উদয় হইয়া থাকে। যদি বল, তাহাই যেন হইল; তবে তাহাতে শ্রেয়ঃ সাধনের নানাবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিবার কারণ কি? তদুত্তর এই যে—

বিবিধ সাধনপথের কারণ।

"মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥" ১১।১৪।৮

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে মনুষ্যদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কাহারও বা বেদাধ্যয়নের অভাবে গুরুপরম্পরা উপদেশ শ্রবণে মতভেদ হইয়াছে;—কেহবা অতি তমঃপ্রকৃতি বলিয়া বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাগীরথীর জল স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ ও মধুর হইলেও তাহার তটবর্ত্তী এরণ্ড-নিম্ব-কপিত্থ-বিষবৃক্ষাদি স্ব স্ব মূল দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহা যেমন বিস্বাদ ও বিরুদ্ধ-রসবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যাখ্যাতৃগণের মুখে বেদার্থও বিরস ও বিরুদ্ধ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং আমার মায়া দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি ব্যক্তি-রাই কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে বিবিধ পুরুষার্থ ও তাহার সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥ ১১।১৪।১৯

হে উদ্ধব! সাধনাত্মিকা বলবতী ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত

করিতে পারে, সাঙ্খ্যযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস বা দানাদি সেরূপ পারে না। অতএব ভক্তিসাধন ব্যতিরেকে অপর সকল সাধনই ব্যর্থ।

যদি বল, "শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীত্যাদি' অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তা পরমপদ প্রাপ্ত হন ও তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকেও অতিক্রম করিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানালোকের স্ফুরণে যখন অবিদ্যা-তিমির তিরোহিত হয়, তখন আপনার প্রাপ্তি তো সহজেই হইতে পারে? অতএব আর ভক্তিযোগের অপেক্ষা কি?" এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই বলিয়াছেন—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তুসূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং॥" ১১।১৪।২৫

সিদ্ধাঞ্জনরসরঞ্জিত নয়নে যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির অগোচর অতি সূক্ষ্ম বস্তুও পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই আত্মা আমার পুণ্যকথা শ্রবণকথন দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ আমার স্বরূপরূপগুণলীলা-মাধুর্য্যের যাথার্থ্য দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তির অবান্তর ব্যাপার ব্যতীত কিছুই নহে।

জ্ঞানের হেতু ভক্তিলভ্য।

ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অধিকার লাভের পৃথক্ পৃথক্ হেতু উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির সাধনায় যখন তৎসমুদয় স্বতঃই প্রাপ্য হইয়া থাকে, তখন কর্ম্মজ্ঞানাদিতে অধিকার লাভের নিমিত্ত তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ হেতুর প্রতি সমাদর প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। বৈরাগ্য, জ্ঞানলাভের হেতু। (ভোগেচ্ছা-বিরতির নামই বৈরাগ্য); জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভক্তকে পৃথক্‌ভাবে এই বৈরাগ্যের অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্ত, যখন ভক্তির সাধনাঙ্গ দ্বারা শ্রীভগবানের নিরন্তর ভজনা করেন, তখন

শ্রীভগবান্ হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান থাকায় তাঁহার সমুদায় কামনাই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং হৃদয়স্থিত অহঙ্কার-গ্রন্থি, নিখিল সংশয়-পাশ ও কর্ম্মসূত্র আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং ভক্তকে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ১১।২০।৩১

যে সকল যোগী আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রতি ভক্তি-যুক্ত হন, তাঁহাদের আর প্রায় জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হয় না, কর্ম্ম সাধন তো দূরের কথা! যদি কেহ তৎসাধনে যত্নপর হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই ব্যর্থ প্রয়াসাধিক্য শুদ্ধা ভক্তির উদ্দীপক না হইয়া অন্তরায়ই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভক্তির প্রেমলক্ষণে যে সর্ব্বোত্তম ফল লাভ হয়, তাহাতেও জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই এবং জ্ঞানাদির পৃথক্ পৃথক্ ফললাভের নিমিত্তও ভক্তকে স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হয় না।—

ভক্তিতেই বৈরাগ্য লাভ হয়।

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদপি বাঞ্ছতি॥ ১১।২০।৩২।৩৩।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থ-যাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহা কিছু ফললাভ হয়, আমার ভক্ত-জন আমার প্রতি ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়া তৎসমুদয় অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিকন্তু আমার ভক্তজন ভক্তির উপকরণ রূপে শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গ অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণভক্তই বুদ্ধিমান।

প্রাপঞ্চিক সুখ কি মোক্ষ-সুখ অথবা তদপেক্ষাও সুখময় আমার বৈকুণ্ঠ-ধাম বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাও লাভ করিতে পারেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বুদ্ধি, বিবেক ও মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধিচাতুর্য্যের ফল। লোকে ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া প্রায়ই প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রকৃত বুদ্ধিমান বলা যায় না। সুতরাং—

"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্য মনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতং॥ ১১।২৯।২২

এই শ্রীকৃষ্ণভজনই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও মনীষীদিগের বুদ্ধিচাতুর্য্য; নতুবা কঠিন শাস্ত্রবিচারে যে সূক্ষ্মবুদ্ধি স্ফুরিত হয় বা কপর্দ্দকমাত্র বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জনে যে বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রকৃত বুদ্ধি বা বুদ্ধিচাতুর্য্য বলা যায় না। যেহেতু, ভক্তিপ্রভাবেই এই ভারতভূমে অনিত্যদেহধর্ম্মী মরণশীল জীবনিচয় সর্ব্বসত্তাহেতুভূত সত্য-স্বরূপ ও সর্ব্বানন্দ হেতু অমৃতস্বরূপ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং শ্রীভগ-বান্‌কেই)প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ভগবদ্ভক্তই যে পরমবুদ্ধিমান্ ও অতি চতুর তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একটীমাত্র কপর্দ্দকের বিনি-ময়ে সহস্র কপর্দ্দক মূল্যের বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাকেই চতুর ও বুদ্ধিমান বলা যায়। আবার যে ব্যক্তি কপর্দ্দক মাত্র দিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করে সে ততোঽধিক চতুর; পরন্তু যে হীরকরত্ন সংগ্রহ করে, সে তদপেক্ষাও চতুর, আবার যে কপর্দ্দকমাত্র প্রদান করিয়া চিন্তামণি, কামধেনু প্রভৃতি সংগ্রহ করে, তাহার চাতুর্য্য যে অতুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইরূপ জীব একেই তো ক্ষণভঙ্গুর-দেহধর্ম্মী, তাহাতে দুর্জাতি হইলে তাহার মূল্য একটী স্ফুটিত কপর্দ্দক (কাণা কড়ী) হওয়াও সম্ভব বোধ হয় না; তথাপি সে ব্যক্তি যদি সেই নিজ জরামরণাদিসঙ্কুল

কুৎসিত দেহও শ্রীভগবানে সমর্পণ করে, অর্থাৎ রসনা তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, কর্ণ তাঁহার মধুমাখা নাম শ্রবণে, করদ্বয় তাঁহার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ চতুর-শিরোমণি হইয়াও তাঁহার (ভক্তের) কপর্দ্দকমাত্র মূল্যের দেহদানের বিনিময়ে স্বীয় কৌস্তভ-কিরীটাদি অমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-সিন্ধু-স্বরূপ আপনাকে দান করিয়া থাকেন। হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, শিবি, বলি, ব্যাধ-কপোতাদি অনেকেই এইরূপ ইহজন্মে শ্রীভগবানের অভয় পদারবিন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা ব্যতীত ভবসিন্ধু-পারের আর কোন উপায়ই নাই।—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥"

১২।৪।৩৯।

বিবিধ দুঃখ-দাবানলে সন্তাপিত জীবের অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার সম্বন্ধে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথারস-নিষেবণ ব্যতীত আর কোন প্লব (ভেলা) নাই। দুঃসহ ক্ষুধা যেমন ভোজন ব্যতিরেকে উপশমিত হয় না, শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথামৃত পান ব্যতীত এই সংসারে জীবের দুঃখের দবদাহ প্রশমনেরও আর কোন উপায়ই নাই। পরন্তু তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিলে, মাল্য-চন্দনাদি ধারণে যেমন কোন ফলোদয় হয় না, সংসার-সিন্ধু উত্তরণে জ্ঞানাদির সাধনও তদ্রূপ।

এস্থলে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণোপলক্ষিত ভক্তির প্রাধান্যই উপদেশ করিলেন। তবে, ইতঃপূর্ব্বে তিনি "মরণভয় রূপ পশুতুল্য অবিবেকবুদ্ধি ত্যাগ কর—"বলিয়া যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় পূর্ব্বাগতা ভক্তি-নিষ্ঠার স্থিরতা প্রকটনের

নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। নতুবা, যিনি পূর্ব্বে শ্রীভাগবত শ্রবণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে মরণভীতিরূপ পশুবুদ্ধি-প্রসক্তি কদাচ সম্ভব হয় না। সুতরাং গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া যেরূপ সর্ব্ববিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত জ্ঞানোপদেশ, পশুবুদ্ধিজনগণের প্রতিই প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভগবন্নিষ্ঠা দ্বারা রাজা পরীক্ষিতের মরণভয় স্বতঃই প্রশমিত হইয়াছিল। ইহা তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা" ইত্যাদি। ফলতঃ ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞানাদি উপদেশের আর কোন প্রয়োজন হয় না এবং

ভক্তিহীন জ্ঞানকর্ম্ম অশোভনীয়। ভক্তি-সম্পর্কশূন্য হইলে জ্ঞান-কর্ম্মাদিও অশোভনীয় বিবেচিত হয়।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমং॥ ১২।১২।৩৯

সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মাদির অপেক্ষা ভগবৎকীর্ত্তনাদির প্রতি সমধিক সমাদর কর্ত্তব্য। যে হেতু, কি নৈষ্কর্ম্ম, কি তৎপ্রকাশক নির্ম্মল জ্ঞান শ্রীভগবদ্ভাববর্জ্জিত হইলে কদাচ শোভা পায় না; এমন কি সর্ব্বোত্তম নিষ্কামকর্ম্মও শ্রীভগবানে সমর্পিত না হইলে শোভা পায় না। বিশেষতঃ উহাও আবার সাধনকালে কি সিদ্ধিকালে সর্ব্বদাই দুঃখাত্মক। অপিচ—

"যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥" ১২।১২।৪০

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম তাহা কেবল যশঃ-শ্রীর নিমিত্ত মাত্র, পরম পুরুষার্থের নিমিত্ত নহে। তবে

শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণকমলের অবিস্মৃতিই পরম পুরুষার্থ। যেহেতু—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি যশস্তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে যে অবিস্মৃতি, তাহা নিখিল অকল্যাণ বিনাশ করিয়া, সর্ব্বথা কল্যাণ বিস্তার করে এবং সত্ত্বের শুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান বিধান করে। অতএব—

"যূয়ং দ্বিজাগ্রা বত ভূরিভাগা যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতং।
নারায়ণং দেবমদেবমীশমজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য॥ ৪৩॥"

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যখন সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বোপাস্য ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে নিরন্তর হৃদয়ে ভজনা করিয়া থাকেন, তখন আপনারাই অতি মহাভাগ। অথবা আপনারা তপস্যাদিসম্পন্ন মহাপুণ্যবান্ বলিয়া আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন দ্বারাই তপস্যাদির সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

এইরূপে ভক্তিরসের মহাসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সর্ব্বত্রই ভক্তির বিমল ধারা উৎসারিত হইয়াছে। এই সার্ব্বভৌম ভাগবতধর্ম্ম জীবমাত্রেরই পরম ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর কিছুই নাই। অতএব ভ্রান্তজীব! পথহারা পথিকের ন্যায় সংসার প্রান্তরে মায়া-মরীচিকার অনুধাবন করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিও না। যদি সত্য-পথে—আনন্দের অনাবিল স্রোতে তনু-মন ভাসাইয়া হাসিতে খেলিতে শান্তিধামে উপনীত হইতে চাও—যদি প্রেমময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলের পরিমল-সুধায় চিত্ত-মধুপকে মাতাইতে চাও—যদি সেই আপনার হইতেও আপনার প্রাণের ঠাকুরকে চিনিয়া লইতে—তাঁহার সহিত যে অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ, তাহা অবগত হইয়া তাঁহারই চরণমূলে প্রাণের সমস্ত

প্রীতি-স্নেহ ঢালিয়া দিয়া 'তাঁহার' হইতে চাও—যদি সেই প্রিয়তমের অপার করুণা-সুধাধারায় জীবনকে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা কর,—তবে এস ভাই! সংসারের স্বপ্নময় সুখের খেলা পরিত্যাগ করিয়া—বিষয় বিলাসের কুসুম-শয্যা চরণে দলিয়া—ভুবনমোহিনী মায়ার নাট্যকলায় বিমুগ্ধ না হইয়া এস! এই ভয়-ভাবনাবিরহিত শুভদ ভক্তি-পথের পথিক হও। যে হেতু—

ভক্তিপথই সমীচীন।

"সধ্রীচীনোহ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৬।১।"

ইহলোকে ভক্তি-মার্গই সমীচীন পথ এবং ইহার ন্যায় পরম মঙ্গল-দায়ক আর কোন পথই নাই। এই পথে জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তার নিমিত্ত ভয় কি কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরাদি হেতুক কোন ভয় বা বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই সুশীল ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ এই ভক্তিপথেই নিত্য বিচরণ করেন।

অতএব শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতগণের পক্ষেও এই ভক্তিপথ অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু ইহাই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এমন কি এই ভক্তি-পথাবলম্বী বৈষ্ণবগণের কথা শ্রবণাদি ব্যতিরেকে সুবিদ্বান্ গণেরও বিদ্যা বিফলা হইয়া থাকে। তাই, শ্রীবিদুর বলিয়াছেন—

"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাং ॥" ৩।১৩।৪

যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বিরাজমান, সেই ভগবদ্ভক্তগণের গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই পুরুষের সুচিরশ্রমলব্ধ বেদাদি শাস্ত্রা-ধ্যয়নের অর্থ। এজন্য পণ্ডিতগণ ইহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনাদির আর কথা কি? তাই, পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। ইহাই মুখ্যবিধি। কিন্তু শাস্ত্রে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত; ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি রূপ যে সকল বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায় উক্ত স্মরণ ও বিস্মরণরূপ বিধি ও নিষেধের অনুগত কিঙ্কর। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের এবং গৃহী প্রভৃতি সকল আশ্রমীর পক্ষেই এই বিধি নিত্য। পুনশ্চ স্কান্দে—

"আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥"

নিখিল শাস্ত্র আলোড়ন পূর্ব্বক পুনঃ পুন বিচার করিয়া ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণই সর্ব্বদা ধ্যেয়।

আবার শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচার বিহিত হইয়াছে, তাহার অনুপম চরিত ফলই—ভক্তি। যথা—

"দানব্রততপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্ব্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তি র্হি সাধ্যতে ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে দান, একাদশ্যাদি ব্রত, কৃষ্ণার্থ ভোগত্যাগরূপ তপ, বৈষ্ণব হোম, বিষ্ণুমন্ত্রাদি জপ, গোপাল-তাপন্যাদি শ্রুতিপাঠ, ইন্দ্রিয় দমন এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ-সাধক ভক্ত্যঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ হয়; কিন্তু অন্যবিধ-দান-ব্রত নিয়মাদি দ্বারা কদাচ কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না। ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ দান-ব্রত-যোগাদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইলেই ভক্তিপ্রসূ হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"জন্মকোটীসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্।
তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥"

যাঁহাদের সহস্র কোটি জন্মের উপার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাব আছে, কেবল তাঁহাদেরই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পুনশ্চ, অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"ব্রতোপবাসনিয়মৈ র্জন্মকোট্যাপানুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি মাধবে॥"

কোটীজন্মের অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, নিয়মাদি ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

জ্ঞান ভক্তিরই অন্তর্ভূত।

আবার শাস্ত্রে যে জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরই অন্তর্ভূত এবং ভক্তি দ্বারাই লভ্য। এস্থলে সদাচারের সহিত তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"পুরেহভূমন্ বহবোঽপি যোগিন স্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাং॥ ১০।১৪।৫

ব্রহ্মা কহিলেন—"হে প্রভো! পুবাকালে এই মর্ত্তধামে বহুতর যোগী বহুকালব্যাপী যোগাভ্যাস করিয়াও জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া তোমার প্রতি লৌকিক চেষ্টা ও নিজ কর্ম্মসকল সমর্পণ করেন। সেই কর্ম্মাদি অর্পণের ফলেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিলাভ করিয়া এবং পরে তোমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব হইতে তোমার রূপগুণলীলামাধুর্য্যতত্ত্ব পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছিলেন। অতঃপর হে অচ্যুত! (তোমার ভক্তিদ্বারা কথঞ্চিৎও ইষ্টসিদ্ধির চ্যুতি ঘটে না, এই তাৎপর্য্যেই এস্থলে "অচ্যুত" সম্বোধন) তাঁহারা প্রেমবৃদ্ধিক্রমে পরম সুখে তোমার অন্তরঙ্গাগতি অর্থাৎ প্রতিপত্তির সহিত তোমার সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতএব এই সদাচারের দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য যে, সমস্ত পুরুষার্থ সাধন আছে, তৎসমুদয়ের মূলও—ভক্তি। তাই শ্রীদাম ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—

ভক্তিই পুরুষার্থ-সমূহের মূল।

"স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥"

স্বর্গ, অপবর্গ (সংসার-দুঃখনাশ) ও জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ লাভাদি সর্ব্ববিধ সিদ্ধির মূল শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা। সুতরাং যাহারা সর্ব্বথা ভগবদ্বহির্ম্মুখ, তাহারা কদাচ উক্ত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। যথা স্কন্দপুরাণে—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ॥"

বিষ্ণুভক্তি বিহীন ব্যক্তির শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহের ফল স্বৈরিণীর ব্যভিচারবৎ কেবল কায়ক্লেশ মাত্র। পুনশ্চ বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥"

সলিল যেমন নিখিল লোকের জীবন স্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির জীবন একমাত্র ভক্তিকেই জানিবে। অতএব অপর সর্ব্বপ্রকার সাধনই যখন ভক্তিগত-জীবন, তখন ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ সুদৃঢ়রূপে পরিব্যক্ত হইল। বিশেষতঃ সেই সকল সাধন ব্যতিরেকেও একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাহাদের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই, বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপুলহ বলিয়াছেন—

"যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিন্তুদস্তি জনার্দ্দনে ॥"

যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ এবং যোগে পরম পুরুষ বলিয়া অভিহিত, সেই জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের যিনি তুষ্টিবিধান করেন, তাঁহার অপ্রাপ্য আর কি আছে? পুনশ্চ মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে—

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥"

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়-সাধক যে সাধন-সম্পদ আছে, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি সে সাধন ব্যতিরেকেও সেই সমস্ত পুরুষার্থ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু ইহাই যে ভক্তির ফল তাহা নহে! যাঁহারা অতি বিজ্ঞ নহেন, তাঁহারাই উক্ত পুরুষার্থাদি লাভের নিমিত্ত কর্ম্মাদির অঙ্গভূত রূপে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং সেই অপরাধে তাঁহারা কেবল নিজের কামনা-অনুরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে ক্রিয়মাণা হয় বলিয়াই ভক্তি তাদৃশ ফলদায়িনী হইয়া থাকেন।

ভক্তির হিতকারিত্ব।

কিন্তু এইরূপ ফলমাত্র দানেই ভক্তির পর্য্যাপ্তি নহে; পর্য্যবসানে ইহা পরম ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভক্তির পরম হিতকারিতা দ্বারা অভিধেয়ত্ব কথিত হইয়াছে। যথা—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥৫।১৯।

শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনকারী সকাম ভক্তও নিষ্কাম ভক্তের ন্যায় কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যদিও শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া ভজনশীল সকাম ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তাহাতে কদাচ অন্যথা

হয় না; তথাপি করুণানিধি শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে কেবল তাহাই প্রদান করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না। কেননা ঐ প্রকার প্রার্থিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াও যখন ভোগান্তে পুনরায় প্রার্থী হইতে হয়, তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে তাদৃশ অপূর্ণ বস্তুমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন কি? তাই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ সেই ভক্তগণকে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূরক নিজ পাদ-পল্লব তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীধ্রুবাদির ন্যায় কৃপা পূর্ব্বক স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ পিতা যেমন বালকের বদন হইতে চর্ব্ব্যমাণ মৃত্তিকা খণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুস্বাদু শর্করাখণ্ড প্রদান করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও স্বপাদপল্লব বলপূর্ব্বক দান করিয়া তাঁহাদের অন্য কামনাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকেন। শিশুগণ যেমন প্রার্থনা না করিয়াও পিতার নিকট হইতে উক্তরূপে সিত-শর্করা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাভোজন-স্পৃহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সকাম ভক্তগণও অন্য কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া তীব্রতম ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করিতে থাকেন। এবিষয় গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"যদ্দুর্ল্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্।
তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥"

যাহা দুর্ল্লভ, যাহা অপ্রাপ্য এবং যাহা মনেরও অগোচর, প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপেই শ্রীসনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানিগণ ভক্তির অনুবৃত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপল্লব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, নিষ্কাম ও সকাম ভক্তগণ অন্তে একই শ্রীভগবৎপদপল্লব প্রাপ্ত হইলেও উভয়েই সর্ব্বপ্রকারে ঐক্যরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে বস্তু জন্মাবধি বা স্বভাবতঃই শুদ্ধ এবং যাহা বলপূর্ব্বক শোধিত, এতদুভয়ের কিরূপে তুল্য মূল্য হইতে

পারে? এই জন্যই শ্রীধ্রুবাদি সকাম ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রীহনুমতাদি নিষ্কাম ভক্তগণের পরমোৎকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে।

আবার কর্ম্মসাধনায় পদে পদে যখন বৈগুণ্য বাহুল্যের সম্ভাবনা আছে, তখন তাহার ফল প্রাপ্তিতেই বা কিরূপে নিশ্চয়তা থাকিতে পারে? বিশেষতঃ কর্ম্মাঙ্গের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুবিঘ্ন ও বিপুল শ্রম পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তির সূচনা হইতেই যখন সাধক সুখের আস্বাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে থাকেন, তখন সেই অনিশ্চিত ফলসাধক কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বসুখদায়িনী ভক্তির অনুশীলনই যে জীবের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ কি? তাই, শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীসূতের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মানাদরে ভক্তিসাধন।

"কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ১।১৮।১২

হে সূত! আমরা এই সত্রে কর্ম্মারম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু কৃষি-ফলবৎ ইহাতে বৈগুণ্যাধিক্য থাকায় নিশ্চয়ই যে ইহা সফল হইবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। সম্প্রতি যজ্ঞীয় ধূমে আমাদের শরীর ধূম্রবর্ণ (বিবর্ণ) হইতেছিল, তুমি শ্রীগোবিন্দ-চরণাবিন্দের যশোরূপ মধুর মকরন্দ পান করাইয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিলে। যেহেতু এই মধুপান করিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখানুভব যেমন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, তেমনই ক্ষণে ক্ষণে সেই মকরন্দরসের স্বাদুতা মধুরাদপি মধুর অনুভূত হইতেছে। অতএব ভক্তিবিহীন কর্ম্মাদির দ্বারা আমাদেরই যখন এতাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অন্য জীবের কথা কি? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীমহাদেবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।
কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ॥
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিনাং ন তু মচ্ছরণার্থিণাম্॥"

যাঁহারা আমাকে পাইবার অভিলাষ করে,তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। এই কলিযুগে আমার শরণার্থি-ব্যক্তিগণ ব্যতীত কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমীদিগের আয়ু প্রভৃতি বিফল হইয়া থাকে। অতএব স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজনা করা সর্ব্বৈব বিধেয়। যেহেতু বহুবিত্ত ও বহু আয়াসসাধ্য কর্ম্মাদির দ্বারা তুচ্ছ স্বর্গাদি ফল লাভ হয় মাত্র। কিন্তু স্বল্পায়াস ও স্বল্পবিত্তসাধ্য ভক্তিযোগ দ্বারা এমন কি তাহার আভাসমাত্রে পরম মহৎফল লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু ভক্তি দ্বারা শ্রীহরির যেরূপ সন্তোষসাধন হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। সুতরাং ভক্তিই কেবল শ্রীহরিতোষণের একমাত্র হেতু; সুতরাং ভবসিন্ধু-পারের একমাত্র সেতু। যথা—

ভক্তিই হরিতোষণের কারণ।

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থপ্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥
৭।৯।৯।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—"আমার বোধ হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, বল, পৌরুষ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানাদি যোগ এই দ্বাদশগুণও যখন শ্রীকৃষ্ণারাধনায় সমর্থ নহে, তখন এই দ্বাদশ গুণ-ভূষিত বিপ্রও পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ ভজনে বিমুখ হইলে তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে, সেই চণ্ডাল অতি শ্রেষ্ঠ। শ্রীহরিভক্ত চণ্ডাল যখন অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন ক্ষত্রিয়াদি দূরের কথা?

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশগুণ ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্যবিধ দ্বাদশগুণও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদ্ যথা—

"ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥"
অথবা—"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্তয়ঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড়্ গুণাঃ॥"

এই দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও হরিভক্তি-বিহীন হইলে কদাচ হরিভক্ত শ্বপচ অপেক্ষা বরিষ্ঠ হইতে পারেন না। কারণ, ঐ শ্বপচ নিজের কুলাদি ও আপনাকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু ভূরিগর্ব্বান্বিত এবং লোক সমাজে সমাদৃত উক্ত ব্রাহ্মণ কুল তো দূরের কথা, আপনার আত্মাকেই পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই সূচিত হয়—আত্মশোধনার্থ হয় না। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি ভক্তিমান চণ্ডাল অপেক্ষাও যে হীন, তাহাতে সন্দেহ কি ? তাই, স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

"কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং নত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ॥
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা॥"

কুলাচার-বিহীন ব্যক্তি শ্রীভগবানে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইলে নিখিল লোকের প্রশংসনীয় হন, কিন্তু ভক্তিবিহীন দ্বিজ শান্ত, সজ্জাতি, ধার্ম্মিক এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও প্রশংসার্হ হয়েন না। এই জন্যই বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥"

যাঁহারা হরিভক্তিবিহীন তাঁহারাই চণ্ডাল, কিন্তু হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। এমন কি—

ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

> "কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
> যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন, খসাদি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাঁহারাও যে শ্রীভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধতা লাভ করে, এমন প্রভাবশালী শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার।

অতএব যাঁহারা ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল বিষয়-বিলাসের আবিলস্রোতে তনু-মন ভাসাইয়া জীবনকে পঙ্কিল করিয়া তুলে,—শ্রুতি-মধুর কামিনী-কাঞ্চনের কমনীয় কথালাপেই আজীবন অতিবাহিত করে; অথচ ভুলেও—ক্ষণেকের জন্যও মঙ্গলমধুর পুণ্যপূত হরিকথা-শ্রবণে কর্ণপাত করে না। অহো! তাদৃশ হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় দুর্ভাগ্য জগতে আর কেহই নাই। তাহাদের জীবনে ধিক্! এই জন্যই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিহীন দেখিয়া অনুতাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন—

> "ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
> ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥ ১০।২৩।৩

অহো! আমাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মকে ধিক্! আমাদের ব্রহ্মচর্য্যে ধিক্, বহুজ্ঞতায় ধিক্, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকুশলতায় ধিক্ এবং কুলেও ধিক্! যেহেতু আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ।

অতএব জাতিকুল-পাণ্ডিত্যাদির বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে যে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় কর্ত্তব্য, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল। পরন্তু শ্রীভগবানে যে কর্ম্মার্পণের বিধান উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া একান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দৃঢ়ভক্তি সংস্থাপনই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহারা ভক্তিসাধনে অসমর্থ, কেবল তাঁহাদের জন্যই শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ বিহিত হইয়াছে। যথা শ্রীগীতোপনিষদে—

অসমর্থের পক্ষেই কর্ম্মার্পণ ব্যবস্থা।

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত-উর্দ্ধং ন সংশযঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥"

হে অর্জ্জুন! আমাতেই মনস্থাপন কর, আমাতেই মন নিবেশিত কর; তাহা হইলে দেহান্তে আমাকেই নিঃসন্দেহ লাভ করিবে। যদি আমাতে চিত্তকে স্থিরভাবে সমাধান করিতে না পার, তবে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর। উক্ত প্রকার অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও, আমার নিমিত্ত কর্ম্মসকল করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি ইহাও করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া সংযতচিত্তে সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ কর।

এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে যে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে, তাহার সার মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বহু যজ্ঞানুষ্ঠানকারী চোলদেশ-

রাজ, বিষ্ণুদাস নামক কোন শুদ্ধ ভগবদৰ্চ্চনকারী ব্রাহ্মণের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“ওহে বিপ্র! কাহার অগ্রে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় দেখিব।” অতঃপর রাজা বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সেই সকল যজ্ঞের ফল সুবিহিতরূপে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তথাপি অগ্রে তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিল না; কিন্তু সেই ভক্ত ব্রাহ্মণের অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া চোলরাজ অবশেষে সেই বিপুল যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

“যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈতদ্‌যজ্ঞদানাদিকং কৃতং।
স বিষ্ণুরূপধৃগ্‌ বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরং॥”

যাঁহার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া আমি এই সকল যজ্ঞ-দানাদি করিয়াছি, সেই বিপ্র বিষ্ণুমূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কি না শ্রীবৈকুণ্ঠমন্দিরে গমন করিতেছেন?—

“তস্মাদ্‌যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্‌॥”

সুতরাং নিশ্চয় বুঝিলাম, যজ্ঞ কি দানের দ্বারা কখনই শ্রীহরি পরিতুষ্ট হয়েন না, কেবল ভক্তিই তাঁহার পরিতোষের শ্রেষ্ঠতম কারণ। অনন্তর রাজা হোমকুণ্ডের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার উচ্চকণ্ঠে “বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি” অর্থাৎ আমাকে অবিচলা হরিভক্তি দান কর, বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে রাজা ক্ষণমাত্র দৈন্যের সহিত শুদ্ধা ভক্তির শরণতা অঙ্গীকার পূর্ব্বক সেই হোমকুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ শ্রীভগবচ্চরণ লাভ করিলেন।

ভক্তিই হরিতোষের কারণ।

অতএব, কর্ম্মার্পণের প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। বিশেষতঃ অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রতি সমাদর প্রকাশও ভক্তের পক্ষে একান্ত অবিধেয়। কারণ, যাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত নহেন, সেই জ্ঞানী ও যোগিগণই প্রধানতঃ ইহার প্রতি আস্থাবান্ হন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের প্রমাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনাং রাজন্ দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতং॥" ১০।৫১।৪১

হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি অভক্ত, তাঁহারা যদিও প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি বাসনা-ক্ষয় না হওয়াতে কখন কখন তাঁহাদের সেই মনকে বিষয়াভিমুখ হইতে দেখা যায়। অতএব—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" ১।৬।৩৫

সর্ব্বদা কামলোভে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অর্থাৎ কেবলা ভক্তি দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ ভাবে আত্মার শান্তিলাভ হয়, যমনিয়মাদি যোগপথ দ্বারা সেরূপ হয় না। পরন্তু, জ্ঞানের কৃচ্ছ্র-সাধ্যতার কথা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার উল্লিখিত হইলেও শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ১২।৫

যাঁহারা অতিসূক্ষ্ম নীরূপ জীবাত্মার সমাধিযোগে নিরতচিত্ত, সেই জ্ঞানিগণের অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। যেহেতু

দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের জীবাত্ম-বিষয়িনী মনোবৃত্তি অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিমার্গে ভক্ত ক্লেশের কোন আভাসই প্রাপ্ত হন না। অধিকন্তু এই মার্গে ভগবৎ-বশীকারিতারূপ ফল অতি আশ্চর্য্যরূপে লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানব্যক্তিগণ ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভার্থ যত্নশীল না হইয়াও কেবল ভক্তি বিশেষ দ্বারাই সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

ভক্তি অজ্ঞানীরও সহায়।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিতজিতোপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাং॥" ১০।১৪।৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—"হে ভগবন্! আপনার মহিমা দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার নিস্তারের অসম্ভাবনা দেখি না; যেহেতু, যে সকল ব্যক্তি আপনার জ্ঞান-বিষয়ে অর্থাৎ আপনার স্বরূপৈশ্বর্য্যমহিম-বিচারে কিছুমাত্রও প্রয়াস করেন না, এমন কি তীর্থাদি পর্য্যটনশ্রমেও বিমুখ হইয়া কেবল সাধুগণের সমীপে অবস্থান করেন; সেই সাধুগণ মিথ্যাকথন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়-ক্ষোভ পরিহারার্থ প্রায় মৌনশীল হইয়াও আপনার রূপ-গুণলীলাদির কথা নিত্য প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সন্নিধিমাত্র আপনা হইতে সেই কথা শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হওয়ায় যাঁহারা কায়মনোবাক্যে তাহারই সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কায় দ্বারা—শ্রবণ সময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি, বাক্যে অনুমোদনাদি, মনে আস্তিক্যাদি বা অবধারিকা বুদ্ধি দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক আপনার কথামৃতকেই একমাত্র উপজীবিকা স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও, আপনি ত্রিলোকের মধ্যে সকলের অজিত হইয়াও তাঁহাদের কর্ত্তৃক জিত হয়েন। অর্থাৎ অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহারা আপ-

নাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু আপনি তাঁহাদের কায়-মনোবাক্যে সেবনেই অর্থাৎ স্বহস্তাদি দ্বারা আপনার শ্রীপাদস্পর্শনাদি, বাক্যে তদ্গুণকথনাদি ও মনে তচ্চিন্তনাদি দ্বারা তাঁহাদের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু জ্ঞানলব্ধা মুক্তি দ্বারা সেরূপ বশীভূত হন না। অতএব আপনার কথৈকদেশ জ্ঞানও—প্রকৃত জ্ঞান। উহা দ্বারাই সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এমন কি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির একতর ভক্তি দ্বারাই কৃতার্থ হওয়া যায়। যথা নৃসিংহপুরাণে—

"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥"

সাধুগণের সর্ব্বদা অনায়াস-লভ্য পত্র-পুষ্প-ফল-জলমাত্র নিবেদন-রূপ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যিনি সুলভ হইয়া থাকেন, সেই পুরাণ পুরুষে (শ্রীকৃষ্ণে) মুক্তির নিমিত্ত যত্নশীল হইবার প্রয়োজন কি? তথাপি যাঁহারা দুর্ভাগ্য, তাঁহারাই এই পরম মঙ্গলময় ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত বিপুল প্রয়াস পান, কিন্তু তাহাতে দুঃখ-মাত্রই ফললাভ হইয়া থাকে। যথা—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১০।১৪।৪

হে প্রভো! যাহারা জ্ঞান-কর্ম্মাদি নানাবিধ সাধন-সাধ্য-ফলসাধিকা তোমার সেই মধুর রূপগুণাদি-কথাময়ী ভক্তিকে অবহেলা পূর্ব্বক দূরে পরিহার করিয়া কেবল ভক্তিশূন্য অবিজ্ঞতাবোধক জ্ঞানলাভের নিমিত্তই ক্লেশ স্বীকার করে, তাহাদের তুষাবঘাতী লোকদিগের ন্যায় কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষ (ধানের আখ্ড়া) মাত্র লইয়া অবঘাত করিলে যেমন উপহাসাস্পদ হইতে হয়, কিঞ্চিৎ

মাত্রও তণ্ডুলকণা পাওয়া যায় না। পরন্তু হস্তাদিতে কেবল বেদনা উপজাত হয়, সেইরূপ ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত যমনিয়মাদি সাধনে যত্ন করিলে কোন ফলোদয় হয় না। ক্লেশমাত্রই পর্য্যবসান হইয়া থাকে।

অতএব হে মুগ্ধজীব! যদি এই বিঘ্নবহুল পাপতাপ-আধি-ব্যাধি-সঙ্কুল সংসার-কারাগৃহ হইতে বিমুক্ত হইতে চাও—যদি এই সংসার-শ্মশানেই অমরার নন্দন-সুষমা ফুটাইতে চাও—যদি মরুমাঝে অমৃতের নির্ঝরিণী বহাইতে চাও, তবে অন্য সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বানন্দদায়িনী—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রসবিনী ভক্তি মহাদেবীর চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হও। ভক্তির কমনীয় কথায়, ভক্তির মনোমদ সাধনায় প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয় একান্তভাবে উৎসর্গ কর, দেখিবে, তুমি অচিরেই পুরুষার্থ সমূহের পরমাবধি লাভ করিয়া ধন্য হইবে—প্রেমময়ের পাদ-পদ্মে অভয়-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অনাবিল আনন্দ হিল্লোলে ভাসিতে থাকিবে।

ষষ্ঠ উল্লাস।

ভক্তির নিত্যত্ব।

সাধন-সম্রাজ্ঞী ভক্তির সমাদর সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছে। যখন সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকেন, তখন ভক্তির সমাদর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না করিবেন? কোন্ ব্যক্তিই বা ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবাদির সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন? স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতাদির আরাধনা না করিয়া একান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনাই যে ভক্তের কর্ত্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনাদরে ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষও ধ্বনিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা কামাদি বিষয়াসক্ত ও কৃষ্ণকথা-বিমুখ, তাদৃশ অভক্তগণের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি-কুসুমোপহারে শ্রীভগবানের আরাধনা করা মানব মাত্রেরই যে একান্ত বিধেয় এবং ইহাই যে মানব জন্মের সার্থকতা, তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

> "যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
> নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে॥
>
> ৩।১৫।২৪।

যে মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ধর্ম্ম পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্মাদিও যাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন; সেই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞানের মূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণারাধনা না করে, কি দুঃখের বিষয়, তাহারা ভগবানের মায়ায় একবারেই বিমোহিত। পরন্তু—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫।১৮।১২

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি জন্মে, তাঁহাতে ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সহ দেবতাগণ নিত্য অবস্থিতি করেন। সুতরাং তাঁহার সেবাতে সর্ব্বদেব-সেবাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা রুদ্রাদি, সমস্ত গুণের সহিত বসতি করেন; অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়ের দুর্দ্দমনীয় বিভ্রমাদি দোষ তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি গৃহাসক্ত অভক্ত, তাহাতে ভক্তজনোচিত জ্ঞানবৈরাগ্যাদি-নির্দ্দোষ গুণনিচয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার শাস্ত্রজ্ঞত্বাদি গুণ থাকিলেও তাহা ঈর্ষামৎসরাদি দোষযুক্ত বলিয়া তাহাকে মহদ্গুণ বলা যায় না।

জ্ঞানীরও ভক্তি-পথাশ্রয় কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ সে ব্যক্তি সর্ব্বদা লাভপ্রতিষ্ঠাদি সুখলাভের নিমিত্ত প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনেও বহির্ম্মুখে ধাবমান হয়। সুতরাং অজ্ঞান-কল্পিত সংসারের উপরম জ্ঞানের দ্বারা হয় না; যেহেতু জ্ঞানিগণও ভক্তিরহিত হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। যদি বল তাঁহারা সিদ্ধ-মুক্তপুরুষ, ভক্তি দ্বারা তাহাদের আবার কৃত্য কি? এই আশঙ্কা-নিরসন উদ্দেশ্যেই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ ৩।৯।১০

হে দেব! স্বভাবতঃ সংসারিগণই তোমার চরণ-কমল-বিমুখ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিমার্গসিদ্ধ মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ-বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও সেই অবিবেকী সংসারিগণের ন্যায় সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়-

নিচয় নানাবিষয়ে ব্যাপৃত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট থাকে। সুতরাং তাঁহারা বিষয়সুখের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হন না। আবার রাত্রিকালেও নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শনে ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরথের চিন্তায় নিদ্রাভঙ্গ হয়। আর দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহাদের ভোগ্যবস্তু লাভার্থ অর্থরচনার উদ্যমও প্রতিহত হইয়া পড়ে। অতএব বিবেকী ঋষিগণেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তিধর্ম্ম ঋষি-প্রণীত নহে। বিশেষতঃ এই ভাগবতধর্ম্ম ঋষি-প্রণীত নহে; স্বয়ং শ্রীভগবানই ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং ঋষিগণ ইহা কিরূপে অবগত হইবেন? তাই শ্রীধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎ-প্রণীতং ন বৈ বিদু ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥" ৬।৩।১৯।

হে দূতগণ! এই সর্ব্বোত্তম ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত। ইহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, কি দেবগণ, কি সিদ্ধগণ, কি অসুরনিকর কি মনুষ্যবৃন্দ কেহই যখন অবগত নহেন, তখন বিদ্যাধর ও চারণাদি কি প্রকারে অবগত হইবে? কেবল—

"স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকোভীষ্মো বলির্বৈয়াসকি র্বয়ং॥"

ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি (ধর্ম্মরাজ) এই দ্বাদশ মহাজনই এই ভাগবত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ক্রমে অবগত আছি। এই ধর্ম্ম অতীব গোপনীয়, অন্য সাধারণ লোকের দুর্বোধ এবং বিশুদ্ধ। গুহ্যত্বের কারণ এই যে, ইহা জানিতে পারিলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। সগুণ স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহা দুর্ব্বোধ এবং কর্ম্মিজ্ঞানীদের অর্থবাদাদিদোষদুষ্ট অন্তঃকরণেই

দুজ্ঞেয় জানিবে। কিন্তু কৃষ্ণভজনোন্মুখজনগণের পক্ষে ইহা যেমনই সহজবোধ্য, তেমনই সুখলভ্য হইয়া থাকে। এইরূপে ভক্তির সর্ব্বোচ্চ অভিধেয়ত্ব স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। পরন্তু অভক্তের নিন্দাচ্ছলে ভক্তির সর্ব্বপ্রকারেই নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। গীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

আসুর ভাবকে আশ্রয় করায় যাহাদের জ্ঞান মায়াকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, সুতরাং জ্ঞানাভাবে যাহারা দুষ্কর্ম্মান্বিত, সেই মূঢ় নরাধমগণই আমাকে অর্চ্চনা করে না। পুনশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

অর্থাৎ জীব দ্বিবিধ, দৈব ও আসুর। যাহারা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ, তাহাদিগকেই দৈব বলা যায়, তদ্বিপরীত জনগণই আসুর নামে অভিহিত।

অপিচ গরুড়-পুরাণ বলেন—

"অন্তংগতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং॥"

বেদবেদান্তের চরমশিক্ষা লাভ করিয়া এবং নিখিল শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াও যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভক্ত না হয়, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

পুনশ্চ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা।
দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

যাহারা হরিপূজাবিহীন, বেদবিদ্বেষী এবং যাহারা গো-বিপ্রের প্রতিও দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত। আরও কথিত হইয়াছে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" শ্রীভা।

দেবগণ কহিলেন—"হে কমললোচন! অপর জ্ঞানমার্গাদি অবলম্বন করিয়া দেহাভিমান বিমুক্ত হইয়াও যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান্ না হন, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বলা যায় না। যেহেতু, তাঁহারা অতিকষ্টে জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ লাভ করিয়াও তোমার পাদপদ্মের অনাদরের ফলে তথা হইতেও অধঃপতিত হন। হায়! 'পোড়া' কর্ম্মের এমনই শক্তি, উহা দ্বারা জীবন্মুক্ত পুরুষেরও সংসার-বন্ধন উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা বাসনা-ভাষ্যে—

"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাং।
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভি র্ভগবৎপরাঃ॥

কর্ম্মের মহীয়সী শক্তিতে জীবন্মুক্তগণও কখন সংসার-বাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবৎপরায়ণ যোগিগণ তাহাদ্বারা কদাচ লিপ্ত হয়েন না। অপিচ রথযাত্রা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"নানুব্রজতি যো মোহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরং।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥"

(বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তর-বচন)

যে ব্যক্তি রথারোহণে গমনশীল শ্রীভগবানের অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা হইলেও দেহান্তে ব্রহ্মরাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হয়।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন—

"তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥"

হে উদ্ধব। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিয়া অন্য সমস্ত এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও ভক্তিভাবে কেবল আমাকেই ভজনা কর।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহরিভক্তির নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

ভক্তিই আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।

আবার ভক্তিদ্বারা যেরূপ আত্মশুদ্ধি হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। ইহা দ্বারা প্রেমোত্থ কর্ম্মাশয়ও নিরাকৃত হইয়া যায় এবং ক্রমে মহাপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

"যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং॥ ১১।১৪।২৪

যেমন সুবর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্ম্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক (ক্ষালন ঘর্ষণাদি না করিলেও) স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও আমার ভক্তিযোগ দ্বারা কর্ম্মবাসনাত্মক অন্তর্ম্মল সংশোধন পূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাব বশতঃ পূর্ণসেবা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মদীয় লোকে সাক্ষাৎ ভাবে আমারই ভজনা করে। এইরূপে "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণও শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। এবিষয়ে স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥"

হে কেশব! তুমি তুষ্ট হইলে শ্বপচও ইন্দ্রশিবাদি দেবতুল্য হয়; কিন্তু তুমি বিমুখ হইলে এই ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি সুরসত্তমগণও শ্বপচ অপেক্ষা অপকৃষ্টা গতিলাভ করেন।

অতএব এবম্বিধরূপে ভক্তির মহানিত্যত্ব দ্বারা শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে অবান্তর তাৎপর্য্যের দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব ষড়্-বিধ লিঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে। তাৎপর্য্যনির্ণয়ে—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বফলত্ব, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ষড়্বিধ লিঙ্গ কথিত আছে। (১, ২) উপক্রম-উপসংহার— প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের আদ্যন্ত ঐক্যত্ব প্রতিপাদনের নাম উপক্রম-উপসংহার। এস্থলে এই ভক্তিপ্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতীয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি একই পদ্যে উপক্রম এবং "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার কথিত হইয়াছে। গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি ভগবদুক্তি দ্বারা উক্ত "পরত্বে" পর্য্যবসান একমাত্র শ্রীভগবদ্রূপেই সিদ্ধ। পরন্তু সেই পরম-পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে চতুঃশ্লোকী ভাগবতধর্ম্ম পরিস্ফুরিত করায় তাঁহার ভগবত্ত্ব স্পষ্টই ধ্বনিত হইয়াছে। আবার শ্রীভগবদ্ধ্যানই শ্রেষ্ঠতম ও সুখকর বলিয়া এবং শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব ও জগজ্জন্মাদি হেতুত্বের নিমিত্তই শ্রীভগবানের উদ্দেশে ধ্যান (ধীমহি) কথিত হইয়াছে। অপিচ "কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরে" ইত্যাদি উপসংহার পদ্যেও

ভক্তির অভিধেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে। (৩) অভ্যাস—প্রকরণ মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃপুন প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। ইহার উদাহরণ ইতঃপূর্ব্বে ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ উদাহরণ আছে। (৪) আবার শ্রীমদ্ব্যাসের সমাধিপ্রসঙ্গে—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে" ইত্যাদি অপূর্ব্বফলত্বসূচক প্রমাণ দ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (৫) অর্থবাদ—প্রকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসার নাম অর্থবাদ। এই প্রশংসালক্ষণ অর্থবাদ দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্বের উদাহরণ অভ্যাসের ন্যায় বহুবিধ কথিত আছে। (৬) উপপত্তি—প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থসাধনে যে যুক্তি, তাহার নাম উপপত্তি। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি উদাহরণে উপপত্তি দ্বারাও ভক্তির সর্ব্বোত্তম অভিধেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বসাধন-গরীয়সী ভক্তিই নির্ম্মৎসর সাধুগণের অকৈতব পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিতি।"

অধিকন্তু ভক্তির অভিধেয়ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ শ্রীভগবৎ-কথিত চতুঃশ্লোকীতেও স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি প্রথমশ্লোকে শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চতুঃশ্লোকীতে ভক্তির "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" ইত্যাদি শ্লোকে বিজ্ঞান অভিধেয়ত্ব নির্ণয়। অর্থাৎ তদীয়ানুভব এবং তৃতীয় "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু" ইত্যাদি শ্লোকে রহস্য অর্থাৎ গুহ্যতম প্রেমভক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরে এই চতুর্থ পদ্যে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধনভক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" ২।৯।৩৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন—"হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ প্রেমরূপ রহস্যানুভবকরণেচ্ছু, তাঁহার পক্ষে যে একই বস্তু অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধমুখে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা শ্রীগুরুচরণ-সমীপে অবশ্য শিক্ষণীয়। "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ" এবং "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা অন্বয়মুখে এই সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধিকা ভক্তির অভিধেয়ত্ব কথিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি প্রমাণে ব্যতিরেক মুখেও প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রেও অন্বয়-ব্যতিরেকে ভক্তির অভিধেয়ত্ব পরিস্ফুট আছে। যথা, পদ্মপুরাণে —

"যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তিবার্ত্তা-সুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতদুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥"

যাবৎ মনুষ্য এই সংসারে অশেষ রসের সার স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি কথা-মৃত রসকে ভজনা না করে, তাবৎ সে ব্যক্তি বিবিধ দেহধারণ পূর্ব্বক জন্ম-জরামরণাদি বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে

এই শুদ্ধসাধন ভক্তিতে কোন বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয় না। সর্ব্ব-কালে এবং সর্ব্বত্রই অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র, কর্ত্তা, দেশ, কারণ, দ্রব্য, ক্রিয়া, কার্য্য ও ফল সকল স্থলেই ভক্তির অভিধেয়ত্ব বা শ্রেষ্ঠ-সাধনত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথাক্রমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা —

ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা।

(১) সর্ব্বশাস্ত্র।—

"সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যু-সমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতং॥"

স্কান্দে, ব্রহ্মনারদসংবাদে।

এই জন্ম-মৃত্যু-সমাকুল মহাঘোর সংসারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পূজনই পরিত্রাণের উপায়, নিখিল তত্ত্ববাদিগণের ইহাই অভিমত। এস্থলে "তত্ত্ববাদিগণ" বলায় সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে।

(২) সর্ব্বকর্ত্তা।—

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥" ২।৭।৪৫

অধিক আর কি বলিব, যাহারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারা বা শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের স্বভাবাদি শিক্ষা করে, তাহারা স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরাদি পাপজাতি ও হংসগজ ও শুক-শারিকাদি তির্য্যক্‌জাতি হইলেও শ্রীভগবানের দৈবী মায়াকে জানিতে পারে এবং সেই মায়া-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতেও সক্ষম হয়। সুতরাং যাঁহারা গুরুমুখ হইতে শ্রীভগবানের নামরূপাদি শ্রবণ করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা যে ঐ মায়ার মহীয়সী শক্তি অবগত হইয়া তাহার কঠিন কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আরও গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাং।
ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥"

জ্ঞানবান্ মনুষ্যগণের কথা কি, পশুপক্ষি-কীটাদিও যদি শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্ম সমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহারাও ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি হইতে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যই যে ভক্তিধর্ম্মে অধিকারী, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পরন্তু কি সদাচার

ও দুরাচার, কি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, কি বিরক্ত ও অনুরাগী, কি মুমুক্ষু ও মুক্ত, কি ভক্ত্যসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ—তন্মধ্যে ভগবৎপার্শ্বদত্বপ্রাপ্ত ও নিত্যপার্যদ এইরূপ সর্ব্ববিধ জনেই ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা সংসিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

(ক) সদাচার ও দুরাচার।—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"মদেকান্তী ব্যক্তি যদি একান্ত দুরাচার হইয়াও আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলিয়া মনে করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সদাচারী হইয়া ভজনা করে, তাহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?"

(খ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানী।—

"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদি।"
"হরি র্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন দুষ্টচিত্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরও পাপসমূহ হরণ করিয়া থাকেন, তখন যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর কথা কি?

(গ) বিরক্ত ও অনুরক্ত।—

"বাধ্যমানোহপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমার ভক্ত বিষয়ানুরক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় হইলেও সেই প্রায় প্রগল্ভা ভক্তি দ্বারা কদাচ বিষয়ে অভিভূত হয় না। সুতরাং যাহারা বিষয় বিরক্ত, তাহারা যে বিষয়ে অভিভূত হইবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

(ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত।—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥" ১।২।২৬

মুমুক্ষু লোকেরা ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট পিতৃ-প্রজেশাদির সাধন পরিত্যাগ করিয়া অসূয়াশূন্য চিত্তে শান্ত শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। পরন্ত মুক্ত পুরুষগণও শ্রীভগবানে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। যথা—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" ১।৭।১০

আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অতীত বা অহঙ্কার-গ্রন্থিশূন্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের এমনই অসাধারণ আকর্ষণশীল গুণ যে, অমুক্ত ও মুক্ত সকলেই সেই চির-সুন্দর প্রাণের ঠাকুরকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হন।

(ঙ) ভক্ত্যসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ। যথা—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুনন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"

ভাস্কর যেমন নীহারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ হরি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলা ভক্তি দ্বারাই সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন। অপিচ—

"ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি।"

অর্থাৎ যাহার মন নিমিষার্দ্ধ কালও ভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হয়, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

ভক্তিসিদ্ধগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই বাঞ্ছা করেন না।—

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥" ৯।৪।৪৯

আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বতঃ উপস্থিত হইলেও তাহারা (ভক্তগণ) যখন তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, কেবল আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তখন অপর যাহা কাল দ্বারা নষ্ট হয়, তাহাতে অভিলাষ হওয়া সম্ভব কি?

অতএব নিত্যপার্ষদ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

(৩) সর্ব্বদেশ।—সমস্ত বর্ষ, ভুবন, ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার বাহিরেও শ্রীভগবানের উপাসনার কথা প্রসিদ্ধ আছে, ইহাতে সর্ব্বদেশে ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু—

"ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে॥"

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরিনামামৃত পানে একান্ত লোলুপ, তাঁহাদের দেশের কি কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্ট বদনেও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন।

শুদ্ধ স্থানে ও সুখাসনেই যোগানুষ্ঠান বিহিত, এবং শুদ্ধান্তঃকরণেই জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সার্ব্বত্রিকতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অপিচ কর্ম্মের অবধি সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি, যোগের অবধি সিদ্ধি, সাংখ্যের অবধি আত্মজ্ঞান, এবং জ্ঞানের অবধি মোক্ষ। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সার্ব্বত্রিকতা সর্ব্বৈব অসিদ্ধ; কিন্তু ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা যে সার্ব্বদিক, তাহা অতি প্রসিদ্ধ।

(৪) সর্ব্বকরণ। যথা—

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরে বাঙ্মনসাঽগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥"

আনন্দ-সহকারে মানসোপচারে পরিচর্য্যা করিলে, শ্রীহরি বাক্য-মনের অগোচর হইলেও, পরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। বিশেষতঃ বহিরিন্দ্রিয় ও বাক্য মনের দ্বারাও যে ভক্তির সংসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে।

(৫) সর্ব্বদ্রব্য যথা—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল মাত্র নিবেদন করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তি-উপহার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি।

(৬) সর্ব্বক্রিয়া।—

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মাদেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥"

সদ্ধর্ম্মের (ভক্তিধর্ম্মের) শ্রবণ, অনুপঠন, ধ্যান, সমাদর, বা অনু-মোদন দ্বারা বিশ্বদ্রোহী ব্যক্তিও সদ্য পবিত্র হইয়া থাকে। অপিচ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

হে অর্জ্জুন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু যজ্ঞ কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমুদয় আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধনমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।

এমন কি ভক্তির আভাস দ্বারাও মহাপরাধী ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অজামিলাদিই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

(৭) সর্ব্বকার্য্য। যথা—

"যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতং॥"

তপ, যজ্ঞক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে যাঁহার স্মরণ ও নামোচ্চারণ মাত্র ক্রিয়াঙ্গের ন্যূনতা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অচ্যুত শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

(৮) সর্ব্বফল।—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীরিত্যাদি।"

ভক্তিযোগাবলম্বন করিয়া কি সকাম, কি নিষ্কাম, কি মোক্ষকাম সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু এক হরি অর্চ্চনাতেই যখন সমস্ত দেবাদির অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, তখন ইহাতেও ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যু র্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ॥"

শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনাতেই সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়, যে হেতু শ্রীহরিই সর্ব্বগত।

আবার, যে ব্যক্তি ভক্তি আচরণ করে (কর্ত্তৃকারক), যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের উদ্দেশে গবাদি দান করে (কর্ম্ম), যে উপায় দ্বারা ভক্তি কৃত হয় (করণ), যাঁহাকে শ্রীভগবৎ-প্রীণনার্থ দান করা হয় (সম্প্রদান), গবাদি হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া শ্রীভগবানে যে নিবেদন করা হয় (অপাদান), যে স্থানে বা কুলে ভক্তি অবস্থিতি করে (অধিকরণ), তৎসমুদয়ের কৃতার্থত্ব পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে ভক্তির সার্ব্বত্রিকত্ব কারকগত রূপেও সংসাধিত হইয়াছে।

অনন্তর ভক্তির সর্ব্বকালত্ব কথিত হইতেছে। যথা—

(১) সৃষ্ট্যাদি কালে—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা"।

ভক্তির সদাতনত্ব। ইত্যাদি প্রমাণে সৃষ্ট্যাদি কালেও ভক্তির অভি-ধেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে।

(২) প্রলয়ে।—প্রলয় চতুর্ব্বিধ; নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক।—"তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে"—শ্রীবিদুর প্রশ্নে উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রলয়েও সদাতনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) সর্ব্বযুগে।—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে শ্রীহরির ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে পরিচর্য্যায় যে ফললাভ হয়, কলিতে শ্রীহরি কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফললাভ হইয়া থাকে। অধিক কি—

"সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥"

যে মুহূর্ত্ত বা ক্ষণও শ্রীহরির চিন্তায় ব্যয়িত না হয়, তাহাই হানি, তাহাই মহৎ ছিদ্র, তাহাই মোহ এবং তাহাই বিভ্রম।

(৪) সর্ব্বাবস্থায়।—

গর্ভে শ্রীপ্রহ্লাদাদি, বাল্যে শ্রীধ্রুবাদি, যৌবনে শ্রীঅম্বরীষাদি, বার্দ্ধক্যে শ্রীধৃতরাষ্ট্র, যযাতি প্রভৃতি, মরণে অজামিলাদি এবং স্বর্গিতা-বস্থায় শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতি ভক্তিধর্ম্মে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। অপিচ নারকিতাবস্থাতেও ভক্তির বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারা নরকভোগার্ত্তজনও সদ্য সুখী হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকে। যথা নৃসিংহ-পুরাণে—

"যথাযথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥"

নারকীব্যক্তিগণ যে যে প্রকারে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, শ্রীহরির প্রতি সেই সেই প্রকারে হৃদয়ে ভক্তি উদ্বহন করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুলোকে সমুপস্থিত হইয়াছিল।

আবার ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারাও ইহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

"কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥"

যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিবিহীন, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, স্মৃতিশাস্ত্রাদি পাঠ, তীর্থসেবা, তপস্যা বা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে লাভ কি? অর্থাৎ ঐ সকল দ্বারা তাহাদের কোন বিশেষ ফল লাভই হয় না।

পুনশ্চ, পদ্মপুরাণে—

"কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥"

জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার ভক্তির উদয় হয়, তাঁহার বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা, সহস্রবাজপেয়াদি যজ্ঞেই বা কি প্রয়োজন? কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি দ্বারাই তাঁহার তত্তৎসাধ্য সমস্ত ফললাভ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও কথিত হইয়াছে—

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥" ২।৪।১৭

তপস্বী, দানশীল, যশস্বী (অশ্বমেধাদিকর্ত্তা) যোগী, মন্ত্রবিদ্ বা সদাচাররত যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব আচরিত কর্ম্ম যাঁহাতে সমর্পণ না

করিলে মঙ্গলপ্রাপ্ত হন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালি শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ-পুন নমস্কার।

পুনশ্চ,—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতা স্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখামহোৎসবাঃ সুরেশ লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"

যে স্থানে হরিকথা রূপ সুধা-সরিৎ প্রবাহিত হয় না, অথবা যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ অবস্থান না করেন, কিম্বা যথায় যজ্ঞপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনাদি যজ্ঞের মহোৎসব সম্পাদিত না হয়, সে স্থান ইন্দ্রলোক তুল্য হইলেও কদাচ অবস্থানযোগ্য নহে।

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা ভক্তির সার্ব্বত্রিকত্ব ও সর্ব্বকালত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে যুগপৎ কথিত হইতেছে। যথা—"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃসর্ব্বত্র সর্ব্বদেত্যাদি।" আবার উহার সর্ব্বকালত্ব অন্বয়-ব্যতিরেকে যুগপৎ সিদ্ধ হইয়াছে। যথা—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং র্বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিদিত্যাদি।" অনন্তর সাকল্যে কথিত হইতেছে। যথা—"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃপন্থা-ইত্যাদি" আরম্ভ করিয়া "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা উপসংহৃত হইয়াছে।

ভক্তির সার্ব্বত্রিকত্ব ও সদাতনত্ব যুগপৎ।

সে যাহা হউক "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" ইত্যাদি এই আলোচ্য শ্লোকের বিচার-বিশ্লেষণে ভক্তির অনেক তত্ত্বই উদ্ঘাটিত হইল। তদ্ভিন্ন এই শ্লোকে যে একটি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে। স্বর্গ, অপবর্গ ও প্রেম এই শ্রেয়ঃত্রয়ের মধ্যে যাহা অন্বয়-ব্যতিরেকে সদা সর্ব্বত্র আত্মকল্যাণপ্রদ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তাহাই জিজ্ঞাস্য বা বিচার্য্য বিষয়। উক্ত শ্রেয়ঃত্রয়ের মধ্যে অন্বয়-ব্যতিরেকে স্বর্গ ও অপবর্গ স্বয়ংসিদ্ধ নহে; কিন্তু প্রেম অন্বয়-ব্যতিরেকে

ভক্তির রহস্যত্ব।

স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেহেতু, প্রেমই ভক্তি-শব্দবাচ্য ; সুতরাং সাধনভক্তি দ্বারাই সাধ্যভক্তি প্রেমলাভ হয়। এই জন্যই প্রেমের দ্বারা প্রেমের সিদ্ধি কথিত হইয়াছে। যথা—"ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিতি।" অর্থাৎ ভক্তি-সঞ্জাত ভক্তি (প্রেম) দ্বারাই অঙ্গ পুলকিত হইয়া থাকে ; ইত্যাদি। অনন্তর ব্রহ্মা "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি" বলিয়া শ্রীভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গ ও অপবর্গাদি প্রাপ্তির সাধন প্রণালী নহে। "রহস্য" শব্দে গূঢ় প্রেমভক্তি-সাধন ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শুদ্ধসাধন-ভক্তিসিদ্ধা প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের রূপগুণ-মাধুর্য্যাদি-রসানুভবরূপা বিজ্ঞান স্বতঃই লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকে যোগাযোগে বা সংযোগ-বিপ্রলম্ভেও যাহার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না এবং সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে দাস, সখা, সখি, গুরু ও প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বদা (নিত্য), এমন কি মহাপ্রলয় সময়েও যে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গার রসের আস্বাদন ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই জিজ্ঞাস্য সমূহের মধ্যে চরম জিজ্ঞাস্য ; এই জন্যই চিন্তামণিকে সুবর্ণ-সম্পুটে অতি যত্নে রক্ষা করিলে যেমন—বহিরঙ্গজন সহসা তাহা অবগত হইতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ এই অতি রহস্য-প্রেমভক্তিরস ব্যঞ্জক শ্লোকটীকে জ্ঞানমার্গীয় অর্থান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন ; রসজ্ঞ ভক্তজন ব্যতীত অপরে তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেই জ্ঞানমার্গীয় অর্থান্তর এই—যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহার এই জিজ্ঞাস্য যে, কোন্ বস্তু কার্য্য সমূহে কারণরূপে আখ্যাত এবং কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্ ; আর কেই বা জাগ্রতাদি অবস্থায় সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, কিন্তু সমাধিকালে সেরূপ থাকেন না, হে ব্রহ্মন্ ! এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা যাঁহার অস্তিত্ব সূচিত হয়, তিনিই—আত্মা।

আবার শ্রীব্রহ্মা যখন শ্রীনারদকে সংক্ষেপে এই শ্রীভাগবত উপদেশ প্রদান করেন, তখন শ্রীব্রহ্মাও তাঁহাকে এইরূপ সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন।

"যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥" ২।৭।৫১

হে বৎস! এই ভগবৎ কথিত শ্রীভাগবত তুমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিও; কিন্তু যে প্রকার বর্ণনা করিলে কলিকালে মনুষ্যদিগের সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাধার শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হইতে পারে, এরূপ নিয়ম অঙ্গীকার পূর্ব্বক হরিলীলার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তদ্রূপ বর্ণন করিও,—দেখিও যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া কেবল তত্ত্বর্ণন করা না হয়।

আবার শ্রীনারদও মহাপুরাণ-আবির্ভাব-প্রসঙ্গে শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

"অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥" ১।৫।১৩

ভক্তিশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিকৌশল ব্যর্থ; ভগবান্ অচ্যুতে যে ভাব-বন্ধন উহাই সর্ব্বোত্তম। তাঁহার নাম-লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণাদি দ্বারাই সেই ভাবের বিকাশ হয়। তাঁহার রাম, কৃষ্ণাদি নাম সুপ্রসিদ্ধ; তাঁহার লীলা কীদৃশী তাহা অনুবর্ণন কর। তুমি অব্যর্থজ্ঞান, শুদ্ধযশস্বী, সত্যরত এবং দৃঢ়ব্রত; সুতরাং অখিল জনের নিখিল বন্ধন বিমোচনের নিমিত্ত চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা শ্রীভগবানের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণন করিতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। যেহেতু এই লীলা স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অতি রহস্যযুক্ত বলিয়া ভক্তিমান ব্যক্তির শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকে। নতুবা অন্য কোন ব্যক্তি উহা প্রকাশ করিতে বা বুঝিতে সক্ষম হয় না। শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলা অনুস্মরণই অখণ্ড ভক্তিলাভের পরম উপায়। যথা—

ভক্তি ধর্ম্মের প্রচার।

"ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতং।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণ মুশন্তি নান্যথা॥" ১।৫।৪০

হে সর্ব্বজ্ঞ! হে ব্যাসদেব! তুমি মহাযশস্বী ও বিভু শ্রীকৃষ্ণের যশঃ বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। ইহাতে পণ্ডিতগণের জ্ঞানপিপাসার পরিশান্তি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের সুধা-স্বাদে নিমগ্ন থাকিলে সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তির বিকাশ হেতু, অন্য জ্ঞানাদির নিমিত্ত হৃদয়ে স্পৃহার উদয় হয় না। পরন্তু ইহা ব্যতীত বারম্বার দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের দুঃসহ ক্লেশরাশি নিবারণের আর অন্য উপায় নাই।

পুনশ্চ শ্রীব্যাসদেবও মহাপুরাণ প্রচারণারম্ভে ভক্তিই যে পরম শ্রেয়ঃপ্রদ, তাহা সমাধিযোগে অনুভব করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন যে,—

"কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥" ১।৪।৩০।

অহো! আমার আত্মা সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপে অসম্পন্নের ন্যায় হীনস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এ প্রকার কেন হয়? বোধ হয়, পরমহংসপ্রিয় ভাগবতধর্ম্মসমূহ বিস্তারিত রূপে নির্ণয় করি নাই; এই জন্যই মনের এইরূপ অসন্তোষ উপস্থিত হইতেছে। যেহেতু, সেই ভাগবতধর্ম্মই ভগবানের প্রিয়। এস্থলে 'পরমহংস' শব্দ জ্ঞানি-গণকে না বুঝাইয়া বিশুদ্ধ ভক্তগণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

আবার যিনি অশেষোপদেষ্টা তাঁহার উপদেশেও শ্রীভগবানেরই পরমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। যথা—

"জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যমিতি।" ৬।১৬।১৬

শ্রীচিত্রকেতু কহিলেন—"ফলকামনা করিয়া আপনার আরাধনা করিলেও যখন তাহা মোক্ষ সাধক হয়, তখন ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য

আর কি বলিব? হে অজিত! আপনিই যখন নিষ্কাম ভাগবত ধর্ম্মের প্রকাশক, তখন উহা সর্ব্বোৎকর্ষে অবস্থিত না হইবে কেন? অপিচ, যদিও ইতঃপূর্ব্বে নিষ্কাম ভক্তের জয় ঘোষিত হইয়াছে, তথাপি আপনি পরম কৃপালু ও স্বভক্তবশীভাবেপ্সু বলিয়া প্রকারান্তরে আপনারই বিশেষ জয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। আপনার দ্বারাই ভক্তগণ ঋণীকৃত হইয়া থাকেন। যে নিষ্কাম ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত আপনাকে জয় করেন—যে ভক্তির কমনীয় পাশে আপনি স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন, সেই ভক্তিযোগ তো আপনারই কথিত এবং তাহার গুণ—আপনারই স্বভক্তাধীনতার অভিলাষ-সাধক। আপনিই তো এইরূপে ভক্তকে কৃপাবিশেষ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। সুতরাং আপনি জিত না হইয়া পক্ষান্তরে ভক্তগণই আপনার নিকট স্বয়ং ঋণী হইয়া অবস্থিতি করেন।

ভক্তই ঋণী।

এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষত্ব ও নিত্যত্ব সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাই বলি ভাই! কেন সংসারের ক্ষণিক সুখের বশবর্ত্তী হইয়া অশান্তি উদ্বেগ ও ভয়-ভাবনাকে বরণ করিয়া লইতেছ! কেন মোহমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া করুণানিধি শ্রীভগবানের রাতুল শ্রীচরণ-কমল বিস্মৃত হইতেছ। যদি আপনার যথার্থ হিত চাও, তাহা হইলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্তির আলোকবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া সংসারের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে থাক, পতনের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না,—অবশেষে হাসিতে খেলিতে আনন্দময়ের শান্তিধামে উপনীত হইয়া অনাবিল প্রেমের হিল্লোলে প্রাণ জুড়াইবে।

———

সপ্তম উল্লাস।

ভক্তির মাহাত্ম্য।

যদিও অনেক স্থলে কর্ম্মাদিমিশ্র ভক্তিধর্ম্মের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই সেই মার্গনিষ্ঠ সাধকগণকে ভক্তি সম্বন্ধে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে কোনরূপে ভক্তিরসের আস্বাদন করাইয়া শুদ্ধভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু, সর্ব্বত্র ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্যেই তত্তৎ স্থলে ভক্তির সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভক্তিধর্ম্মের অচিন্ত্য প্রভাব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইলেও যথাক্রমে পুনরায় বিবৃত করা হইতেছে।

১। পরমধর্ম্মত্ব ও সর্ব্বকামপ্রদত্ব।

পরমধর্ম্মত্ব ও সর্ব্বকামপ্রদত্ব।

সকলের পক্ষে বিশেষতঃ ভক্তের পক্ষে অন্য জ্ঞানাদি সাধনের কোন অপেক্ষাই নাই; এই অভিপ্রায়েই ভক্তির পরমধর্ম্মত্ব ও সর্ব্বকামপ্রদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে, সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাম্।
সর্ব্বযজ্ঞ-তপো-হোম-তীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলম্॥
তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য আপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ॥"

সমস্ত বিশিষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই মনুষ্যগণের পরমধর্ম্ম। সর্ব্বযজ্ঞ, তপ, হোম ও তীর্থস্নানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, শ্রীবিষ্ণু পূজা করিলে সেই ফল কোটীগুণিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই কলিযুগে অতীব যত্নের সহিত শ্রীনারায়ণ অর্চ্চনই কর্ত্তব্য।

২। অশুভঘ্নত্ব।

অশুভঘ্নত্ব।

এই মঙ্গলময় ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাবে জীবের সকল অশুভই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাই, স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসাং ইহলোকে পরেঽপিবা।
নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবং॥"

আমার প্রতি ভক্তিমান্ মনুষ্যগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোন অশুভই বিদ্যমান থাকে না, পরন্তু কোটীকুল শ্রীবৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায়।

আবার শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥"

যাঁহার স্মরণ মাত্র সমুদায় কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই পরম পুরুষ শ্রীহরির নিত্য শরণ গ্রহণ করি।

৩। সর্ব্বান্তরায়-নিবারকত্ব।

সর্ব্বান্তরায়-নিবারকত্ব।

ইতঃপূর্ব্বে ভগবদনাদরে মুক্তব্যক্তিগণেরও পরমার্থ-ভ্রংশের বিষয় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তগণের যে সেরূপ পরমার্থ ভ্রংশ উপস্থিত হয় না, ফলতঃ কোন অন্তরায়ই দৃষ্ট হয় না, তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" ১০।২।২৭

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণ স্তব করিতেছেন,—"হে মাধব!

যে সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত তাহাদের আত্মতত্ত্বাদি জ্ঞানের অভাবে, স্বধর্ম্ম ত্যাগে বা কথঞ্চিৎ পাতকাপাতেও তাঁহারা কখন স্বপথভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। প্রত্যুত আপনাতেই নিশ্চল প্রেমারোপ করিয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিপথ হইতে পরিভ্রংশ হইলেও, শ্রীবৃত্ত-গজেন্দ্র ভরতাদির সজ্জন্ম হইতে ভ্রংশ সত্ত্বেও যেরূপ তাঁহাদের ভক্তি-বাসনানুগতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সেই ভক্তে প্রেমাধিক্যই পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ভক্তিপথভ্রংশই প্রেমাধিক্যের হেতু সূচিত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রষ্ট হইয়াও ভক্ত যখন তোমারই শ্রীচরণ-পদ্মে বদ্ধ-সৌহৃদ হন, তখন তাঁহাকে কিরূপে ভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে? অপিচ ভক্তিবিঘ্নে তাঁহাদের হৃদয়ে অনুতাপের তীব্র বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তাঁহারা আপনারই মহতী কৃপালাভে ধন্য হইয়া থাকেন। হে প্রভো! তাঁহারা আপনা-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতির মস্তকে বিচরণ করেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নরাশি জয় করিয়া থাকেন। অথবা সেই বিঘ্নরাজগণ বিঘ্ন করিতে সমাগত হইলে, তাহাদের মস্তককে সোপান স্বরূপ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ পদে অধিরোহণ করেন।

ভক্তের ভ্রংশেও বিঘ্ন নাই।

আরও শ্রীভগবান্ শ্রীকর্দ্দমঋষিকে বলিয়াছেন—

"ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাং॥ ৩।২১।২৩

ওহে প্রজাধ্যক্ষ! আমার সামান্য অর্চ্চন মাত্রও কদাচ ব্যর্থ হয় না, প্রত্যুত পরিণামে উহা পরমার্থ-ফলপ্রদই হইয়া থাকে। সুতরাং তোমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব চিত্ত আমাতে একাগ্র করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদের সেই অর্চ্চনার ফল তুচ্ছ না হইয়া বরং অধিকতরই

হয়। অতএব তুমি যাহা বাঞ্ছা করিতেছ, অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবে। ফলতঃ সিদ্ধির পক্ষে কোন অন্তরায়ই উপস্থিত হইবে না।

৪। দুষ্টজীবাদিভয়-নিবারকত্ব।

শ্রীভগবানে একান্ত ভক্তিমান হইলে হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতেও কোন ভয় থাকে না। তাই ভক্ত-প্রবর শ্রীপ্রহ্লাদের নিগ্রহপ্রসঙ্গে শ্রীনারদ, শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বভয়-নিবারকত্ব।

"দিগ্‌গজৈ র্দন্দশূকৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি॥" ৭।৫।৩৪

হে রাজন্! অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে ভক্ত-সত্তম প্রহ্লাদের চিত্ত সমাহিত থাকায় দৈত্যগণ তাঁহার জীবন সংহারার্থ যত কিছু চেষ্টা করিল, তৎসমুদয়ই বিফল হইয়া গেল। এমন কি, দিক্‌হস্তী, কালসর্প, মারণাদি অভিচার ক্রিয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গাদি উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ, আসুরী মায়া, গর্ত্তাদিতে নিরোধ, বিষদান, অনাহার এবং হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ; এই সকল ভীষণ উপায় দ্বারাও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না, ভক্তির এই মহীয়সী শক্তিতেই— ভক্তির এই অনির্ব্বচনীয় মহিমা-প্রভাবেই ভক্ত সুধন্বা তপ্ত তৈলে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং ভক্তবর হরিদাস ঠাকুর বাইশবাজারে নৃশংসভাবে প্রহৃত হইয়াও অকাতরে সেই প্রহারকারীদের জন্য শ্রীভগবানের চরণে ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইয়াছে—

"যত্র পূজাপরো বিষ্ণো স্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥"

যেখানে শ্রীবিষ্ণুপূজা-পরায়ণ বৈষ্ণবজন অবস্থান করেন, তথায় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তথায় রাজভয়, তস্কর কি ব্যাধি কিছুই থাকে না। এমন কি, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষসাদিও সেই শ্রীবিষ্ণু-পূজকের কোন বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না।

পুনশ্চ শ্রীমৈত্রেয় ভক্তবর শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—

"শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥" ৩।২২।৩৪

বৎস! শারীরিক, মানসিক (আধ্যাত্মিক) আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক, (শীতোষ্ণাদিপ্রভব) এবং ভূতান্তরজ বা শক্রপ্রভব ইত্যাদি যে সকল ক্লেশ আছে, সে সকল হরিপদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে পারে কি? কখনই পারে না। তাই গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রশ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥"

যাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ মধুসূদন অবস্থান করেন, সেই ভক্তজনকে দুর্ব্বাসার শাপ বা ইন্দ্রের বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না।

৫। পাপঘ্নত্ব।

ভক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে জীবের নিখিল প্রারব্ধ পাপের শান্তি হয়। শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই তাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

প্রারব্ধ পাপঘ্নত্ব।

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥" ১১।১৪।১৮

অহো উদ্ধব! অগ্নি যেমন পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠ সমূহকে ভস্মসাৎ করে, ক্রোধ বা লোভাদিবশতঃ কথঞ্চিৎ মাত্র মদ্বিষয়িকা ভক্তিও প্রারব্ধ পর্য্যন্ত নিখিল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এস্থলে "অহো উদ্ধব!" এই সবিস্ময় সম্বোধনে শ্রীভগবান্‌ও যে নিজের ভক্তি-মাহাত্ম্যে নিজেই বিস্মিত, তাহা পরিস্ফুচিত হইল। আবার পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তি স্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥"

যে প্রকার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিও পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া থাকে। পরন্তু কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করাই যেমন অগ্নির স্বভাব, সেইরূপ নিখিল পাপনাশ করাও ভক্তির স্বভাব। কিন্তু উহা ভক্তির ফল নহে। সুতরাং পাপাদি বিনাশের নিমিত্ত সাধনান্তরের অপেক্ষা করে না। উহা ভক্তির আভাস-মাত্র তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হওয়ায় সাধ্যত্ব লাভের বিলম্বিতত্ব সহজেই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদিও তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দমাদি নিয়ম দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃত পাপসমূহ অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম নাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে; তথাপি উহাকে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় না। বেণুগুল্মাদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহার মূল দগ্ধ না হওয়ায় যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উল্লিখিত উপায় দ্বারা পাপ সমূলে উন্মূলিত না হওয়ায় পুনরপি পাপ-প্ররোহের সম্ভাবনা হইতে পারে।

এই জন্য শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥" ৬।১।১৩

ভাস্কর যেমন স্বরশ্মিদ্বারা স্বভাবতঃ নীহার-জালকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তজ্জন্য কোন যত্নই করেন না ; সেইরূপ ভক্তগণ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-রহিতা—তপ-আদি-নিরপেক্ষা ভক্তিদ্বারাই সমুদায় পাপ সমূলে বিধ্বংস করিয়া থাকেন। এস্থলে 'বাসুদেব-পরায়ণাঃ' এই বাক্য অধিকারীর বিশেষণ রূপে উক্ত হয় নাই ; কিন্তু অশ্রদ্ধাবশতঃ অন্যের ভক্তিতে অপ্রবৃত্তির নিমিত্তই উহা অনুবাদ (জ্ঞাতবিষয়) রূপে কথিত হইয়াছে মাত্র। আরও এস্থলে 'কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা' বাক্যে ভক্তির প্রকার-ভেদ সূচিত হইয়াছে। ভক্তি দ্বিবিধা ; সন্ততা ও কাদাচিৎকী।

ভক্তির প্রকার-ভেদ।

তন্মধ্যে প্রথম সন্ততা আবার দুই প্রকার ;—আসক্তিময়ী ও রাগময়ী। অপর কাদাচিৎকী ত্রিবিধা ;—যথা—রাগাভাসময়ী, রাগশূন্যস্বরূপভূতা ও আভাসভূতা। তন্মধ্যে যখন আভাসভূতা ভক্তিরই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন রাগময়ী ভক্তির আর কথা কি ? আলোচ্য শ্লোকে সেই কৈমুত্য-সাধক আসক্তিময়ী ভক্তি-মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্কর দৃষ্টান্তে—স্বাভাবিকী রশ্মিস্থানীয়া ভক্তি দ্বারা নীহারস্থানীয় আগন্তুক ও প্রারব্ধ পাপসংজ্ঞ আনুষঙ্গিকতা ও বাসনাসহ যে সদ্যঃ নিঃশেষে বিধূনিত হয়, তাহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, তুচ্ছ পাপ প্রশমনের নিমিত্ত ভক্তি মহাদেবীর নিয়োগ একান্ত অনুচিত, ভক্তিশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিজ্ঞগণের মতই তাই। এজন্য অন্যবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ স্তৎপুরুষ-নিষেবয়া॥" ৬।১।১৪

হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে হেতু, পাপী মনুষ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণের সেবা

করিয়া যেরূপ পবিত্র হইতে পারে, তপস্যাদি দ্বারা তাহার সেরূপ শুদ্ধি জন্মে না। পাপী জন ভগবদ্ভক্ত-সেবন দ্বারাই কৃষ্ণার্পিত-প্রাণত্ব লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ "আমি পাপকর্ম্মা, আমাকে সমুচিত শিক্ষাদণ্ড দিবার নিমিত্ত নরকে পাতিত করুন বা না করুন; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার গতি এবং আমি তাঁহারই"—এইরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারাই পাপাত্মা ব্যক্তি নরক প্রতীকার পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিমান হইয়া থাকে।

যদি বল, দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা-জনিত পাপ শ্রীভগবানের ধ্যান দ্বারা নিবারিত হইলেও তিনি পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন কেন?—তদুত্তর এই যে, শ্রীভগবানের ধ্যানদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দেবরাজের পাপ বিমোচন হইলেও, তাঁহার পাপবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় কেবল সেই লোকাপবাদ নিবারণের নিমিত্তই শ্রীহরির অর্চ্চনা-প্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তবে এই আশঙ্কা হইতে পারে, পরম ভাগবত বৃত্রের নিধন, ভগবৎ আরাধনার সহিত না হইয়া এরূপ ভাবে যুদ্ধে দেবরাজ কর্ত্তৃক সাধিত হইল কেন? মহদপরাধই ইহার কারণ বুঝিতে হইবে। অপরাধের ফলভোগ অথবা সেই মহতের প্রসন্নতার দ্বারাই উক্ত অপরাধের বিনাশ হয়। যদিও এরূপ কথিত হইয়াছে, তথাপি ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রসংহারে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার তাদৃশ কোন অপরাধ হয় নাই। পরন্তু বৃত্রের ভগবদারাধনা তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই বিহিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহার আসুর ভাব নিবারণার্থ শ্রীভগবানই ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে কোন দোষেরই আশঙ্কা নাই।

আবার ভক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে দুর্জ্জাতি-আরম্ভক প্রারব্ধ পাপও অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাই শ্রীদেবহূতি বলিয়াছেন—

ভক্তির দুর্জ্জাতি-নাশহেতুত্ব।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ৩।৩৩.৬

হে ভগবন্! শ্বপচও (চণ্ডালজাতি বিশেষও) যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করে, কিম্বা তোমাকে নমস্কার করে অথবা তোমায় স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া সোমযাগ-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়। ফলতঃ তাহার যে দুর্জাতিত্ব সোমযাগ করণে অযোগ্যতার কারণ ছিল, সেই দুর্জাতি-আরম্ভক প্রারব্ধ পাপের বিনাশ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহার সোমযাগ করণে অধিকারের সূচনা হয়। অনন্তর পরজন্মে দ্বিজত্বলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তদধিকারী হইয়া থাকে। ইহাই কদাচিৎ বা সকৃৎ নামগ্রহণের ফল। সুতরাং তোমার দর্শনে যে কেহ পবিত্র হইবে, তাহাতে আর কথা কি? পরন্তু যে ব্যক্তি নামনিষ্ঠ সাধক বা পুনঃপুনঃ তোমার নামগ্রহণ করে, তাহার সোম-যাগের অধিকার তো অতি-তুচ্ছ, সেব্যক্তি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ফললাভ করিয়া থাকে।—

"অহো বত শ্বপচতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্ততে তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৩।৩৩।৫

অহো! অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! যে ব্যক্তির জিহ্বার অগ্রভাগে মাত্র তোমার নাম স্ফুরিত হয়,—সম্পূর্ণ জিহ্বায় সম্যক্‌রূপে উচ্চারিত হয় না, সে ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও তোমার প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হয় এবং অতীব গরীয়ান্ বা গুরুযোগ্য হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নামাত্মক মন্ত্র উপদেশ প্রদানের অধিকারী হয়। অধিকন্তু সেই শ্বপচের যোগাধ্যয়ন তপাদি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, তপ, তীর্থ, যাগাদি সকলই তোমার (শ্রীভগবানের) নামগ্রহণমাত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেই এক শ্বপচের কথা কি, যে কোন ব্যক্তি তোমার নামগ্রহণ

করেন, তাঁহাদের সকল তপ, সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থ ও সকল বেদাধ্যয়নই কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তাঁহারাই সদাচারী। এস্থলে "তেপুঃ" ইত্যাদি ক্রিয়াপদে অতীতকাল এবং "গৃণন্তি" এই ক্রিয়া পদে বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশহেতু, বর্ত্তমানে যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিতেছেন, সেই ভক্তগণের তপ, যজ্ঞাদি সমস্তই করা যে শেষ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টবোধগম্য হইতেছে। অতএব উক্ত তপ, যজ্ঞাদি সমস্তই যখন তাঁহাদের সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের পুনরায় তৎসাধনশ্রমের প্রয়োজন কি ? অথবা জন্মান্তরে তৎসমুদায় কৃত্য শেষ হইয়াছে, সেই মহাভাগ্যফলেই তোমার নামগ্রহণে প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে। ফলতঃ তপযজ্ঞাদি-সাধকগণ অপেক্ষা তোমার নামগ্রহণকারী ভক্তগণ যে অতীব গরীয়ান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে "গৃণন্তি" এই বর্ত্তমান প্রয়োগে নামগ্রহণের অবিচ্ছেদ হইলেই যে ঐরূপ হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু,—

"চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধমিতি" এবং "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যাদি" শ্লোকে 'সকৃৎ'পদ প্রযুক্ত হওয়ায় ঐরূপ আশঙ্কা সহজেই নিরস্ত হইয়াছে। আবার শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।"

(সম্ভবাৎ জাতি দোষাদপি পুনাতি) অর্থাৎ ভক্তি, চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। এস্থলে জাতিদোষ হরণে প্রারব্ধ হরণও স্পষ্ট সূচিত হইল। অপিচ ভক্তি-প্রভাবে প্রারব্ধ পাপ-প্রভব ব্যাধিরও যে শান্তি হইতে পারে, তাহাও স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈবং বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং॥"

যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তনে আধিব্যাধিসমূহ তৎকালেই বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্ত শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।

নামের অচিন্ত্যশক্তিতে কথিত প্রারব্ধ পাপনাশ কোন কোন স্থলে সাধকের ইচ্ছানুসারেই সিদ্ধ হয়। নতুবা ভক্তির আভাসমাত্র নিখিল পাপান্ধকার অনায়াসে বিদূরিত হইয়া থাকে।

৬। পাপবাসনাহারিত্ব।

পাপবাসনা-হারিত্ব।

দীপ প্রজ্বলিত হইবামাত্র যেরূপ গৃহস্থিত সমস্ত অন্ধকার নিমেষে তিরোহিত হয়, সেইরূপ হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি স্ফুরিত হইবামাত্র নিখিলপাপ ও পাপের মূল তদ্বাসনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥" ৬।২।১৭

মন্বাদি ঋষিগণ পাপসমূহের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচার করিয়া গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কথিত সেই সেই ব্রতদান-তপস্যাদি দ্বারা সেই সেই পাপেরই শোধন হয়। কিন্তু পাপকারীর অধর্ম্মজনিত মলিন হৃদয় অথবা কৃতপাপের যে সূক্ষ্ম সংস্কার, তাহা কদাচ শোধিত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবানের পদসেবায় অর্থাৎ নবধাভক্তির মধ্যে একতম কীর্ত্তনের দ্বারাই পাপ ও তদ্বাসনা পর্য্যন্ত বিশোধিত হইয়া থাকে এবং বাসনাক্ষয়েই হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। অতএব অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা

হরিনাম কীর্ত্তনই মুখ্যতম প্রায়শ্চিত্ত। এইজন্যই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥"

বিষ্ণুভক্তিরতাত্ম ব্যক্তিগণের অপ্রারব্ধ ফল, কূট অর্থাৎ বীজত্বোন্মুখ পাপ, বীজ অর্থাৎ প্রারব্ধত্বোন্মুখ পাপ এবং ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপ যথাক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। অবিদ্যাহরণত্ব।

অবিদ্যা-হরণত্ব।

যে দুরত্যয়া মায়ার মোহন মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া জীব অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়,—সংসারের নশ্বর দেহ-গেহ-ধন-জনাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া অভিনিবিষ্ট হয়, সেই অবিদ্যা বা মায়ার কুহক-জালও ভক্তির আভাসমাত্রে অনায়াসে ছিন্ন হইয়া থাকে। তাই, মহর্ষি মনু শ্রীধ্রুবকে বলিয়াছেন—

"ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥"

৪।১১।২৯

হে বৎস! যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, অনন্ত, নিখিল-শক্তিসম্পন্ন ও আনন্দ-স্বরূপ, সেই ভগবান্ শ্রীহরির চরণে ভক্তি করিলে ক্রমে "আমি আমার" ইত্যাদি সুদৃঢ় অহঙ্কারগ্রন্থি অবশ্যই ভেদ করিতে পারিবে।

এজন্য পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"কৃতানুযাত্রাবিদ্যাভি র্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ॥"

দাবানল যেমন ওষধিসমূহকে দগ্ধ করে, সেইরূপ অবিশুদ্ধা (জ্ঞান-

কর্ম্মাদিমিশ্রা) হরিভক্তিও অবিদ্যাকে আশু দগ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং উত্তমা ভক্তির কথা কি ?

৮। সর্ব্বপ্রীণনহেতুত্ব।

যে প্রকার তরুর মূল সেচন করিলে পত্রপল্লবাদিরও সন্তোষ সাধিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ভক্তি বিধান করিলে নিখিল বিশ্ব পরিপ্রীণিত হইয়া থাকে। তাই মৈত্রেয় বলিয়াছেন—

সর্ব্বপ্রীণন-হেতুত্ব।

"সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিস্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভি র্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ং॥" ৪।৯।৪৩—৪৪

ধ্রুব বিমাতা সুরুচির পদে প্রণত হইলে সুরুচি স্বীয় পদাবনত বালককে উঠাইয়া স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদবাক্যে "চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্রুবের প্রতি সুরুচির এই প্রীতিভাব অসম্ভাবিত নহে। যেহেতু, ভগবান হরি, মৈত্র্যাদি গুণ দ্বারা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, জল যেমন স্বতঃই নিম্নগামী, তদ্রূপ সেই ব্যক্তির প্রতি সকল লোকেই আপনা হইতে প্রীতিভরে নত হইয়া থাকে। তাই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥"

যে ব্যক্তি হরি অর্চ্চনা করেন, তৎকর্ত্তৃক নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হয় এবং তাঁহার প্রতি স্থাবর জঙ্গম সকলেই প্রসন্ন হইয়া থাকে।

৯। সর্ব্বসদ্‌গুণহেতুত্ব।

আবার জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সর্ব্বসদ্‌গুণের হেতুই ভক্তি। "যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ"—ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হয়, তাঁহাতে সমস্তগুণের সহিত দেবতাগণ আসিয়া মিলিত হন। সুতরাং যে ব্যক্তি হরিভক্ত নহে, তাহাতে কি প্রকারে মহদ্‌গুণসমূহ থাকিতে পারে?

সর্ব্বসদ্‌গুণ-হেতুত্ব।

১০। সর্ব্বানন্দহেতুত্ব।

স্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবদ্ধামাদিতে যে অপ্রাকৃত সুখ বা আনন্দধারা নিত্য উৎসারিত হইতেছে, সর্ব্বানন্দবিধায়িনী ভক্তিই তাহার একমাত্র হেতু। ভক্তি স্বতঃই পরম-সুখ দান করেন বলিয়া কর্ম্মাদি হইতে জ্ঞান পর্য্যন্ত যাবতীয় সাধন-সাধ্য বস্তুর হেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে। এ জন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বানন্দ-হেতুত্ব।

> "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
> ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১১।১৪।১৩

যে ব্যক্তি আমাতে আত্মনিবেদন করেন, সেই ভক্ত আমা ব্যতীত অপর ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, প্রিয়ব্রতাদির ন্যায় মহারাজ্য, পাতালাদির আধিপত্য, অথবা যোগসিদ্ধি বা সাযুজ্যমুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। কারণ, ভক্তের সুখ অপরিচ্ছিন্ন। ভক্ত আমাতে আত্ম সমর্পণ করায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—আমার এই নিয়মানুসারে আমিও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি এবং তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য-রূপে অবস্থান করি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিরন্তর দিব্যামৃতরসাস্বাদনে

নিমগ্ন, তাঁহার মৃত্তিকা ভোজনে স্পৃহা উপস্থিত হয় কি ? এই জন্য ভক্ত যখন মদ্ভক্তিসাধ্য আমাকেই সর্ব্বপুরুষার্থাধিকরূপে প্রাপ্ত হন, তখন অপর তুচ্ছসুখে তাঁহার স্পৃহা হইবে কেন, ভক্ত এই অপার আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়াই সাযুজ্য মুক্তিকেও তৃণতুচ্ছ বোধ করেন। অপর সিদ্ধিপ্রভৃতি তো দূরের কথা ? অপিচ ব্রহ্মপদই যখন বাঞ্ছা করেন না, তখন ন্যূনক্রমে ইন্দ্রত্বাদির আর কি কথা আছে ?

১১। ভক্তির নির্গুণত্ব।

অনন্তর ভক্তির সাক্ষাৎ নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন করিবার অগ্রে ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলই যে সগুণ, তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

ভক্তির নির্গুণত্ব।

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং ॥" ১১।২৫।২২

আমার প্রীতি উদ্দেশে ফলাভিসন্ধি রহিত (নিষ্কাম) অর্থাৎ দাসভাবে কৃত যে নিত্যাদি কর্ম্ম বা স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম,—তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ; ফলোদ্দেশে কৃত যে কাম্য কর্ম্ম,—তাহাই রাজস এবং হিংসোদ্দেশে দম্ভ-মাৎসর্য্যাদি-কৃত যে কর্ম্ম—তাহাই তামসনামে অভিহিত। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেরই সগুণত্ব সূচিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধাভক্তির ভজন নির্গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে জ্ঞানের সগুণত্ব নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তির সাক্ষাৎ নির্গুণত্ব কথিত হইতেছে—

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥" ১১।২৫।১৩

কৈবল্য অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে আত্মা বা ত্বং পদার্থ, সেই

জীবাত্মবিষয়ক জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান ; দেহাদি সত্য কি অসত্য, নিত্য বা জন্য ইত্যাদি বিকল্পভব যে জ্ঞান, তাহা রাজস ; বালক-মূকাদির তুল্য কেবল আহার বিহারাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা তামস এবং মদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই নির্গুণ বলা যায়। শুদ্ধজীবাভেদে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানকে কৈবল্য কহে। কিন্তু সেই ত্বং পদার্থজ্ঞানের তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষতা থাকায় উহার কৈবল্যত্বে স্পষ্টতঃ অসঙ্গতি লক্ষিত হইতেছে। সত্ত্বগুণযুক্ত চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম স্বরূপ জীব-চৈতন্য প্রকাশিত হন। পরে চিদেকাকারের অভেদ দ্বারা তাহাতে শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকেন। অনন্তর তাহাতে সত্ত্বগুণের প্রচুর কারণ থাকাতেই উহার সাত্ত্বিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি" কিন্তু এই সত্ত্বগুণকে ভগবৎ-জ্ঞানের কারণ বলা যায় না। যে হেতু, যাঁহারা বিশেষ সত্ত্বগুণযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির প্রায়শঃ অভাব লক্ষিত হয় ; যথা—

জ্ঞান ও সগুণ।

"দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তি র্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥" ৬।১৪।২
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ৬।১৪।৪

শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ এবং নির্ম্মলাত্মা ঋষিগণেরও প্রায় শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তির উদয় হয় না ; অপর যাঁহারা সিদ্ধ ও মুক্ত, তাঁহাদের কোটীজনের মধ্যেও একজন প্রশান্তাত্মা ভগবদ্ভক্ত অতি দুর্লভ ; অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু—

"রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥" ৬।১৪।১

হে ব্রহ্মন্! বৃত্রাসুর রজস্তমস্বভাববিশিষ্ট এবং সর্ব্বদাই পাপাচারী; ভগবান্ নারায়ণে তাহার কি প্রকারে দৃঢ়া মতি হইল?

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে সত্ত্বগুণের সদ্ভাবে ভগবৎ-জ্ঞানের অভাব এবং সত্ত্বগুণের অভাবে ভগবৎ-জ্ঞানের সদ্ভাব সূচিত হওয়ায়, সত্ত্বগুণ যে ভগবৎ-জ্ঞানের কারণ নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল।

ভগবৎ জ্ঞানের কারণ।

তবে এই ভগবৎ-জ্ঞানের কারণ কি?—তদুত্তর এই যে, শ্রীভগবানের কৃপাপরিমলপাত্র ভগবদ্ভক্তের কৃপা-সঙ্গই ভগবৎ-জ্ঞানের কারণ। বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদাদির সঙ্গলাভ ঘটিয়াছিল। তৎপ্রভাবেই সত্ত্বগুণের অভাব সত্ত্বেও তাহার শ্রীভগবানে দৃঢ়ামতি জন্মিয়াছিল। অহো! সৎ-সঙ্গের এমনই অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" ॥ ৭।৫।২৫

যদিও এক বিষ্ণুই সর্ব্ব প্রাণীতে গূঢ়, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, তথাপি যাবৎ বিষয়াভিমানশূন্য ভক্তিমাত্রৈকনিষ্ঠ সাধুগণের পদধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, তাবৎ (বেদবাক্য দ্বারা বিষ্ণুর স্বরূপ ঐরূপে জ্ঞাত হইলেও) বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত কদাচ শ্রীভগবানের চরণ-কমলকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপে শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শ হইলেই তদানুষঙ্গিকরূপে সংসার নাশ হইয়া থাকে। ফলতঃ শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শই মহৎ সঙ্গের মুখ্য ফল এবং সংসার নাশই তাহার অবান্তর ফল। সুতরাং—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ১।৮।১৩

শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীসূতকে কহিলেন—"হে সূত! হরিভক্তগণের সহিত অত্যল্পকাল যে সঙ্গ, তাহার সহিত কর্ম্মের ফল স্বর্গ, জ্ঞানের ফল মোক্ষেরও তুলনা হয় না; সুতরাং মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত কি তাহার তুলনা হইতে পারে? সৎসঙ্গগুণেই হৃদয়ে সুদুর্লভা ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গের লবমাত্রের সহিতই যখন কর্ম্ম-জ্ঞানাদির ফল সম্পূর্ণ তুলিত হয় না, তখন বহুকালব্যাপী সাধুসঙ্গের সহিত বা তৎফলভূতা ভক্তির সহিত কি ভক্তির ফল প্রেমের সহিত তুলনা যে একেবারেই কল্পনাতীত—অসম্ভব, তাহাতে আর বক্তব্য কি? আবার যোষিৎসঙ্গ অপেক্ষা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ * যেরূপ অতীব নিন্দ্য উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অতিবন্দ্য, অতিপ্রশস্ত, অতি-অভিলষণীয় জানিবে। উক্ত প্রমাণে নির্গুণ অবস্থা হইতেও অধিকত্বহেতু সাধুসঙ্গের পরম নির্গুণত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। যদিও শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সম এবং সকলের প্রিয় ও সুহৃদ্, তথাপি সগুণ দেবাদির প্রতি তাঁহার বাস্তবী কৃপা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রীমৎ প্রহ্লাদাদির প্রতি তাঁহার মহতী কৃপা দৃষ্ট হয়। এইরূপে সাধুগণের নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় সাধুসঙ্গের ফল ভক্তিরও গুণসঙ্গ পরিত্যাগানন্তর অনুবৃত্তি কথিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গই ভগবৎ-জ্ঞানের কারণ।

সাধুগণও নির্গুণ।

"তস্মাদ্দেহ মিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ" ॥

---

* ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥" ৩।৩১।৩৫

অতএব যাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উদয় হয়, এমন নরদেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভক্তির দ্বারা গুণ সম্বন্ধ দূরীকৃত করত আমাকেই ভজনা করুন।

অপিচ অদ্বৈতমতে পরমেশ্বর-জ্ঞানের নৈর্গুণ্য-হেতুত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের যে নির্গুণত্ব উক্ত হইয়াছে, উহা লক্ষণাময় কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্য জ্ঞানেরও অর্থাৎ ত্বং পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানেরও নির্গুণত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত অবৈশিষ্ট্যের দ্বারা উদাহরণের বহু ভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ভগবৎ-জ্ঞানই স্বতঃ নির্গুণ।

আবার ব্রহ্মানন্দ বা কৈবল্যসুখেরও সগুণত্ব কথিত হইয়াছে; কিন্তু প্রেমানন্দ বা ভক্তিসুখ স্বতঃ নির্গুণ। যথা—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥"

ভক্তিসুখ নির্গুণ।

আত্মজ্ঞান বা ত্বং পদার্থবিষয়ক জ্ঞান যখন সাত্ত্বিক, তখন আত্মসমুদ্ভূত বা ত্বং পদার্থানুভবোত্থ সুখও সাত্ত্বিক; বিষয়জনিত সুখ রাজস এবং মোহ-দৈন্য-সম্ভূত সুখ তামস। কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ তৎ-বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া মদীয় কীর্ত্তনাদিজনিত সুখ (তৎপদার্থানুভবোত্থ সুখ) নির্গুণ। এইরূপে শ্রবণাদি লক্ষণক্রিয়ারূপা ভক্তিরও নির্গুণত্ব কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি।"—এই শ্রীমৎস্যদেবের বচনে ব্রহ্মজ্ঞান যদি শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সমুদ্ভূতই হইল, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে কিরূপে সগুণ বলা যাইতে পারে?—তদুত্তর এই যে, উভয়বিধ সাধকেরই ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। তন্মধ্যে শ্রীভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্মোপাসকগণের স্বতন্ত্ররূপে। ভক্তগণ উহা ভগবচ্ছক্তিরূপা ভক্তি-

সহযোগে কিঞ্চিৎ ভেদরূপেই গ্রহণ করেন। প্রত্যুত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইত্যাদি শ্রীগীতোক্ত প্রমাণ এবং "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় প্রমাণানুসারে সেই ব্রহ্মজ্ঞান তখন ভগবানের পরাখ্য ভক্তি-পরিকররূপেই গণ্য হন। ব্রহ্মবাদিগণ উহা পূর্ব্ববৎ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ অপবর্গকে সর্ব্বোত্তম মনে করেন না। যথা—"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদ মিতি।" পরন্তু ভক্তি-বিরোধী বলিয়া তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক্‌কে তুল্যরূপে দর্শন করেন। সুতরাং অপবর্গ ভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপ হইলেও তাঁহাদের নিকট যখন নরকবৎ অতি হেয় বোধ হয়, তখন উহাকে পূর্ণ প্রসাদ না বলিয়া প্রসাদাভাস বলাই সঙ্গত। ব্রহ্মবাদিগণের স্ব স্ব মতি অনুসারেই ঐ প্রসাদ লভ্য হইয়া থাকে। এই জন্য মনের কল্পিতত্ব হেতু তাহাদিগকে সগুণ বলা যায়।

এইরূপে কৈবল্যজ্ঞানেরও সগুণত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানীর গুণ সম্বন্ধে জন্মাঙ্গীকার সূচিত হয়; কিন্তু ভক্তের গুণসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জন্মাভাব সূচিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্তকে নিগুর্ণ বলা হইয়াছে।

তবে এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে, তাদৃশ জন্মাঙ্গীকৃত পুরুষের অন্তর্বাহ্য গুণময় কি না? যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে জ্ঞান-কর্ম্মশীল উদ্ধবের নিগুর্ণত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তর এই যে, জ্ঞান-শক্তি বা ক্রিয়াশক্তি ঘটাদির ন্যায় জড়ীয় ত্রৈগুণ্যের ধর্ম্ম নহে। অথবা চিৎস্বরূপ জীবের শক্তি, দেবতাবিষ্ট পুরুষের ন্যায় সর্ব্বদা ঐশীশক্তির অধীন বলিয়া, উক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকে জৈব-ধর্ম্মও বলা যায় না। সুতরাং উহা যে, পরমাত্ম-চৈতন্যেরই শক্তি, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন

হইতেছে। যথা—"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মস্বিতি।" অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকলকে ভগবানের অংশ জানিবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"প্রাণস্থ প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্থ
শ্রোত্রং মনসো মন ইতি ন ঋতে তৎ ক্রিয়তে
কিঞ্চনারে।"

অর্থাৎ তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রবণেরও শ্রবণ, মনেরও মন; সুতরাং তদ্ব্যতীত কিছুই কৃত হয় না।

এবম্বিধরূপে ত্রৈগুণ্যের প্রাধান্য দ্বারা সকলের গুণময়ত্ব কথিত হইলেও ভগবৎপ্রাধান্য বশতঃ ভক্তের স্বতঃই গুণাতীতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

ভগবৎ প্রাধান্যেই ভক্তের নির্গুণত্ব।

মূল হইতে শাখা ভিন্ন নয়; সুতরাং শাখাদি সেচন পরিত্যাগ করিয়া মূল সেচনই কর্ত্তব্য, এরূপ বুদ্ধিতে যাঁহারা অন্যাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারই নির্গুণ। যে হেতু সর্ব্বমূলাধার এক শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাতেই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই পরিচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—

"যদ্ যুজ্যতেঽসু-বসু-কর্ম্মমনোবচোভি র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথকত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলসেচনং যৎ॥

৮।৯।২৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ! মানবগণ ধন, প্রাণ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যে কিছু চেষ্টা করে, তৎসমুদায় অসৎ। সর্ব্বকাল সর্ব্ববস্তুব্যাপী পোষকশক্তিবিশিষ্ট হয় না বলিয়া, সে সকল নশ্বর রূপে গণ্য। পরন্তু পরমাত্মা ব্যতীত অন্যাশ্রয় হেতু মূল ত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায় সকলই ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঐ

সকল ধনাদির দ্বারা শ্রীভগবদুদ্দেশে যদি কোন কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা হইলে তদেকাশ্রয় হেতু মূল সেচনের ন্যায় তাহা মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বমূলাধার শ্রীভগবানের অর্চ্চনাই সাধু। এই জন্য জ্ঞানকর্ম্মাত্মিকা হরিভক্তিরও নিগুর্ণত্ব বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হরিভক্তির গুণসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জন্মাভাব সূচিত হইয়াছে, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের গুণসম্বন্ধে জন্মভাব স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারেই হরিভক্তি ও হরিভক্তের নিগুর্ণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

আবার শ্রীকপিল দেব নিগুর্ণ সগুণ অবস্থা ভেদে ভক্তির বহুপ্রকার ভেদ বিবৃত করিয়াছেন। জীবের অন্তঃকরণের স্বভাবগুণে ফল-সঙ্কল্প-ভেদেই ভক্তির বহুবিধ সগুণ ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভক্তি যদি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরূপা হয়, কিম্বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়ারূপা হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিগুর্ণা বলিয়াই জানিবে। এমন কি, ভগবৎসম্বন্ধে বাসমাত্রেরও নিগুর্ণত্ব কথিত হইয়াছে। যথা—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্॥ ১১।২৫।১৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন—বনে বাস অর্থাৎ বানপ্রস্থগণের যে তৎ সম্বন্ধিনী বাসক্রিয়া, তাহা সাত্ত্বিক; গ্রামে বাস অর্থাৎ গৃহস্থগণের যে বাসক্রিয়া, তাহা রাজসিক এবং দুরাচারগণের (দ্যূত সদন এস্থলে উপ-লক্ষণ মাত্র) যে বাস, তাহা তামসিক; কিন্তু আমার নিকেতনে যে বাসক্রিয়া অর্থাৎ আমার সেবাপরগণের যে বাস, উহাকেই নিগুর্ণ বলা যায়। স্পর্শমণিন্যায় অনু-সারেই ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্য দ্বারা নিকেতনের নিগুর্ণত্ব কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে যেমন শিলাদি বুদ্ধি সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধীয় স্থানকেও কদাচ গুণময় বা প্রাকৃত বলা যায় না।

ভগবৎ সম্বন্ধে বাসও নিগুর্ণ।

অনন্তর ভগবৎ সম্বন্ধিনী ক্রিয়া সমূহের নির্গুণত্ব বিবৃত হইতেছে। যথা—

"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ ১১।২৫।২৫

তৎসম্বন্ধিনী ক্রিয়াও নির্গুণ।

অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, বিষয়াবিষ্ট কর্ত্তা রাজস, স্মৃতি-বিভ্রষ্ট অর্থাৎ অনুসন্ধান রহিত কর্ত্তা তামস এবং মদেকশরণ অর্থাৎ আমার সেবা কর্ত্তাই নির্গুণ। এস্থলে কর্ত্তার বিশেষণীভূতা ক্রিয়ারই তাৎপর্য্য সূচিত হইয়াছে তদাশ্রয়ভূত দ্রব্যের নহে। যে হেতু, সাত্ত্বিক কর্ত্তারও দেহাদি, গুণত্রয়েরই পরিণাম।

অতঃপর সেই ক্রিয়া-প্রবৃত্তিভূতা শ্রদ্ধার নির্গুণত্ব কথিত হইতেছে। যথা—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥ ১১।২৫।২৬

শ্রদ্ধা ও নির্গুণ।

আধ্যাত্মিকী অর্থাৎ, বেদান্ত শাস্ত্র-বিষায়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্ম-শ্রদ্ধা রাজসিক, অপর-ধর্ম্ম শ্রদ্ধা তামসিক এবং আমাতে যে শ্রদ্ধা তাহাই নির্গুণা। এই জন্যই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়মিতি।"

এই ভগবৎকথিত ভাগবতধর্ম্ম নির্গুণ, সুতরাং শুদ্ধ। কিন্তু বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সগুণ, সুতরাং অশুদ্ধ। এস্থলে 'ধর্ম্ম' শব্দ প্রধানতঃ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব এই ভক্তি যে, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবোধিকা এবং স্বয়ং-প্রকাশমানা, তাহা পরিব্যক্ত হইতেছে। যথা—

"যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণ্যায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নমঃ ইত্যুদারং হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার॥ ৫।১৪।৪৪

রাজর্ষি ভরত মৃগশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, যিনি কর্ম্মমার্গে—যজ্ঞস্বরূপ, তাহার ফলদাতা এবং যজ্ঞাদি বিধিনৈপুণ্যের প্রবর্ত্তক এবং জ্ঞান-সাধন-মার্গেও অষ্টাঙ্গযোগরূপী সাংখ্য-জ্ঞান-মূর্ত্তি, মায়ানিয়ন্তা ও সর্ব্বজগদাশ্রয়, তদপেক্ষাও যিনি পরতত্ত্ব ও মনোহর সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি। এই শ্লোকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যথাক্রমে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। পরন্তু একে মরণ সময় তাহাতে মৃগদেহ, এইরূপ দাস্য ভাবে উক্তিতে, সেই কীর্ত্তনলক্ষণা ভক্তির স্বয়ং-প্রকাশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। গজেন্দ্রের উক্তিও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ভক্তি স্বয়ং প্রকাশমানা।

১২। পরম-সুখরূপত্ব।

ভক্তি সকল অবস্থাতেই সুখদায়িনী। সাধনাবস্থায় সাধক যখন ভক্তির সাধনাঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তখন তাহা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগাঙ্গের ন্যায় কর্ক্কশ বা কঠোর বোধ হয় না। প্রত্যুত উহা উত্তোরোত্তর সুখপ্রদই হইয়া থাকে। "অতো বৈ কবয়ো নিত্যমিত্যাদি" শ্লোকে উহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। সিদ্ধদশাতেও যে উহা পরমসুখরূপা, এক্ষণে তাহা প্রকটিত হইতেছে। যথা—

ভক্তির পরম সুখরূপত্ব।

"মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥" ৯।৪।৪৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সেই ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইলেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কেবল আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, তখন কালনাশ্য অপর পারমেষ্ঠ্যাদিতে

তাঁহাদের অভিলাষ কেন হইবে? ফলতঃ তাঁহারা আমার সেবাতে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া এমনই পরমসুখানুভব করেন যে, তাঁহাদের নিকট মোক্ষ সুখও অতি তুচ্ছ বোধ হয়। অপিচ ইহাতে তাঁহাদের নিষ্কা-মতার পরাকাষ্ঠা পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেবা ব্যতীত অন্যের কাল-বিপ্লুতত্ব ধ্বনিত হওয়ায় সেবারই নির্গুণত্ব সূচিত হইয়াছে। পরন্তু অকালবিপ্লুত সালোক্যাদি অপেক্ষাও যখন সেবার উৎকর্ষ কথিত হইল, তখন উহার নির্গুণত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি?

১৩। ভগবদ্বিষয়ক রতিপ্রদত্ব।

"কাম ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ নির্জ্জিত না হইলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে না" অথবা "ভগবান্ মুকুন্দ বরং মুক্তি প্রদান করেন, তথাপি কাহাকে ভক্তিযোগ দান করেন না"—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভগবদ্বিষ-য়িণী রতি যে একান্ত দুর্লভ, এরূপ আশঙ্কা অবিবেকবশতঃই হইয়া থাকে। যেহেতু, এস্থলে "কাহাকে" এই বাক্যে কোন বিশেষোক্তি না থাকায় যে ব্যক্তি ভগবদ্রতি রূপ পুরুষার্থ লাভে শিথিল-প্রযত্ন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকেই ভক্তিযোগ প্রদান করেন না, এইরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভক্ত-বিষয়ক ব্যাপারই ভগবৎপ্রীতি লাভের এক-মাত্র হেতু, দ্বিজত্ব বা দেবত্ব ইত্যাদি কিছুই উহার হেতু নহে। তাই প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

> "মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
> নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৭।৯।৮

আমার মনে হয়,—ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপঃ পাণ্ডিত্য ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ এসকল পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনায় সমর্থ হয় না। যেহেতু

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, সেই ভগবান্ কেবল ভক্তিদ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

এক্ষণে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ শ্রীভগবানের কি প্রকারে ভক্তি দ্বারা সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে নিরতিশয়ত্বে ও নিত্যত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে?—তদুত্তর এই যে, শাস্ত্রে যেরূপ শ্রীভগবানের নিরতিশয় ও নিত্য আনন্দের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তিরও ভগবৎপ্রীতি হেতুত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের যে হ্লাদিনী নাম্নী স্ব-পরানন্দিনী স্বরূপশক্তি আছেন, যাহা প্রকাশ বস্তুর পর-প্রকাশনশক্তিবৎ তাঁহার পরমবৃত্তিরূপা, সেই হ্লাদিনীশক্তি নিক্ষেপন দ্বারাই শ্রীভগবান্ স্ব-ভক্তবৃন্দের নিত্য আনন্দ বিধান করেন এবং সেই সম্বন্ধে স্বয়ংও নিরতিশয় আনন্দাস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তি, প্রীতিস্বরূপ শ্রীভগবানেরও প্রীতির কারণ। যথা—

আনন্দময়ের আনন্দের কারণ—ভক্তি।

"যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্য বীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চ্যৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ সহবিশ্ববীজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্ গয়স্য॥ ৫।১৫।১৩

যে ভগবান্ প্রীত হইলে দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষী, লতা তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্ম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি সম্পাদন হয়, সেই সর্ব্বজীবন-হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রীতিস্বরূপ হইয়াও গয়রাজার যজ্ঞে "তৃপ্তোঽস্মি" অর্থাৎ তৃপ্ত হইলাম বলিয়া স্বয়ং প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তিই ভগবৎ-প্রীতির কারণ

অতএব শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও এইরূপে সামান্য গুণবিশিষ্ট বস্তুও তাঁহার পরিতোষের কারণ স্বরূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যথা—

"তত্রোপনীতবলয়ো রবেদীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদাঃ॥
প্রীত্যুৎফুল্লা মুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ ১।১১।৪

যদিও শ্রীভগবান্ আত্মারাম, নিজপরমানন্দ স্বরূপ লাভে সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, তথাপি সূর্য্যপূজায় দীপদানের ন্যায় দ্বারকার প্রজাবর্গ আদর সহকারে সেই স্থানে বিবিধ উপহার আনয়ন করিল এবং বালকেরা যেমন পিতাকে নানা কথা কহে, সেইরূপ তাঁহারাও প্রীতিফুল্ল বদনে হর্ষগদ্গদবাক্যে সর্ব্বলোকের সুহৃদ্ এবং রক্ষক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিল। ফলতঃ বালকের কথাও যেমন পিতার প্রীতি-করী হয়, সেইরূপ তাঁহাদের সামান্য স্তুত্যাদিও শ্রীভগবানের প্রীতিযোগ্য হইল। অপিচ নিজ পুত্রাদিতে যেরূপ প্রীতিবিশেষ স্ফুরিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও স্বসম্বন্ধাভিমানি-প্রীতি ভক্তগণে অবধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তিনি যখন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, তখন ভক্তিবিষয়িকা কৃপা নিশ্চয়ই উপপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বভাবতঃ আপনাতে ভগবৎপ্রীতি প্রার্থনা করিয়া, সাধনমার্গে অগ্রসর হন; তাঁহারা বাস্তবিকই ভক্তবৎ প্রীতিলাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবান্ আনন্দ স্বরূপ হইলেও ভক্তিতেই তাঁহার আনন্দোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এইরূপে জীবে ভক্তিরূপা ভগবৎ শক্তির যে অভিব্যক্তি হয়, শ্রীভগবানই তাহার কারণ। যেহেতু শ্রীভগবানই জীবের হৃদয়ে অন্ত-র্য্যামীরূপে ইন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক। সুতরাং যদিও তাঁহার সেই শক্তি দ্বারা জীবের উপকারের আভাস স্পষ্ট সূচিত হইতেছে, তথাপি ভক্তানুরঞ্জনের নিমিত্ত ভগবানের কৃপা প্রাবল্যই ভক্তি পরিস্ফুরণের কারণ। তাই শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—

ভক্তির কারণ ভগবৎ-কৃপা।

"কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ সংস্পন্দতে তমনুবাঙ্মন ইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তে যে তনুভৃতা মজশর্ব্বয়োশ্চ স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ১২।৮।৩৪

হে বিভো! আমি আপনার আর কি বর্ণনা করিব? আপনার কৃপালুতার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেছি। যেহেতু, আপনিই প্রাণীমাত্রের এমন কি শিবব্রহ্মাদি দেবতার এবং আমারও প্রাণ, মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক। তাই শ্রুতিও—"স্তোত্রস্য স্তোত্রমিত্যাদি" উক্তি দ্বারা এই কথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন। যদিও এইরূপে কোথায় কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ সকলেই আপনার অধীন; তথাপি আপনি দারুযন্ত্রবৎ আপনার প্রবর্ত্তিত অনুরাগাদির দ্বারা ভজনশীলজনের ভক্তিতেই বন্ধুর ন্যায় একান্ত বশ্য। সুতরাং প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আপনিই যখন আপনার ভজন করাইতেছেন, তখন আপনি তাদৃশ ভজনের প্রত্যুপকারে অসমর্থ হেতু ঋণী হইয়া তাঁহার প্রেমবশ্য হইয়া থাকেন। অহো! আপনার কৃপা-বৈভব কি অদ্ভুত!

১৪। ভগবদনুভবকরণে অনন্য-হেতুত্ব।

ভক্তির সহায়তা ব্যতীত শ্রীভগবানের স্বরূপানুভবের আর কোন উপায়ই নাই। তাই শ্রীকুন্তী দেবী বলিয়াছেন—

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং॥ ১।৮।৩৫

হে কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ, অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন, কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা অচিরেই তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, কি তোমার ভব-প্রবাহ-নিবর্ত্তক পদাম্বুজ দর্শন করিয়া থাকেন।

১৫। শ্রীভগবৎ-প্রাপকত্ব।

এইরূপে অন্যোপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—

"ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥ ১১।১৮।৪৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে উদ্ধব। আমাতে অবিচলা ভক্তিমান ব্যক্তি সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বলোক মহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার গীতাতেও বলিয়াছেন—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ। ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া।"

অর্থাৎ হে পার্থ! সেই পরমপুরুষ কেবল অনন্যা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা ভক্তিতেই লভ্য হইয়া থাকেন।

অতএব ভক্তির মহিমা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ও অদ্ভুত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পরিব্যক্ত হইল। ক্রমশঃ আরও বিবৃত করা হইবে। এতদপেক্ষাও ভক্তির যে সকল মহীয়সী শক্তি আছে, তাহা সম্পূর্ণ সাধনগম্য, সুতরাং ভাষায় অব্যক্ত। সাধনার উচ্চমঞ্চে সাধক যতই অগ্রসর হন, ভক্তির অচিন্ত্যপ্রভাব ও গুণসকল ততই তাঁহার উপলব্ধ হইতে থাকে এবং ততই তিনি উত্তরোত্তর বিপুল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অপার আনন্দানুভব করিতে থাকেন।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ